স্বপ্ন-পরিণীতা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৭

মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রকাশক

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

তোমাকে!

যখনই জীবনে শান্তি-সুখের অন্বেষণ করিয়াছি, তোমার সদা-
প্রফুল্ল সুধাংশু আনন আমার মনের পাতায় পাতায়
ফুটিয়া উঠিয়াছে, তবু সে ছায়া, সে কল্পনা—
তার সঙ্গে সত্যের কোথাও কোন সম্পর্কই
নাই—সেই সত্য-মিথ্যার আলো-
আঁধারে মেশা তোমাকেই
এই গ্রন্থখানি উপ-
হার দিলাম।

ভূমিকা

এই গ্রন্থটি আমার বহুদিন পূর্ব্বের রচনা।

ইহাতে এত বেশী ভুল ও অসামঞ্জস্য থাকিয়া গেছে, অত্যন্ত ক্ষমাশীল পাঠক পাঠিকারও ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমার পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই ক্ষুদ্র ভূমিকার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইতি মহালয়া, ১৩২৭।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

স্বপ্ন-পরিণীতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎ

একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী,—তাহার নাম বারুণী নহে, কাজেই বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই, আর জলতলস্থ সোপানে যে একটি গৌরাঙ্গী কিশোরী,—হাঁ কিশোরী বৈ কি—যেহেতু বাঙ্গালা দেশে দশবছরের মেয়েকেও বালিকা বলিতে আমি একান্তই নারাজ—গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল, সে রোহিণী নহে—তাহারও রূপ বর্ণনা করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। কাল অপরাহ্ন। অনেকগুলি প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা সাময়িক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র এই কিশোরীই জলে বসিয়া আছে।

তাহার নাম হিন্দোল। নামটি একটু উদ্ভট, কিন্তু আমরা নাচার। নামটি পরিবর্ত্তিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র সহজ দিতে পারিলে

সকল দিকেই সুবিধা হইত, কিন্তু কিশোরীর আপত্য থাকিতে পারে। শুধু কিশোরীর কেন, বোধ করি কেহই এ প্রস্তাব সমর্থন করিবেন না।

হিন্দোল কিয়ৎক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিয়া পরে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে সুপটু, পরপার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। আবার ডুব দিল, মাঝখানে ভাসিয়া উঠিল, সেখান হইতে আবার ডুব দিল, একেবারে সোপানে আসিয়া উঠিল। এই সময়ে আপন মনে সে হাসিয়া ফেলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, বিকালে মাথা ভিজিয়াছে, মার কাছে আজ লাঞ্ছনা আছে। তারপর গামছা খানি নিংড়াইয়া বেশ করিয়া মাথা মুছিতে লাগিল। দুই তিনবার মুছিয়া ঝাড়িয়া চুলগুলি জ[illegible] কবরী আকারে বাঁধিয়া ফেলিল। আবার হাসিল। ইহা[illegible] বস্তুতঃ—আজ আর তোমাকে ধরতে দিচ্ছিনে, মা। বৃহৎ পিত্তল কলস পূর্ণ করিয়া কক্ষে লইয়া উঠিয়া পড়িল। দু'তিনটি সোপান উঠিয়াই সামনের দিকে চাহিয়া দেখিল, একটি অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দোলের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, মেয়ে মানুসের ঘাটে ছোঁড়াটাকে নির্ল্লজ্জভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার তীব্র রসনা লক্ লক্ করিয়া উঠিল। প্রথমতঃ সে হঠাৎ নত হইয়া সিক্ত বসনাদি যথাবিন্যস্ত করিয়া লইয়া যেমন অপরিচিত নির্ল্লজ্জের পানে চাহিবে, অমনি পা পিছলাইয়া সকলস আছাড় খাইয়া পড়িল। আমাদের কল্পিত গোবিন্দলাল ক্ষিপ্রগতিতে লাফাইয়া

পড়িয়া কিশোরীকে ধরিয়া ফেলিল। কলস জলে পড়িয়া ভাসিতে

আঘাতের প্রথম বেগটা কমিতেই হিন্দোল বলিয়া উঠিল—ছেড়ে দাও।

যুবক যথেষ্ট সাহসী, বলিল—তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারলে ছাড়্‌ব না, এখনও তোমার পা কাঁপছে, তুমি আবার পড়ে যাবে।

হিন্দোল ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কে বল্লে আবার পড়ে যাব। ছেড়ে দাও।

যুবক অল্প হাসিল, কহিল—আমিই বলছি, আর কে বলবে। এই দে [illegible] সত্যই হিন্দোলের পা টলিতেছিল—দেখ্‌লে?

ত [illegible]ক, তুমি ছেড়ে দাও।

যুবক তথাপি ছাড়িল না।

তুমি ত আচ্ছা লোক, ছেড়ে দাও না।

যুবক বলিল—তুমি তবে সিঁড়িতে বস, আমি ছেড়ে দিচ্ছি।—বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই তাহাকে বসাইয়া দিল।

হিন্দোল বসিল। সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এই সুবৃহৎ পল্লীর সে না চেনে কাহাকে, এবং কাহার কাছেই বা সে অপরিচিত! তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে সাহস করে এ গ্রামের মধ্যে কেহ ত ছিল না, এ কে, এবং ইহার এত সাহস? অন্য মেয়ে হইলে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইত, কিন্তু আমরা তাহার যে সামান্য পরিচয় দিতে

পারিয়াছি, আমাদের পাঠক পাঠিকা নিশ্চয়ই তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রথমেই যুবককে দেখিয়া তাহার কলহ প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, অবশেষে পড়িয়া গিয়া নিরস্ত হইয়াছিল।

যুবক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিল—তোমার কি বড্ড লেগেছে ?

হিন্দোল কঠিন স্বরে কহিল—না।

যুবক বলিল—একেবারে লাগে নি এ কথা তুমি বলতে পার না ! তোমার মুখে এখনও আমি বেদনার চিহ্ন দেখ্‌ছি।

হিন্দোল ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। সে কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই যুবক বলিল—কিন্তু তুমি পড়লে কেন ? হঠাৎ আমাকে দেখে তুমি বুঝি রেগে উঠেছিলে ?

হিন্দোল বলিল—তুমি মেয়ে নানের ঘাটে এস কেন ?

যুবক হাসিয়া বলিল—এস কেন বলো না ; বল—এলে কেন ? কারণ আমি এ দেশে নূতন—আজ এই প্রথম এসেছি। এটা যে স্ত্রীলোকের ঘাট তা আমি জানতুম না। দূর থেকেই সাঁতার কাটার শব্দ শুনে আমি এগিয়ে এসেছিলুম, ভেবেছিলুম—কোনও ছোকরা সাঁতার কাটছে।

যুবক ভাবিল—মেয়েটি লজ্জা পাইয়াছে, প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিতে যাইবে, এমন সময় হিন্দোল বলিয়া উঠিল—যখন দেখ্‌লে, তখন চলে গেলে না কেন ?

এক মিনিট নীরব থাকিয়া যুবক বলিয়া উঠিল—তার দুটো কারণ আছে। তোমাকে দেখে স্ত্রীলোক ভেবে সরে যাবার কথা আমার মনেই এলে না। আর একটা কারণ না, সে আমি বল্‌ব না, শুন্‌লে তুমি রাগ করবে।

হিন্দোল বলিল—রাগ করব! কখখন না। কি কারণ বল।

যুবক বলিল—দেখ, রাগবে না ত!

না, না।

তোমাকে দেখ্‌তে—আমার বেশ লাগ্‌ল।

হিন্দোল আর কিছু বলিল না। বোধ হয়, এই প্রশংসায় একটু লজ্জা পাইয়াছিল, ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিল। অল্প দূরে জলে কলস ভাসিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, আবার জলে নাম্‌তে হ'ল।

যুবক বলিল—আমি তুলে দেব?

কেন আমি কি পারি না?—বলিয়া সে শব্দ করিয়া নামিয়া গেল। ইচ্ছা করিয়াই একটু বেশী দূরে গেল। দুই হাতে জল কাটিতে কাটিতে বলিল—তুমি সাঁতার জান?

যুবক বলিল—না। আমি কলকাতায় থাকতুম—

কলকাতায় কি পুকুর নেই?

আছে—তবে সাঁতার কাটবার তাতে সুবিধে হয় না। এইবার এখানে শিখ্‌ব।

তুমি এখানেই থাক্‌বে বুঝি ? এখানে অনেক পুকুর আছে। আমাদের দু'টো পুকুর—জল কিন্তু ভাল নয়, বাবুদের এই পুকুর-টাই সব চেয়ে ভাল। ঐ যে বড় সাদা বাড়ীটা—ঐ বাড়ীটাই বাবুদের। ওদের বাড়ীর ভিতরেও নাকি মস্ত পুকুর আছে। ওরা খুব বড় লোক, এ অঞ্চলে অত বড় লোক আর কেউ নেই।

তোমার বাড়ী কোথায় ?

হিন্দোল সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া কলস তুলিতে তুলিতে বলিল—একটু দূরে, লালরঙের যে বাড়ী, সেইটে। তুমি কোথায় এসেছ ? না না—আমি জিজ্ঞাসা করছি—কাদের বাড়ী ?

যুবক বলিল—ঐ যে বড় সাদা বাড়ীটা দেখালে তুমি, সেই বাড়ীতে। এক মিনিট নীরব থাকিয়া কিশোরী কলস লইয়া সোপানে উঠিতে লাগিল। যুবক জিজ্ঞাসিল—তোমার নামটি কি জানতে পারি না ?

নামে কি হবে ?—পথ ছাড়।—বলিয়া সে ঘৃণা ও বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কারণ কি

যুবক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল, হঠাৎ কেন যে মেয়েটি এত উষ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, তাহার কোন কারণই সে নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। নিজের ব্যবহারে এমন কোন ক্রটীই সে দেখিতে পাইল না, যাহাতে সে তাহার বিরক্তির কারণ হইতে পারে।

যুবক ধীরে ধীরে বড় সাদা বাড়ীটার ভিতরে প্রবেশ করিতেই দ্বারবান তাহাকে অভিবাদন করিয়া জানাইল—যে হুজুর তাহাকে সেলাম দিয়াছেন।

যুবক জিজ্ঞাসিল—মামাবাবু জাগিয়াছেন?

দ্বারবান উত্তর দিল, হাঁ, এইমাত্র তিনি আপনাকে খুঁজিয়াছেন। বলিয়া সে একটি ভৃত্যকে ডাকিয়া খোকাবাবুকে হুজুরের নিকট লইয়া যাইতে বলিল।

যুবক চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয়। অতি সুকুমার, সুপুষ্ট, চেহারাটিতে লাবণ্য মাখান। ভৃত্যের সহিত উপরে উঠিয়া একটি দ্বার-সন্নিধানে আসিতেই ভৃত্য বলিল—বাবু ভিতরে আছেন।

পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমতঃ সে কিছুই দেখিতে পাইল না—তাহার পর দেখিল—উঁচু খাটের উপর কে একজন

অর্দ্ধশায়িত ভাবে উপবিষ্ট। সে নিকটে আসিয়া প্রণাম করিতেই অদৃশ্য ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন—এস, এস।

যুবক বলিল—ঘরটা বড় অন্ধকার, জানেলা খুলিয়া দিব কি ?

অদৃশ্য পুরুষ কহিলেন—না, না—রৌদ্র আমি সহ্য করিতে পারি না। এখনই বাতি জ্বালিয়া দিবে। তুমি বস।

ভৃত্য বাতি জ্বালিয়া দিয়া গেল। তখন দুজনেই দুজনকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবক দেখিল—ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত স্থূলকায় এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। আর তিনি দেখিলেন—পরম রমনীয় কান্তি বিশিষ্ট দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ কুমার।

প্রৌঢ় কহিলেন—তোমার কোন কষ্ট হয়নি পৃথ্বী ? ষ্টেশনে গাড়ী লোকজন সব ছিল ? তারা তোমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে ?

পৃথ্বীরাজ নতমুখে কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রৌঢ় কহিলেন—তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, তোমাকে আমি এখানে আনিয়েছি কেন ?

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমাকে এখানে থাকতে হ'বে।

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসিলেন—আর কিছু ?

পৃথ্বীরাজ কহিল—আজ্ঞে না। আমি যাঁদের কাছে থাকতুম তাঁরা কাল আমাকে বললেন—যে তোমার মামাবাবু তোমাকে নিয়ে যেতে চা'ন। আমি ত আপনাকে জান্তুম না। আমার ইচ্ছে ছিল না। সেখানে আমার অনেক সঙ্গী ছিল কি না।

তাহার মাতুল জিজ্ঞাসিলেন—তুমি কখনই আমার কথা শোন নি ?

না। ছেলেবেলা থেকেই আমার ধারণা ছিল, কলকাতার মেসোমশায়েরাই আমার কেবলমাত্র আত্মীয়—আর কেউ নেই। তার পর জান্তে পেরেছিলুম যে ব্যাঙ্ক থেকে আমার খরচের যে টাকা আসত, দু-তিন বছর থেকে তার দ্বিগুণ টাকা আস্‌ছে—আমি অনেক খরচ করতে পেতুম। এ সব যে আপনি দিতেন, তা আমি কাল জানলুম। কাল মাসিমা আমাকে বললেন যে, রামপুরের জমিদার হরিপ্রসাদ বোস আমার মামা। তিনি আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কেন—কিছু বলেন নি। আমিও ভাবলুম, বোধ করি দেখ্‌তে চেয়েছেন, দু'চারদিন পরে আবার ফিরে যাব……

না, আর তুমি ফিরে যেতে পাবে না। তোমাকে এখানেই থাক্‌তে হ'বে। আমি নিঃসন্তান। আর আমার জমিদারী এত বড় যে তার একজন উত্তরাধিকারী থাকা চাই। এই জন্যেই তোমাকে এনেছি। তুমি নিশ্চয়ই ইংরেজী শিখেছ, এই কাগজগুলি দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে। বলিয়া তিনি কতকগুলি কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কের রসিদ তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

পৃথ্বীরাজ সেগুলি দেখিয়া হিসাব করিতে লাগিল।

হরিপ্রসাদ জিজ্ঞাসিলেন—কত ?

পৃথ্বীরাজ কহিল—বাহাত্তর লক্ষ টাকা।

হরিপ্রসাদ বলিলেন—এ ছাড়া আমার জমিদারীর আয় বাৎসরিক দু'তিন লক্ষ টাকা; এখন বুঝতে পারছ, এ সমস্তই তোমার। অবশ্য যদি তুমি আমার প্রিয়পাত্র হ'য়ে থাক।

সে ত নিশ্চয়ই, নইলে দেবেন কেন?

হরিপ্রসাদ বালকের সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন—আমি চির রুগ্ন। তুমি সুস্থদেহ এবং সাহসী যুবক, তোমার হাতে এই সমস্ত সম্পত্তি আরো বর্দ্ধিত হ'তে পারবে। আমার ইচ্ছা যে তুমি এখন থেকেই সব দেখা শুনা করতে আরম্ভ কর।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—অবশ্য যদি তোমার স্কুল কলেজে পড়বার ইচ্ছা থাকে- আমি আপত্তি করব না-- তবে...

পৃথ্বীরাজ বলিল—আজ্ঞে না। স্কুল আমার ভালই লাগে না।

হরিপ্রসাদ আবার তাহার সাহসের প্রশংসা করিলেন। বলিলেন—বেশ। তবে বাড়ীতে একটু আধটু পড়তে হ'বে তোমাকে। চাই কি একজন ইংরেজ মাষ্টার আমি রাখিয়ে দেব। কেন না, আমার উত্তরাধিকারী রামপুরের ভবিষ্যৎ জমিদারকে জেলায় সাহেব সুবো গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিশতেই হবে —একটু শিক্ষার দরকার। কি বল?

পৃথ্বীরাজ বলিল—বাড়ীতে আমি পড়ব। তা'তে আমার

আপত্তি নেই। স্কুলের বাঁধাবাঁধিতে আমি থাকতে পারব না। নইলে মেশোমসায়ের মেয়ে শান্তি আমাকে ছাড়িয়ে যায়!

যাক্—তা'তে কারো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তোমার পড়বার বসবার, শোবার তিনটি ঘর আমি সাজিয়ে দিতে হুকুম দিয়েছি—ঘরগুলি দেখেছ? পছন্দ হ'য়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ—চমৎকার। আমি এসে সেই ঘরেই জামা কাপড় ছেড়েছি। তখন শুনলুম যে আপনি ঘুমোচ্ছেন, অমনি একটু বেড়িয়ে এলুম।

মাতুল হাসিয়া বলিলেন—বেড়ানও হয়ে গেছে? কোথায় বেড়ালে?

পৃথ্বীরাজ বলিল—সামনে যে একটা বড় পুকুর আছে—সেই-খানে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়েটি কলসী নিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে পড়ে গেছ্‌ল—আমি তা'কে তুলে……

ওটা মেয়েদেরই পুকুর। পুরুষ ওখানে যায় না। তা' তুমি ছেলে মানুষ—কোন দোষ হয় নি। তারপর?

পৃথ্বীরাজ কহিল—দেখুন মামাবাব, সে মেয়েটি ভারি আশ্চর্য্য। প্রথমটা আমার উপর সে চটেছিল বটে, তার পর বেশ আলাপ হ'য়ে গেল, শেষকালে একবারে চটে লাল হ'য়ে চলে গেল।

চ'টে গেল কেন? তুমি নিশ্চয়ই তা'কে অন্যায় কিছু বল নি?

কিছু না। • আমাকে বল্লে—তোমার বাড়ী কোথা? আমি এই বল্‌তেই—বল্লে সরে যাও, সরে যাও—কেন বলুন ত?

হরিপ্রসাদ একটু ভাবিয়া বলিলেন—হুঁ। তার বাড়ী কোথা? নাম কি জান?

নাম ত জানি না, তবে বাড়ী ঐ দিকে দেখিয়ে বল্লে—লাল রঙের বাড়ী।

তার বয়স কত?

দশ এগারো হ'বে বোধ হয়, হ্যাঁ—তার বেশী নয়।

দশ এগারো! তা হ'বে—সেই তা'হলে। পৃথ্বী, সেই মেয়েটিকে আর যদি কখনও দেখ্‌তে পাও, তা'র সঙ্গে কথাও কয়ো না। আজই কথা কওয়া তোমার উচিৎ ছিল না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—সে যদি না পড়ে যেত, কথা কইবার দরকারই হ'ত না। মেয়েটি পড়ে গেল, দেখে আমি ত চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি নে—তা'কে তুলতেই হ'ল—

সে বেশ করেছ। কিন্তু ভবিষ্যতে তা'র বা তার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে—সর্পবৎ তা ত্যাগ করবে। সাবধান! আমাদের যদি কেউ শত্রু থাকে—সে ঐ নীচ মিত্রগুষ্ঠি।—বলিয়াই হরিপ্রসাদ কাশিতে আরম্ভ করিলেন।

কাশি থামিলে জিজ্ঞাসিলেন—তুমি জল খাওনি এখনও? দুজনেরই খাবার এখানেই দিক্—কেমন?

পৃথ্বীরাজ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি একটি ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। ভৃত্য আসিলে বলিলেন—খোকাবাবুর খাবার এই খানেই দে।

একটি ক্ষুদ্র টেবিল পাতিয়া ভৃত্য দুই খানি রেকাবী করিয়া খাদ্য লইয়া আসিল। একখানিতে বিবিধ ফল ও মিষ্টি, অন্য খানিতে সামান্য একটি মিষ্টি। সজ্জিত রেকাবী খানি পৃথ্বীরাজের দিকে ঠেলিয়া দিয়া তাহার মাতুল বলিলেন—আমার এই আহার। বিশ বছর এই আহারে দিন কাটাচ্ছি। খাও, খাও, ঐ বাটি-গুলিতে সরবৎ আছে, আগে খাও।

পৃথ্বীরাজ খাইতে খাইতে বলিল—মামাবাবু, আপনি দু'এক খানা ফল নিন্ না।

হরিপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—না, না, তা'হলে কি আর রক্ষা আছে, কাল কাশিয়া মরিয়া যাইব।

পৃথ্বীরাজের মনে পড়িল, কলিকাতায় সে একটি গল্প শুনিয়া-ছিল—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননী একদিন পুত্রকে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—বাবা, এত আম, তা তুই একটা খাইবি না, এ দুঃখ আমি কোথায় রাখিব! জননীর দুঃখে ব্যথিত পুত্র একবিন্দু আমের রস দুধে মিশাইয়া সেবন করিয়াছিলেন—তাহাতেও নাকি মহারাজার কিঞ্চিৎ অসুখ হইয়াছিল।

হরিপ্রসাদ পুনরায় বলিলেন—আমার বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই। যত্ন আত্তি কে করে বল? চাকর বাকর ভরসা—খাওয়া দাওয়া সব তাদেরই হাতে। নিজে সব মনে করে' করিয়ে নিও, বুঝলে পৃথ্বী? হ্যাঁ, আর যখন আমার সঙ্গে দেখা করবার

দরকার হ'বে খবর দিও। সচরাচর আমি কারু সঙ্গে দেখা করি না।

পৃথ্বীরাজ কোন কথা কহিল না। ইচ্ছা থাকিলেও সাহস হইল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাতুল কহিলেন—তা'হলে তুমি এখন আসতে পার।

সে নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কারণ

কলসের জল চিরদিন যেমন ছল্ ছল্ করে, সেদিনও করিল, তবে চরণের গতি কিছু উগ্র ছিল বলিয়াই জল চলাৎ চলাৎ করিয়া মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে হিন্দোল যথন গৃহে প্রবেশ করিল, তাহার জননী গৃহে ছিলেন না শুনিয়া হিন্দোল কতকটা সুস্থবোধ করিল। কলসটি গৃহ-কোণে নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসন ত্যাগ করিল। সেখানি রোয়াকের দড়িতে টাঙ্গাইয়া দিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া যথন সে অঙ্গনে বসিল, ঠান্‌দিদি তুলসিতলায় প্রদীপ দিয়া নতমস্তকে প্রণাম করিতেছিলেন।

মিত্রগুষ্ঠির শেষ সুজন মিত্রের গৃহে দুইটি অনাবশ্যক জীব একসঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছিল। তুলসীমঞ্চের পার্শ্বে দীর্ঘ আমড়া গাছটি কখনও একটি ফল প্রসব করে নাই, অথচ গৃহকর্ত্তা সেটিকে নষ্ট করিতে কোন দিনই রাজী ছিলেন না; আর এই ঠান্‌দিদির দ্বারা সংসারে কড়ার উপকারও কাহারো ঘটিত না, গৃহ-স্বামী কিন্তু এই সম্পর্কশূণ্যা ঠান্‌দির প্রতি অসীম শ্রদ্ধাপরায়ণ।

এই দুইটি জীব—গাছ ও মনুষ্য (গাছকে জীব বলিতে বোধ হয় সভ্যজগতে এখন আর কাহারো দ্বিধা নাই) কতদিন হইতে যে এই মিত্র-গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন, তাহার কোন ইতিহাসই আমরা (প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করিয়াও) বলিতে পারি না। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তি বলিত, পূর্ব্বে ঐ গাছটির অনেক আমড়া তাহারা খাইয়াছে, বড় সুমিষ্ট ফল, খাঁটি বিলাতী গাছ; আবার কেহ বলিত, আর ছ্যাঃ, বাঁড়া গাছ—ওর আবার ফল— কস্মিন্ কালেও নয়—ইত্যাদি। ঠান্‌দির সম্বন্ধেও এবম্প্রকার মতভেদ ছিল, পার্থক্য এই একটি নীরব, অন্যটি সরব। একটি ধৈর্য্যসহকারে সকল কথা সহ্য করিত, অন্যটি সুদ সমেত ফিরাইয়া দিত।

ঠান্‌দি উঠিতেই হিন্দোল জিজ্ঞাসিল—মা কোথা ঠান্‌দি?

ঠান্‌দি গলার আঁচলটি খুলিতে খুলিতে বলিল—কে জানে বাপু কোথা গেল! সেই বেথি মাগীটার সঙ্গে কথা কইতে কইতে গেল। তোর এত দেরী হল কেন, হিন্দী?

হিন্দী বলিল—জোঠাইমা এসেছিলেন?

ঠান্‌দি বিরক্তভাবে কহিল—হাঁ গো, হাঁ, এসেছিলেন, এসেছিলেন। হ'ল ত! তিন সত্যি করলুম।

হিন্দী ঠান্‌দিকে রাগাইবার ছলেই বলিল—তিন সত্যি কই হ'ল ঠান্‌দি—দু'বার ত মোটে ব'ল্লে।

ঠান্‌দি রাগিয়া বলিলেন—তুই আমাকে গুণতে শিখাচ্ছিস্! আ মর—আমার পোড়া কপাল। সেদিনকার মেয়ে।

দাঁড়াও না ঠান্‌দি, তুমি আমাকে মর বলেছ—মা আসুক আগে, বলে দিয়ে মজা দেখাচ্ছি।

কখন আবার তোকে মর বল্লুম রে! বালাই ষাট্—তা কি বল্‌তে পারি আমি!

হিন্দোল জানিত, এই বন্ধ্যা রমণীর বুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা সেই পাইয়াছিল। বলিল—আচ্ছা, মা'কে কিছু বল্‌ব না, তুমি ঘরে এস—এখানে ঠাণ্ডা পড়েছে।

হিন্দোল ঠান্‌দির হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিল।

ঠান্‌দি বলিল—দরজা বন্ধ করিস্ কেন?

হিন্দোল কোন উত্তর দিল না। প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বৃদ্ধার পার্শ্বে বসিয়া বলিল—ঠান্‌দি! তুমি ত গাঁয়ের সব খবর জান!

ঠান্‌দি বলিল—জানি বৈ কি! তোর ঠাকুরদাদা তখন এতটুকু—

হিন্দোল বলিল—সব জান ত! আচ্ছা, বলত—বাবুদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া কেন?

ঠান্‌দি বলিল—তোর বাবারে জিজ্ঞেস করিস।

হিন্দোল বলিল—বাবা বলেন না। তুমি বলনা ঠান্‌দি।

ঠান্‌দি এদিক. ওদিক চাহিয়া একটু সতর্কতার সহিত কহি-লেন—ছেলেমানুষ, তোর ওসব কথায় দরকার কি লা হিন্দী?

হিন্দী সহজে ছাড়িবার মেয়ে নয়, বলিল—তুমি বল না ছাই।

সে অনেক কথা, কোন্‌টা বল্‌ব? ঐ যে হরি বোস্‌—ওকি কম লোক নাকি? তেম্‌নি ভগবান আছেন, তিনি তার সূক্ষ্ম বিচার করেছেন। এজন্মে খোঁড়া হ'য়েই কাটালে, মলে যে এক গণ্ডুষ জল দেবে এমন কেউ নেই। তোর বাবাই ওর ঠ্যাং ভেঙ্গেছে—বুঝলি হিন্দী? ভাঙ্গবে না? রক্তমাংসের শরীরে কেউ কি সহ্য করতে পারে। তবু তোর বাবা—সুজনের আমার রক্ত খুব ঠাণ্ডা, তাই একেবারে মারে নি, অন্য কেউ হ'লে ধড় মুণ্ডু আলাদা করে' তবে ছাড়ত।

হিন্দী সাশ্চর্য্যে কহিল—আমার বাবা! বল কি ঠান্‌দি! কেন—বল না?

ঠান্‌দি তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন। শুনিয়া হিন্দী একেবারে লাফাইয়া উঠিল, বলিল—আমার পিসী! কৈ—আমার পিসী ত কেউ ছিল না।

ঠান্‌দি বলিলেন—ছিল রে ছিল। তোর বাবাই তাঁ'কে দূর করে দিয়েছিল।

হিন্দী বসিয়া ঠান্‌দির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসিল—হরি বোস্‌ তাঁকে বিয়ে করলে না কেন?

করতে চেয়েছিল, তা তোর বাবা রাজী হবে কেন? সাত পুরুষের ঝগড়া। দু'ঘরে কম মারামারি কাটাকাটি হ'য়ে গেছে? এখনও খোঁড়া নড়তে পারে না, তবু তোদের শত্রুতার চেষ্টা ছাড়ে

না। সুজন আমার বড় শক্ত ছেলে, তাই পেরে ওঠে না, নইলে মুখ পোড়া কি কম চেষ্টা করেছে! কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারলে না। ভগবান আছেন, তিনি ত সবই দেখছেন, তাঁর চোখ ত কেউ এড়াতে পারবে না। মরলে ডোম মুদ্দফরাসে মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে।

হিন্দোল বলিল—কেন তার কেউ নেই?

ঠান্‌দি সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিলেন—যম আছে, যম আছে, আবার কে থাক্‌বে।

হিন্দোল বলিল—আমি যে তার বাড়ীতে একটি ছেলেকে দেখলুম, ঠান্‌দি! বেশ লম্বা চৌড়া, মোটা সোটা ছেলে!

ঠান্‌দি বলিলেন—ছেলে? কে ছেলে? তার এক বোনের একটি ছেলে ছিল শুনেছি, তা' কেউ কখন তাকে দেখেনি—হরি বোস্ কখনও তার খোঁজ করত না, তার বাপের সঙ্গে ঝগড়া ছিল। আর ছেলে কে?

হিন্দোলের মনে পড়িল, যুবক বলিয়াছিল, এই প্রথম সে এদেশে আসিয়াছে। বলিল—সেই ভাগ্নে বোধ হয় ঠান্‌দি! বেশ ছেলেটি!

ঠান্‌দি বলিলেন—বেশ বৈ কি! ও নচ্ছার বংশের কেউ বেশ নয়। তার ওপর ভাগ্নে—সেই কথায় বলে না—নরাণাং মাতুলঃ ক্রমঃ। মামার ওপর যাবে।

হিন্দোলের মন কিন্তু ইহাতে কোন মতেই সায় দিল না। সেই

উন্নতকায় দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ যুবকের অমায়িক সরল চেহারায় যথেষ্ট উদারতা প্রকাশ পাইতেছিল ; সেই—ভাসা-ভাসা দীর্ঘ চক্ষু দুইটি হইতে সৌজন্যের যে ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা সে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিল না। সর্ব্বোপরি তাহার নিকট হইতে যে ব্যবহার সে পাইয়াছে, অতিবড় শত্রু হইলেও তাহাকে নিন্দা করিবার ক্ষমতা নাই।

বলিল—না ঠান্‌দি, আমি তাকে দেখেছি, সে সে রকম নয়।

ঠান্‌দি উষ্ণভাবে বলিয়া উঠিলেন—নয়! তুই বল্লেই হ'বে। চার কাল ধরে চলে আস্‌ছে—ও গোষ্ঠির কেউ কখন ভালো হয় না। খবরদার ছায়া মাড়াস নে—হিন্দী, ওরা সর্ব্বনেশে লোক, মানুষ খায়। এ আমি তোকে বলে দিলুম।

হিন্দোল কথা কহিল না। দশবছরের মেয়ে—আর কি বলিবে! তবে আমাদের নায়িকা পল্লীবালিকা বলিয়াই একটু বেশী কথা বলিতে ও ভাবিতে পারে। দোহাই পল্লীবাসিনী পাঠিকা। আমরা নিন্দা করিতেছি না—ইহা নিছক্ প্রশংসা।

হিন্দীকে নীরব দেখিয়া ঠান্‌দি হরিনামের ঝুলি লইয়া বসিয়া গেলেন। হিন্দোল আলমারী খুলিয়া কতকগুলি গ্রন্থ পাড়িয়া প্রদীপালোকে পড়িতে বসিয়া গেল।

পড়িতে ভাল লাগিল না। প্রদীপটি নিবাইয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় তাহার মনে হইল, কে যেন তাহাকে বিবাহ-সভায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। নিজের হাতের পাশে

চাহিয়া দেখিল, মঙ্গল চিহ্নও বাঁধা রহিয়াছে—সামনে চাহিতেই, কে যেন তাহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল—ভাল করে শুভদৃষ্টি কর মা। শুভদৃষ্টি করিবে কি—সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িতেই দেখিল, তাহার জননী খাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন। তখনও লজ্জায় তাহার মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়াছিল-- চতুর্দ্দিকে চাহিয়া স্বপ্নদৃষ্ট কোন আয়োজনই না দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ও প্রসন্ন হইয়া উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্দ্ধযুগ পরের কথা

ছয় বৎসর পরে একদিন শীতের উজ্জ্বল প্রভাতে সুজন মিত্রের বৈঠকখানায় তিনটি লোক বসিয়া আছেন। নগ্নকায় শুভ্রকেশ এক ব্যক্তি বাহিরের উঠানে রোমন্থন-নিরত একটি গাভীর পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া—ইনিই গৃহস্বামী। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি এই পৃথিবীতে অর্দ্ধশতাব্দীর উপর বাস করিতেছেন। অপর দুইটি—বহুমূল্য হাঁসিয়াদার শাল গায়ে দিয়া পাশা পাশি বসিয়া আছেন। ইঁহারা পিতা পুত্র। পিতার বয়ক্রম ষাট্ বৎসর হইতে পারে, পুত্র যুবক—দ্বাবিংশতিবর্ষীয়। দু'জনেরই চোখে সোনার চশমা, তবে পুত্রের একটু বাহার বেশী, একগাছি স্বর্ণশৃঙ্খল চশমা হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত বিলম্বিত।

ইহাঁরা এই গ্রামে কিছুকাল হইতে বাস করিতেছেন, পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, কেহ জানে না। অবস্থা খুবই ভাল, এখানে জমি জারাত. খাল বিল করিয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী—শীঘ্রই একটি সমাজ মন্দির স্থাপনা করিবেন এইরূপ সংকল্প চলিতেছে। পিতার নাম রামকমল সেন। পুত্র নাৰ্কিক

হিন্দুসমাজে ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন ও দুরবস্থ হইয়া কয়েকটি কুমারী ভগ্নী লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজকে অভিসম্পাত দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। কলিকাতার বড় বড় সমস্ত ব্রাহ্ম ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সদ্ভাব। এ গ্রামে বড় একটা কাহারো সহিত সম্প্রীতি নাই। কেবল সুজন মিত্র একান্ত নিরুপায় হইয়া তাঁহার বন্ধুত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

শীতের প্রভাত। বাহিরে তিনটি গাভী মাটির ডাবায় জাব খাইতেছে, একটি সদ্যঃপ্রসূত বৎস ছুটাছুটী করিতেছে—মধ্যে মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে—তাহার জননী হাম্বা হাম্বা করিয়া সম্বোধন করিতেছে। দুরন্ত শিশুর মত সে তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই ছুটাছুটি করিতেছে, মাঝে মাঝে জননীর পানে চাহিয়া দেখিতেছে। অল্পদূরে বালক কৃষাণটি খড়ের আগুণ জ্বালিয়া হাত ও পা দুটি গরম করিয়া লইতেছে। আর একটু দূরে একটি কৃষক-বধূ দেওয়ালের গায়ে গোবর লেপিয়া দিতেছে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র বালক আব্দার ধরিয়া ফিরিতেছে। মাতা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পুত্রের পৃষ্ঠে দুইটি চড় বসাইয়া দিল, পুত্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

সুজন মিত্র বলিয়া উঠিলেন—কি বল্‌ছিলেন, সেন মহাশয় ?

সেন মহাশয় আবক্ষবিলম্বিত দাড়ির মধ্যে দক্ষিণ হস্তটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া কহিলেন, বলছিলুম যে আর ত আমি থাকৃতে পারি নে। দেখুন, মোট টাকাটা দাঁড়িয়েছে······

সুজন মিত্র ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন—সে আমাকে শুনিয়ে লাভ কি বলুন। আমার কোন উপায় থাকলে কি আমি এমন জড়িয়ে পড়ি।

সেন মহাশয় অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির লোক, আস্তে আস্তে বলিলেন—সে ত বুঝছি—কিন্তু আমার দিকটাও একবার ভেবে দেখুন। এতদিন কি আপনাকে আমি বিরক্ত করেছিলুম, একটিবারও? কেন করব! ভদ্রলোক কি আমি চিনি না? এখন নেহাৎ আমার দরকার পড়েছে বলেই ত আপনার কাছে আসা।

সুজন মিত্র নীরব।

সেন মহাশয় বলিতে লাগিলেন—দেখুন মিত্র মহাশয়! টাকাটা অতি তুচ্ছ জিনিষ, তার জন্য আপনার সঙ্গে এত কথা আমি কইতুম না। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের কার্য্যেই টাকাটার দরকার ব'লে আমাকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। তাও ইচ্ছা ছিল না, অন্য সব দিকে নিরুপায় দেখে—তবেই তাঁর নাম গ্রহণ করে এখানে এসেছি। তাঁর কার্য্যই হচ্ছে মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সেটা না সম্পন্ন করতে পারলে আমার আহারে ইচ্ছা নাই, বিরামে সুখ নাই।

সুজন মিত্র কি বলিবেন! সত্যই ত! এই দশ বৎসর যাবৎ সেন মহাশয় ত তাঁহাকে টাকা যোগাইয়াই আসিয়াছেন, একদিন ত চাহেন নাই! তা হইলেও উপায় কি! সম্পত্তির মধ্যে ত বাড়ীখানা, দুইটা জলকর পুষ্করিণী! বিক্রয় করিলে দেনা কতক

শোধ হইবে, কিন্তু তাহার পর! তাহার পর—স্ত্রী-কন্যা লইয়া বৃক্ষতল!

অমিতারঞ্জন এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এক্ষণে কহিলেন—বাবা, মিত্র মহাশয়কে ভাববার সময় দাও। আমরা বরং ওবেলা আসব।

সেন মহাশয় কহিলেন—সেই ভাল, আপনি বাড়ীতেই থাকবেন ত?

সুজন কহিলেন—থাকব। কিন্তু কি ভাবব, সেন মহাশয়! আমার এবেলা ওবেলা দুই-ই সমান।

অমিতারঞ্জন কহিলেন—তবু আপনি ভেবে দেখুন—যদি কোন উপায় থাকে। বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে গেল।

সেন মহাশয় নিম্নকণ্ঠে কহিলেন—সেন মহাশয়, উপায় একটি আমি বলে দিতে পারি। আপনি গ্রহণ করতে পারলেই হল।

বাহির হইতে অমিতারঞ্জন কহিল—আমি এগুই বাবা,—তুমি এস।

সে চলিয়া যাইতেই সুজন মিত্র কাহলেন—সে ত একটা গর্ত্ত বুজোতে আর একটা কাটতে হবে, আর কেই-বা এত দেনার পরে আবার আমায় টাকা দেবে, সেন মহাশয়?

সেন মহাশয় কহিলেন—না, না আমি অন্য উপায় বলছি।

সুজন মিত্র ব্যাকুলনেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেন মহাশয় কহিলেন—আপনার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে—

আমি জ্ঞাতি আছি আমার একমাত্র পুত্র তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত। যদি আপনি—

সুজন মিত্র বিস্ফারিতনেত্রে বলিলেন—সেন মহাশয়!

সেন মহাশয় একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন, ধীরস্বরে কহিলেন—সমাজ মান্‌তে হলে আমাদের সঙ্গে কাজ করা আপনার ঘটে না। তবে যা শুনেছি যদি সত্য হয়, আপনাদের সমাজে আপনার কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর।

সুজন মিত্র কহিলেন—এ কি আপনি সত্য বলছেন?

সেন মহাশয় বলিলেন—কি?

যে আপনি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করবেন? এ পরিহাস নয়?

পরিহাস! না না। আর নেওয়া না নেওয়া কি আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে মিত্র মহাশয়! আমরা যে সব ভবসমুদ্রে জাহাজ, কর্ণধার সেই তিনি—কম্পাস ধরে বসে আছেন। যাকে যেদিকে ঘোরাচ্ছেন, সে সেইদিকে ঘুরছে। নইলে আমার পুত্রটি ত এতকাল কলকাতায় থাকত, কত উচ্চ-শিক্ষিতা, খাঁটি ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে দেখেছে, আপনার মেয়েটির জন্য এত আগ্রহ হল কেন তার? সবই তাঁর ইচ্ছা।

সুজন মিত্র ছল ছল নেত্রে রামকমলের হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন—সেন মহাশয় কি আর বলবো আপনাকে। আপনি দেবতা। আমাকে মৃত-সঞ্জীবনী সুধা দান করলেন। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

সেন মহাশয় গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন—ভাই, তিনি যে মঙ্গলময়! তিনি কি মঙ্গল না করে পারেন?

সুজন মিত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—যদি দয়া করে নেন, দেখবেন আপনি, আমার মেয়েটি লক্ষ্মী। গ্রামে আমি একঘরে—সমাজের পরিত্যক্ত, কখনও হয় ত হিন্দীর বিয়ে দিতে পারব না বলে আমি নিজে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। সে কোন দিন স্কুল যায় নি সত্য, তবু কোন কলেজে পড়া মেয়ের কাছে ঠক্‌বে না। সেন মহাশয়, আপনার ঘরের অযোগ্য হবে না, তবে আমি দরিদ্র, একান্ত দরিদ্র, নিঃস্ব, এই যা।

সেন মহাশয় কহিলেন—ভাই, ধনী দরিদ্র এইখানেই, তাঁর কাছে সব সমান, কেউ বড় ছোট নয়।

সুজন এক মিনিট পরে কহিলেন—না, না—কাজের বিচারও তাঁর কাছেই। পাপ পুণ্য নইলে আলাদা হবে কেন?

ভাই পাপ পুণ্য সবই ত তাঁর দান। ও যেটা পাই, সেইটেই লাভ। আমার ছোট মেয়েটি গান গায়—তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুঃখ, তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার বুক ভেসে যায়। আরও আছে—সে গায়, আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত, জানিয়ে জানে না এ মোহ হত চিত, আমারি বলে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।—এটা হল রজনী সেনের গান। আহা,

এমন গান আর শুনি নি। একদিন যেও মিত্র মশায়, শুনে তোমার দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

সুজন মিত্রের অন্তঃকরণ তখন এই বৃদ্ধের পদতলে লুটাইতেছিল। বুঝি বাক্‌শক্তি ছিল না।

সেন মহাশয় অল্পক্ষণ পরে কহিলেন—আমার ছেলের যদিও বেশ তাড়া আছে, কিন্তু তা এখন হয়ে উঠবে না। আগে আমার বড় মেয়েটির বিবাহ এই মাঘ মাসে সম্পন্ন হোক, তার পর সমাজ প্রতিষ্ঠা আর অমিতার বিবাহ এক সঙ্গেই হবে। কি বল? কিছু ভেব না ভাই, তোমাকে তিনি ঋণমুক্ত করেছেন। দলিলপত্র-গুলো ফিরে দেব'খন।—বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

সুজন মিত্র মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গো-শাবকটি তখন রৌদ্রে ছুটাছুটি করিতেছিল—বহুদিন পরে সুজন মিত্রের জরাজীর্ণ অন্তঃকরণটিও সেই গো-শাবকটির মত মুক্তির পথে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষোড়শী

হিন্দোল স্নান করিতে চলিয়াছে। সঙ্গে কেহ নাই, পল্লীগ্রাম, সহরের কড়া পর্দ্দা এখানে নাই। তবে এই মেয়েটির একটু বাড়াবাড়ি আছে বৈকি! অন্য কোন বাড়ীর মেয়ে একেবারে একলা পথে ঘাটে বড় একটা চলে না, লোকনিন্দার ভয় থাকে, কিন্তু ইহাদের সে সব উপদ্রবের ভয় নাই।

প্রাতঃকাল, তৈলসিক্ত মুখখানিতে রৌদ্র পড়িয়া উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দোল নিশ্চিন্ত মনে চলিয়াছে, পথে ঘাটে অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হইলেও কেহই তাহার সহিত কথা কহিতেছে না, সেও কহিতেছে না। তাহার পিছনে অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে, আমরা পাঠক পাঠিকাকে সেগুলি উপহার দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি।

একটা মোড় ফিরিতেই হিন্দোল দেখিল---কে একজন সুসজ্জিত ব্যক্তি আসিতেছে। নিকটে আসিতেই চিনিতে পারিল, সে অমিতারঞ্জন।

অমিতা প্রথমেই কথা কহিল, বলিল—এত দূরে তুমি স্নান করিতে এস, হিন্দোল?

হিন্দোল বলিল—কাছে ত আর ভাল জল নেই ?

অমিতা একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিল—আমাদের বাড়ীর পুকুরে যাও না কেন ?

হিন্দোল বলিল—ছেলেবেলা থেকে এখানেই স্নান করি।

অমিতা বলিল—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে হিন্দোল।

হিন্দোল একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমার সঙ্গে !

হ্যাঁ।

মা ত আপনাদের বাড়ী যান্ তাকে দিয়ে বলবেন।

অমিতা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সে এই কথা বলিল। অমিতা আমতা আমতা করিয়া বলিল—কথাটা কিন্তু তোমার সম্বন্ধেই।

তা হো'ক মা'কেই বল্‌বেন—আমি শুনতে পাব। সে আর দাঁড়াইল না। অমিতা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

হিন্দোল ভাবিতেছিল, লোকটা কি রকম। অবশ্য আমরা দুজনেই দুজনকে চিনি, কিন্তু আলাপ পরিচয় ত নাই, রাস্তার মাঝখানে একেবারে কথা কহিতে সাহস করে !

অনেক দিন হইতেই সে এই নব্য যুবকটিকে চেনে। তাহাদের বাড়ী গিয়া কখনো কখনো ইহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু প্রথম হইতেই তাহাকে তাহার ভাল লাগে না। কি হইলে ভাল লাগিত এবং কেন ভাল লাগে না—কিছুই সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু এটা বেশ বুঝিতে পারে—যে ভাল লাগে না।

এই রকম পাচসাত ভাবিতে ভাবিতে সে চলিয়াছে, হঠাৎ অশ্বখুর শব্দে চমকিত হইয়া সে পিছনে চাহিয়া দেখিল, ভীষণ বেগে একটি অশ্ব দৌড়িয়া আসিতেছে। তাড়াতাড়ি পথের নীচে সরিতে গিয়া তাহার পা একখানি ইঁটে লাগিয়া সে কাত হইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল। এই সময়ে অশ্বও তাহার ঠিক পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

অশ্বের আরোহী অশ্বের স্কন্ধদেশে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া তাহারই উদ্দেশে বলিল—আমি দেখেছি, আপনি পড়ে যাচ্ছিলেন। আমার ঘোড়াটা ক্ষেপে গেছ্‌ল। তার ভয়ানক শব্দেই আপনি ভয় পেয়েছিলেন, আমাকে আপনি মাপ করবেন।

বক্তার স্বরে হিন্দোলের বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে ফিরিয়া চাহিতেই আরোহী বলিল—একি তুমি! বলিয়া সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িল।

হিন্দোল চিনিতে পারিল, সেই ছয়বৎসর আগেকার দেখা, সেই!

পৃথ্বীরাজ প্রফুল্লস্বরে কহিল—ছ বছর আগে প্রথম যেদিন এই গ্রামে এসেছিলুম, তোমাকে দেখেছিলুম, আজ অনেক দিনের পরে এখানে এসে প্রথমেই তোমাকে দেখলুম। যেন আমি এই চাচ্ছিলুম।

হিন্দোল আজ আর কথা কহিতে পারিল না। কেন পারিল না? বংশগত বিরোধিই কি তাহার কারণ?

পৃথ্বীরাজ তেমনি স্বরে বলিল—সেদিনও তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেছ্‌লে, আজও কথা কইলে না, কিন্তু আমার অদৃষ্ট দেবতা দু'দিনই তোমাকে আমার সামনে সৌভাগ্যের মতন করে' পাঠিয়েছেন, এ কথা কোনদিনই আমি ভুলব না, ভুলতে পারব না।

হিন্দোল তথাপি কথা কহিল না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—তোমাকে বিরক্ত করতে আমার সাহস নেই। শুধু আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি। সেদিনও আমাকে দেখে তুমি বিরক্ত হ'য়েছিলে, আজও আমার অশ্বখুরশব্দে তুমি ভয় পেয়েছিলে। কিন্তু দু'টিতেই আমার দোষ নেই—আমার এ কথা তুমি বিশ্বাস করো।

—বলিয়া সে অশ্বারোহন করিয়া ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

হিন্দোল জলে নামিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। ঠিক এইখানেই প্রথমদিন তাহাকে দেখিয়াছিল, এইখানে সে পড়িয়া গিয়াছিল, যুবক তাহাকে ধরিয়া তুলিয়াছিল। আজও যেন সেই আঘাতের ব্যথা, স্পর্শের সুখটুকু তাহার চরণে ও বাহুতে সে অনুভব করিতে পারিতেছে। কতদিনের কথা, আজও প্রত্যেক কথাটি তাহার স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

আবার মনে হইল, অদৃষ্টবশে আজ দুটি লোককে দেখিলাম কি ভিন্ন প্রকৃতির!

ঘাটে আরও অনেকগুলি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের একটা কথায় তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে

শুনিল, একজন বলিল—এতদিন মহলে ছিল। ওনারা বলছিলেন—জেলার জজ ম্যাজিষ্টর অবধি সব খোকাবাবুর সুখ্যাতি করে।

অপরা কহিল—মিন্সের বরাত ভাল, যা বলিস্ দিদি। অমন ভাগ্নে পেয়েছে। রূপে গুণে একেবারে দেবতা।

আর একজন বলিল—সে কথা আর বল্‌তে বৌ। যেমন ছেলে নামটিও তেমনি, পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজ মানে কি জানিস ত বৌ? পৃথ্বীরাজ মানে হ'চ্ছে পৃথিবীর রাজা।

পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ! হিন্দোল আপন মনে বলিল—পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ!

প্রথমে যে স্ত্রীলোকটি কথা কহিতেছিল, সে বলিল—যে মহলে যায়, হাজা শুখা—পেরজারা কেঁদে পড়ে—আর মাপ। সে সব দেশে জয়কার পড়ে গেছে।

সোপানোপরি বসিয়া একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দন্তমঞ্জন করিতেছিলেন, এক গণ্ডুষ জল মুখে পুরিয়া ভারি গলায় কহিলেন—বুঝলি লা মোড়ল বৌ, ওর মা যখন এতটুকু তেনার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল—বড় ভাল মেয়ে ছিল তিনি। তেনার ছেলে, ও ত ভাল হ'বেই।

এই রকম আলোচনা করিতে করিতে স্নান শেষ করিয়া সকলেই উঠিয়া গেল, রহিল কেবল হিন্দোল।

তাহার চতুর্দ্দিকে, অন্তরে বাহিরে সেই নিষিদ্ধ পৃথ্বীরাজ শতরূপে শতবার আনাগোনা করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহে অনিচ্ছা

হিন্দোল ফিরিয়া দেখিল, রৌদ্রে বসিয়া তাহার জননী তরকারি কুটিতেছেন, অদূরে পিতা মহাভারত পাঠ করিতেছেন।

তাহাকে দেখিয়া জননী বলিয়া উঠিলেন—হাঁ মা হিন্দোল, এতক্ষণ অবধি জলে থাকে কি? শীতকাল, এই ঠাণ্ডা।

পিতা গ্রন্থ হইতে মুখ তুলিয়া সদ্যঃস্নাতা কন্যার জলসিক্ত অঙ্গের পানে একবার মাত্র চাহিয়া দৃষ্টি নামাইয়া বলিলেন—কাপড় ছেড়ে ফেল মা, ভিজে কাপড়ে থেক না।

হিন্দোল কাপড় ছাড়িয়া মার কাছে বসিয়া বলিল—সর মা আমি কুটছি।

হিন্দোলের মাতা অম্বুজাসুন্দরী বঁটি ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—হিন্দী তোর বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেল মা। এই মাঘের পরেই শুভকার্য্য শেষ করে আমরা দুজনে কাশীবাস করব।

হিন্দোল চুপ করিয়া রহিল। অম্বুজা মনের আবেগে বলিতে লাগিলেন—ঘর বর বড় সুখের হ'বে হিন্দী। তোর জেঠাই-মাকে দেখেছিস ত? কেমন বেশ লোক নয়?

হিন্দোল নতমুখে ঘাড় নাড়িল।

অম্বুজা কহিলেন—জেঠাইমার ছেলে অমিতাকেও তুই দেখেছিস্ ত? সে তো'কে বিয়ে করতে চেয়েছে।

হিন্দোল কাঁপিয়া উঠিল। সত্যই—অমিতার দৃষ্টির সে প্রশংসা করিতে পারে নাই—তাহার মধ্যে শ্যেনপক্ষীর মত লোলুপতা ফুটিয়া থাকিত।

অম্বুজা বুঝিলেন, মেয়ের একটু লজ্জা হইয়াছে। বিয়ের কথায় কোন্ মেয়ের না হয়! তবে হিন্দী বড় হইয়াছে এই যা। তা হোক, মেয়েত!

বলিলেন—তোর বাবা ত তোর জেঠামশায়কে একেবারে কথাই দিয়ে দিয়েছেন। তা দেবেন না ত কি? অমন সম্বন্ধ—কোথায় পাওয়া যাবে। ধন দৌলত, শ্বশুর শ্বাশুড়ী যা লোকে প্রার্থনা করে······

হিন্দী বলিয়া উঠিল—না না মা আমি সে সব প্রার্থনা করিনে।—বলিয়াই সে নতমুখ আরও নত করিল।

সুজন মিত্র গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া মেয়ের দিকে চাহিলেন। অম্বুজাসুন্দরী বলিলেন—কি বল্‌ছিস হিন্দী?

হিন্দোল মুখ তুলিতে পিতার উৎসুক নেত্রের পানে দৃষ্টি পড়িতেই মুখ লজ্জিত করিল। কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, আর বলা হইল না।

অম্বুজা পুনরায় কহিলেন—কি বল্‌ছিস্ খুলেই বল না।

হিন্দোল শিশুকাল হইতে স্পষ্ট কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই,

আজও হইল না, নতমুখেই কহিল—না মা,—আমার, আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

তাহার পিতামাতা বিস্ময়ে যুগপৎ চাহিয়া রহিলেন। হিন্দোল আপন মনে তরকারী কুটিতে লাগিল।

অম্বুজা কিয়ৎক্ষণ কন্যার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—তোর কি বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেল, হিন্দী? এ যে আমাদের প্রার্থিত, সাধ্যাতীত—ভগবানের অনুগ্রহে……

হিন্দোল বলিল—বারবার কেন মা ও কথা। চিরদিন তোমরা বলে এসেছ, আজ হঠাৎ অন্য মত কেন?

কি বলে এসেছি?

বল নি?

কি? যে তুই আইবুড় থাকবি! সেত থাকতেই হ'ত। ওঁরা যাই এ সব মানেন না, ব্রেহ্ম তাই ত হ'ল।

আরো অনেক জাত আছে, যারা এ সব মানে না, তা'দের কেউ এলেও বোধ হয় মেয়ের হাত ধরে তুলে দিতে।

সুজন মিত্র নীরবে উঠিয়া গেলেন। হিন্দোল সত্য কথা বলিয়াছে। অর্থের জন্য নিজের বিপদমুক্তির আশায় এ কথাটা তিনি আদৌ ভাবেন নাই। তখনি আবার মনে হইল, না হয় অনূঢ়া থাকিল-ই তাহাতে আসিয়া যাইবে না, কিন্তু অর্থের কি হইবে?

গৃহ মধ্যে বসিয়া কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে এ কথাও ভাবিলেন—এমন মেয়ে, তার জীবনটা কি চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়া যাইবে! কলঙ্কের যে অনপণেয় ছাপ তাঁহার বংশের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, জানিয়া শুনিয়া কোন্ হিন্দুগৃহস্থ তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবে! রামকমল হিন্দু নন তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী, সে নিশ্চয়ই খুব উন্নত উদার ধর্ম্ম, নইলে তাঁহার মত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এ প্রস্তাব করিবেন কেন?

বাহিরে মা ও মেয়ের তখনও বচসা চলিতেছিল। মাতা শেষে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন---মেয়ে হ'য়ে যখনই জন্মেছিস্ তখনই জানি, বাপমার বরাতে অনেক দুঃখ লেখা আছে।

হিন্দোলও কর্কশস্বরে কহিল, তা যদি জান্তে মা তবে এত আদর যত্নে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে কেন? সে দুঃখ ভোগ করতেই হ'বে। এখন অনুযোগ বৃথা।

অম্বুজা চক্ষে বস্ত্র দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হিন্দোল বঁটি ফেলিয়া উঠিয়া গেল। সশব্দে শয্যাগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেও বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বার বার সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—এ বিবাহে তার আপত্তি কি? কিন্তু প্রশ্নের উত্তর মিলিল না।

মধ্যাহ্নে অনেক ডাকাডাকির পর সে দ্বার খুলিল। সুজন অম্বুজাকে বলিয়াছিলেন, আর যেন তাহাকে কোন কথা বলা না

হয়। মেয়েছেলে বড় হ'লে তাদের সম্বন্ধে সাবধানে কথা কইতে হয়, নইলে অনর্থ ঘটে। এ কথা বলিবার অনেক কারণ ছিল এবং স্বজনের মাথার উপর দিয়া সেই ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

হিন্দোল দেখিল, সমস্ত চুপচাপ হইয়া গিয়াছে, সেও পূর্ব্বের মত সংসারে মন দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সে ঘৃণা করে না

প্রথমত আমরা রামপুর গ্রামটির কোনরূপ বর্ণনা করিতে পারি নাই। এক্ষণে করিতে হইতেছে। কিন্তু কি বলিব? বলিব কি—সে'টি পাড়া গাঁ হলেও আমাদের সহরের মতই সূর্য্য উঠিয়া থাকে, মেঘোদয়ে সূর্য্য ঢাকা পড়ে, পূর্ণিমা নিশীথে জ্যোৎস্নায় দিগন্ত প্লাবিত করে, অমাবস্যায় ঘোর অন্ধকার হয়! না বলিব কি যে শ্যামল উপবন হরিৎ ক্ষেত্র নিবিড় কানন কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসী লইয়া ব্রীড়ানম্রা নববধূটীর মত প্রকৃতির অঞ্চল ছায়ায় মৃদু হাস্য করিতেছে।

কাজ নাই এ বিভ্রাটে! সাদা কথায়, গ্রামটি বর্দ্ধিষ্ণু এবং অধিকাংশ ভদ্রলোকের বাস। দৈর্ঘে ও প্রস্থে প্রায় তিন ক্রোশ হইবে। সাধারণতঃ এত বড় গ্রাম দেখা যায় না। হরিপ্রসাদ এই গ্রামের এবং তৎসংলগ্ন বিশখানি গ্রামের জমিদার। রামপুরে তাঁহার বসত বাটী, প্রমোদোদ্যান, ঠাকুরবাড়ী, স্কুলবাড়ী সব আছে। গ্রামের শেষ সীমায় একটি সাহেব বাড়ীও আছে—সাহেব সুবা আসিলে সেখানেই থাকেন। এত বড় ধনী জমিদার হইলেও, দেশে হরিপ্রসাদের সুনাম বা সুযশ ছিল না। যৌবনে তাঁহার কুকর্ম্মে বাধা ছিল না, অসৎপ্রবৃত্তির দ্বিধা ছিল না। অতিরিক্ত

সুরাপানদোষে যৌবনের মধ্যভাগেই বাতগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল।

হরিপ্রসাদের দোষ যতই থাক—তিনি দেশভক্ত ছিলেন। বাসগ্রামটির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য ছিল না। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশ করা দুইজন ওভারসিয়ার তাঁহার ষ্টেটের কর্ম্মচারী। আজ এখানটা কাল সেখানটা ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া চাকরী বজায় করিতেছেন। বি. এ পাশ করা একজন হেড্‌মাষ্টার ও নিম্নের কয়েকজন মাষ্টার কঞ্চির বংশ নির্ব্বংশ করিয়া ছেলেদের ভূত ভাগাইতেছেন; জুতা মোজা পরা মেম্‌-মাষ্টার মেয়েদের যীশু খ্রীষ্টের অপার করুণার মহিমা বুঝাইয়া এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে ইয়োরোপের মেয়েরা হলকর্ষণ করিয়া যে মহিমা ও বীরত্ব দেখাইতেছেন, সবিস্তার বর্ণনা করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। একটি যাত্রার দল, বিশ ত্রিশটি যুবক বৃদ্ধ ও বালক গঞ্জিকার ধূমে আড্ডাগৃহ ধূমায়িত করিতেছে। থিয়েটারের দলের ছেলেরা অকাতরে বোতলবাহিনীর পূজা করিতেছে ও গৃহে ফিরিয়া পাপীয়সী জননী অথবা শ্বশুরনন্দিনীর কেশাকর্ষণ করিয়া মিত্র ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনা করিতেছে। বলিতে হইবে না যে এ সমস্তই হরিপ্রসাদ কর্ত্তৃক লালিত পালিত। হরিপ্রসাদ কখনও কখনও ভৃত্যবাহিত হইয়া ত্রিতলের ছাদে উঠিয়া গ্রামখানির চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেন।

ছয় বৎসর পরে পৃথ্বীরাজ গৃহে আসিলে হরিপ্রসাদ তাহার

উপর এই ভারটি অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজকে বলিয়াছিলেন—আমি অন্ধ, যেহেতু বাহিরে গিয়া কিছুই দেখিতে পাই না; আমি পঙ্গু, যেহেতু গৃহত্যাগের সামর্থ্য নাই, কিন্তু যদি আমাকে প্রকৃতপক্ষে সুখী করিতে চাও, এই গ্রামের উন্নতিসাধন করিবে। এই গ্রামের অধিবাসীরা যাহাতে সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারে, সতত তাহার চেষ্টা করিবে। জানিও, ইহাপেক্ষা অন্য সুখাশা আমার নাই।

উপযুক্ত পাত্রে হরিপ্রসাদ ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন। ওভারসিয়ার দ্বয়ের মস্তকের স্বেদবিন্দু চরণে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; স্কুলে শিক্ষকগণ ছেলেদের পাঠ দিতে লাগিলেন; মেম-শিক্ষয়িত্রী যিশু ত্যাগ করিয়া শিশু-শিক্ষায় মনোযোগ দিলেন; যাত্রার দল বারোয়ারীতে অভিনয় করিবার জন্য গলা সাধিতে লাগিল; থিয়েটারের আখ্ড়ায় হারমোনিয়ম বাজিতে লাগিল। এ সকলে তাহার নিজের কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না, কিন্তু সে শুনিয়াছিল—তাহার মাতুল এ সকলের পক্ষপাতী, কাজেই ধ্বংস করিল না। প্রচার করিয়া দিল—রাস্তাঘাট সর্ব্বদাই সুগঠিত এবং পরিষ্কার থাকিবে; স্কুলের পরীক্ষাফল উত্তম না হইলে নূতন বন্দোবস্ত হইবে; মেয়েদের পড়ার সঙ্গে গৃহকর্ম্মে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে; যাত্রার আখ্ড়ায় গঞ্জিকার ধূম নিষিদ্ধ এবং থিয়েটারের দলে সুরাপায়ীর প্রবেশাধিকার নাই।

দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যাহার কঠিন আদেশে এই সমস্ত সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতেছিল, সে-যে একটি অল্পবয়স্ক-অকালপক বালক গ্রামের কোন প্রবীণ ব্যক্তিই তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেছিলেন না। সেই বালক আবার অল্পভাষী, দৃঢ়চিত্ত এবং বিনয়ী।

যাহারা পল্লীগ্রামের সহিত সুপরিচিত তাঁহারা অবগত আছেন যে পরচর্চ্চা পরনিন্দা পল্লীগ্রামের নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের একমাত্র অবলম্বন। এমন দেখা গিয়াছে, বহুদিনের পর দুইজনে সাক্ষাৎ, একজন জিজ্ঞাসিলেন—কেমন আছ ?

উত্তর হইল—আর থাকা! হরি বোসের কে একটা ভাগ্নে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, দেশটা একেবারে জ্বালিয়ে দিলে হে, জ্বালিয়ে দিলে!

কি রকম ? কি রকম ?

আর বল কেন ? হুকুম হ'ল, গোময় স্বাস্থ্য খারাপ করে, গৃহপ্রাঙ্গনে কেহ রাখিতে পাইবে না—মাঠে ফেলিতে হইবে। আরে, ভগবতীর গোময় তুই একরত্তি ছোঁড়া, বললি কি না অস্বাস্থ্যকর! হুকুম হ'ল—যাত্রার আখ্‌ড়ায় কেউ তামাক খেতে পাবে না! কেন রে বাপু, এ কি তোর স্কুল পাঠশালা! দেশে কি একটা লোক আছে ছাই যে একটা কথা বলবে। সব ভেড়ার দল!

তা হরিশ খুড়ো, তুমিই একবার বল-না কেন ?

বলব কাকে? ছোঁড়াকে কি দেখ্‌তে পাই? শুনন্থ ঘর থেকে বেরোয় না। সামনে পেলে ত বাছাধনকে একবার দেখিয়ে দিই সে কত বড় ছোঁড়া আর আমিই বা কত বড় হরিশ মুখুয্যে!

—এই সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নজর পড়িল—দূরে কে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে সেই দিকেই আসিতেছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর কালবিলম্ব করিতে পারিলেন না, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, ময়রার দোকান রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, তামাকু অভাবে রাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার ভয়ে তিনি ত্বরিত প্রস্থান করিলেন।

অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল—খুড়ো ঐ নাকি?

খুড়ো তখন বিলম্ব করিতে পারেন না, কহিলেন—কাল পরশু একদিন দেখা করব! তুমি বাড়ীতেই আছ ত এখন!

অশ্বারোহী নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আগন্তুক নমস্কার করিল। পৃথ্বীরাজ প্রতি নমস্কার করিয়া নামিয়া পড়িল; বলিল—আমি আপনাকে চিন্‌তে পারছি না ত!

আগন্তুক কহিল—আমার বাড়ী বোসপাড়ায়, তোমাদেরই প্রজা আমরা। তবে এতদিন আমি দেশে ছিলাম না, মীরাটে চাকরী করতাম, আজই এসেছি। প্রায় দশবছর পরে দেশে ফিরে তার অনেক পরিবর্ত্তন দেখছি ও শুন্‌ছি। যে রকম শুন্‌ছি, পেন্সন নিয়ে দেশে বাস করতে পারব বলে বোধ হচ্ছে।

পৃথ্বীরাজ চুপ করিয়া রহিল।

আগন্তুক কহিল—তুমি যে এই অভাগা দেশের কল্যান কামনা করছ তাতে ভগবান তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন, বৃদ্ধের এ আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না।

পৃথ্বীরাজ নতমস্তকে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ প্রস্থান করিলেন। পৃথ্বীরাজ অশ্বের বল্গা ধরিয়া সেইখানেই পদচারণা করিতে লাগিল।

অন্যদিনের মত সিক্তবসনে হিন্দোল মৃদুগমনে আসিতেছিল। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া পৃথ্বীরাজের হৃদয় মেঘোদয়ে শিখীর মত নৃত্য করিয়া উঠিল।

পৃথ্বীরাজ কহিল -দেখ আমার হৃদয় তোমার আগমনবার্ত্তা জানতে পেরেছিল। তুমি যে ঠিক এই সময়ে এখান দিয়ে যাবে জান্তে পেরে সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল।

হিন্দোল নীরব।

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমার দর্শন কি এতই অপ্রীতিকর, হিন্দোল?

হিন্দোল চমকিয়া উঠিল, বলিল—আপনি আমার নাম জানেন?

পৃথ্বীরাজ হাসিল। বলিল· সেটা ত আশ্চর্য্য নয়। তোমাকে যখন জানি--

হিন্দোল বলিল—আমি যাই।

যেও, কিন্তু একটা কথা বলে যাও হিন্দোল! আমি কি

করেছি? কি দোষে আমি তোমার বিরক্তির কারণ হয়েছি—বলে যাও।

হিন্দোল একবার তাহার পানে চাহিল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না।

পৃথ্বীরাজ পুনরায় বলিল—সাধ্যমত আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিনি। সম্ভবতঃ আমার বিরুদ্ধে এমন কোন কথাই তুমি শোন নি, যা'তে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পার।

এইবার হিন্দোল কথা কহিল, বলিল—ঘৃণা—না—না—

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে মেয়ে ইতঃস্তত করে—সে গিয়াছে। বোধ হয় তাহার ভাবার্থ এইরূপ হইবে যে, হিন্দোল যদি প্রথমেই বলিতে পারিত, তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, তোমায় আমায় আলাপ করার দরকার নেই—তাহলে একরকম মিটিয়াই যাইত। সে ত তাহা পারিল না, অতএব she is lost.

পৃথ্বীরাজ সোৎসাহে কহিল—ঘৃণা কর না?

হিন্দোল সুস্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিল—না।

যেও না, এক মিনিট। আমাদের বংশগত কলহের কথা তুমি নিশ্চয়ই জান, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আমরা দু'জনে কেন না বন্ধু হব?

আবার—আবার! হিন্দোল মরিয়াছে। চলিতে চাহিল, চরণ শক্তিহীন, প্রতিবাদ করিতে রসনা অসাড়।

পৃথ্বীরাজ বলিল—শুনে সুখী হলুম। আর কখনও আমরা অপরিচিত থাকব না কি বল? যেহেতু তুমি বলেছ—আমাকে ঘৃণা করবার কোন কারণ নাই।

হিন্দোল স্পষ্টস্বরে কহিল—না।

বা, হিন্দোল বা! এ আমার আশাতীত, কল্পনাতীত। তবু এই আমি চেয়েছিলুম, পেয়েছি, আর কোন দুঃখ নেই। তুমি যাও।

পৃথ্বীরাজ সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হিন্দোল সহজে চলিতে পারিল না।

পৃথ্বীরাজ অশ্বে আরোহণ করিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়া গেল, তখনও হিন্দোল নিশ্চল। মোড় ফিরিবার মুখে পৃথ্বীরাজ পশ্চাতে চাহিতেই হিন্দোলের অস্পষ্ট নেত্র দুটির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। হিন্দোলের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সে দ্রুতপদে প্রস্থান

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভালই হ'ল

প্রথম কিছুদিন নানা কাজের হাঙ্গামে ও গোলমালে পৃথ্বী-রাজের সময় বেশ কাটিতেছিল, এখন সব দিকেই বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে—সময় আর কাটিতে চায় না। পল্লীজীবন যে এমন আলস্য ও নির্জীবতা ওতপ্রোত মিশিয়াছিল সে কোনদিনই তাহা জানিত না। মিশিবার লোক নাই, খেলিবার সঙ্গী নাই—মানুষ কি এ রকম অবস্থায় বাস করিতে পারে? পারে—তাহার মাতুলের প্রকৃতির লোক পারে; আর কেহ পারে বলিয়া তাহার ধারণা হইল না।

পুস্তকাদিতে কোনকালেই সে মনোনিবেশ করিতে পারিত না। কখন কখন দু' একখানা বই লইয়া বসিত ভাল লাগিত না, বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িত। এক এক সময়ে তাহার মনে হইত এ সব ফেলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া যায়, তাহাও পারিত না। মাতুলের যে সামান্য পরিচয় সে পাইয়াছিল—তিনি যে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং সকল বিষয়েই তাহাকে নির্ভর করিয়া থাকেন তাহা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তাহার ক্ষমতা যে সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত, মাতুল যে কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন না, যৌবনে এ সম্পদ বড় সামান্য নহে। সম্প্রতি উইল সম্পন্ন

হইয়াছে, হরিপ্রসাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী পৃথ্বীশচন্দ্র সেন তাঁহার অবর্ত্তমানে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে, ইহাও তাহার অবিদিত নাই। বৈষয়িক কোন কথা লইয়া কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসে না, সব পৃথ্বীরাজ। জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার ভ্রমণে আসিবার পূর্ব্বে পৃথ্বীরাজকেই সংবাদ দেন—পত্রের শেষাংশে বৃদ্ধ ব্যক্তি (old man) সম্মান পাইয়া থাকে।

হরিপ্রসাদের তৃপ্তির অবধি নাই। পৃথ্বীরাজকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করায় তাঁহাকে যে কোন দিন মনস্তাপ পাইতে হইবে না ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের তাহাতে সুখ নাই। যৌবন কাজ খুঁজে, যৌবন সঙ্গী খুঁজিয়া মরে। যৌবন কূপের মধ্যে ভেকের মত বসিয়া থাকিতে চায় না। সে চায় বিশ্বের মুক্তির মাঝে তাহাকে মিলাইয়া দিতে।

এমনি দিনে হঠাৎ কলিকাতা হইতে সুধীশচন্দ্র আসিয়া পৃথ্বীরাজকে চমৎকৃত করিয়া দিল।

পৃথ্বীরাজ তাহাকে পাইয়া যেমন আনন্দিত হইল, এমন অনেক দিন হয় নাই। সবলে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—সুধীশ! আর তোমাকে ছাড়ছি না।

সুধীশের তাহাতে যে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল, তাহা বলা যায় না। সে হাসিমুখে বলিল—কিন্তু সেই বৃদ্ধ লোকটি?

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমার মামাকে তুমি জান না! তিনি তোমাকে দেখলে নিশ্চয়ই সুখী হবেন। এস না তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।

—বলিয়া সুধীশকে টানিয়া লইয়া চলিল। মাতুলের কক্ষ সম্মুখে আসিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াইল। তখন মনে পড়িল মামা ত সকল সময়ে দেখা করিতে ইচ্ছা করেন না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুধীশকে পাইয়া আনন্দাতিশয্যে এ কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল।

সুধীশ বলিল—No thoroughfare.

পৃথ্বীরাজ কহিল—না, না, তা নয়—মামাবাবু!

ভিতর হইতে শব্দ আসিল—পৃথ্বীরাজ! এস।

পৃথ্বীরাজ সুধীশের হাত ধরিল। সুধীশ বলিল—দেখো—আঃ এস না।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল—মামা, আমি কলকাতায় যেখানে থাকতুম,আমার সেই মেসো মশায়ের ছেলে সুধীশ এসেছে।

হরিপ্রসাদ কহিলেন—ওঃ! কখন এলে?

সুধীশ বলিল—এই মাত্র আসছি। আপনি ভাল আছেন?

হরিপ্রসাদ হতাশভাবে বলিলেন—আমার ভাল-মন্দর খুব কমই প্রভেদ! তোর বাবা, ভাই বোন সব ভাল আছেন?

সুধীশ দুঃখিতভাবে কহিল—বাবা মারা গেছেন প্রায় দু' বছর হল। আর সব ভালই আছেন।

অনেকক্ষণ সকলেই নীরব। পৃথ্বীরাজ বলিল—মামা, সুধীশ এমন ক্যারিকেচার করতে পারে, শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। এত রকম গলা আর ভাব ভঙ্গী করতে পারে যে কি বল্‌বো। শুন্‌বেন?

সুধীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—না, না, কি বল্‌ছ পৃথ্বী, তার কোন ঠিকানাই নেই।

হরিপ্রসাদ কহিলেন—ওঁকে বিশ্রাম করতে দাও। সে হ'বে একদিন।

পৃথ্বীরাজ কহিল—সুধীশ আগে এটর্ণির বাড়ী চাকরী করত; মেসোমশায় বল্‌তেন ও যদি পাশ করত, ও খুব বড় উকীল হ'তে পারত! বুঝলেন মামা! সুধীশকে ছাড়ব না, ওকে এখানেই থাকতে হ'বে। আমাদের একজন law assistantএর দরকার, আমি মনে করছি সুধীশকে সেই কাজ দেব। কি বলেন মামা?

হরিপ্রসাদ বলিলেন—সে কথা আর আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন পৃথ্বী? তুমি যা করবে তাই হ'বে।

পৃথ্বীরাজ হাসিয়া সুধীশকে কহিল—শুন্‌লে ত সুধীশ? তুমি আর যেতে পারছ না। এখানে একলা আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি, তোমায় পেলুম, ভালোই হ'ল।—বলিয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিল।

সুধীশ নিম্নস্বরে কহিল—বৃদ্ধ যে আমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হ'য়েছেন তা বলা যায় না পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ বলিল—না, না—ও রকম তুমি মনে কর না। মামাবাবু ত বেশী কথা কন না, ওঁর স্বভাবই ঐ রকম। তার ওপর জন্মাবধি অসুখে ভুগে ভুগে তিনি একরকম হ'য়ে গেছেন। তুমি কিছু ভেব না।

না সম্রাটের যখন আজ্ঞা, ভাবব না।—বলিয়া সুধীশ তাহার পৃষ্ঠে করাঘাত করিল।

বাল্যকালে সুধীশ ও তাহার ভ্রাতা ভগ্নীগণ পৃথ্বীশের নামকরণ করিয়াছিল পৃথ্বীরাজ! এবং তাহাকে দিল্লীশ্বরের অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া রহস্য করিত। বহুকালের পর সেই সম্বোধন শুনিয়া পৃথ্বীরাজ পুলকিত হইয়া উঠিল। সজোরে বন্ধুর করপীড়ন করিয়া কহিল—বাঃ বাঃ সুধীশ! এখনও তোমার মনে আছে। That is good! ভালই হ'ল—একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। একটু গল্প করে বাঁচব। এস, এস, আমার ঘরে এস।

ভাল হইল কি মন্দ হইল জানি না, সুধীশ সেখানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইল।

নবম পরিচ্ছেদ

সৎকার্য্য

রামপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার হরিপ্রসাদ বসুর নামডাক অনেক-দূর প্রসিদ্ধ। পাপে সঙ্কোচশূন্য, মূর্ত্তিমান পাষণ্ড তাঁহার মত অল্পই দেখা যাইত। কিন্তু সে অতীত কালের কথা, সে পরিচয়ে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট পরোপকারী এবং সদ্দায়ী দেখিতেছি। গ্রামের উন্নতিসাধনে অপরিসীম যত্ন দেখিয়াছি; কাশীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিত্য সেবার বন্দোবস্ত আছে; নিজে ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। লোকে বলিয়া থাকে—পাপ ও পুণ্যের ওজন সমান করিয়া লইবার জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী নাই।

একদিন প্রাতঃকালে পৃথ্বীরাজকে ডাকিয়া বলিলেন—বাপু, এ বছর ত্রিবেণীতে মহা গঙ্গাস্নান যোগ, শুনছি একশ' বছরের মধ্যে এমন যোগ হয় নি, তা আমার ইচ্ছা সেই যোগের তিনদিন সেখানে অন্ন বিতরণ করি। কি বল?

পৃথ্বীরাজ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—বেশ ত মামা।

শুধু বেশ বল্লেই হ'বে না বাপু। পরের হাতে এ ভারটি দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না, অথচ আমার যে অবস্থা—তা'তে

অসম্ভবই বল্‌তে হ'বে। লোকজনকে দিলে কি হ'বে জান? অর্দ্ধেক ত তাদের উদরেই যাবে, বাকী অর্দ্ধেক ঠিক বিতরিত হ'বে কি না সন্দেহ।

সে ত ঠিক।

তাই আমি মনে করছি, যদিও তোমার কষ্ট হ'বে, তুমি যদি এই ভারটি নাও পৃথ্বী, আমার একটা কাজ করা হয়। নইলে এমন পুণ্যকার্য্যটি একেবারে পণ্ড হ'য়ে যাবে। কি বল?

পৃথ্বীরাজ বলিল—এখনই। এ আমি খুব পারব।

হরিপ্রসাদ সস্নেহে কহিলেন—তা জানি। বিধাতা আমার দুঃখ বুঝেই না তোমাকে পাঠিয়েছেন। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হই, পৃথ্বী?

পৃথ্বীরাজ বলিল—কি রকম কি করতে হ'বে, আমাকে বলে দিন, মামা।

হরিপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন—তোমাকে আবার আমি কি বলব বাপ্! তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। আমি কেবল এই বল্‌তে চাই, মহাযোগের সেই তিনটি দিন ত্রিবেণী সঙ্গমে কেউ অভুক্ত না ফিরে যাই। আর যা করতে হ'বে, তুমি জান।

পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসিল—কত টাকা খরচ করা হ'বে?

হরিপ্রসাদ বলিলেন—এই ত বাবা, আমাকে তুমি সুখী করতে পারলে না। আমি কি বল্‌ব! আর আমাকেই যদি সব মাথা ঘামাতে হ'বে, তোমাকে না দিয়ে নায়েব গোমস্তাকে ভার দিতুম।

আমি কিছু বলব না, সব তুমি করবে। আমার যা বলবার, আমি বলেছি। এখন তুমি!

একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন—তহবিলে কত টাকা আছে?

পৃথ্বীরাজ কহিল—প্রায় নব্বই হাজার।

তা'তে কি হ'বে না?

পৃথ্বীরাজ হাঁ না কিছুই বলিল না।

তাহার মাতুল কহিলেন—আর কিছু বেশী থাকৃলে মন্দ হ'ত না। এমন দিনে অন্নবস্ত্র দান করতে পারলে তবেই না সিদ্ধ হ'ত।

পৃথ্বীরাজ বলিল—যোগ কবে মামা?

হরিপ্রসাদ কহিলেন—ঐ যে গুপ্তপ্রেসখানায় দেখ না। ১৩ই বুঝি? পেয়েছ? ঐ যে ছবি রয়েছে—সব স্নান করছে, ঐ হ'চ্ছে ত্রিবেণীর জোড়া ঘাট। ১৩ই হ্যা। আজ হ'ল—৭ই না?

আজ্ঞে হ্যা। দেখুন, আরও টাকার যোগাড় হ'তে পারে। আমি কালই কলকাতা যাই, কাপড় চোপড় ত কিন্‌তে হ'বে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও তুলে আনব। কি বলেন?

হরিপ্রসাদ বলিলেন—যেমন বোঝ।

পৃথ্বীরাজ সেইদিনই কলিকাতা গেল। গ্রামে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হরি বোস ত্রিবেণীতে অন্নবস্ত্র দান করিবে, একলক্ষ টাকা খরচ হইবে।

কেহ বলিল—হুঁ—একলক্ষে আর কি হ'বে—হাজার জোড়া কাপড় কিনতেই খরচ হ'য়ে যাবে।

অন্যজন বলিল—দূর, তিনলক্ষ টাকা খরচ হ'বে, খোকাবাবু নিজে বলেছে। দেখ্‌ছিস নে, নিজে কলকাতায় গেছে বাজার করতে।

অপর ব্যক্তি কহিল—যাহো'ক—বুড়ো বয়সে যে ধর্ম্মে মতি হ'য়েছে এই ঢের! তবু সদ্‌গতি হ'বে। আমার বোধ হয় এসব খোকাই করাচ্ছে, হরি বোস্ যে এত টাকা খামকা খরচ করবে তা বোধ হয় না।

একজন বলিল—কেন করবে না? চিরটা দিন যক্ষির ধন আগ্‌লেই এসেছে, এখন ত গঙ্গামুখো পা—এখন একটু না করলে যে ভাগাড়ে মরে পচবে।

ইহাদের মধ্যে একজন কিছুদিন কলিকাতায় কিসের একটা ব্যবসা করিয়াছিল—তদুপলক্ষে অনেকদিন সে সহরে বাস করিয়াছিল, সে বলিল—দূর, মতলব আছে। হরি বোস্ খেতাব পাবে বলে এসব করছে। আমি কলকেতায় সব শুনতুম, বড় বড় লোকগুলো ঐ রকম করত, আর সব খেতাব পেত।

খেতাব কি? খেতাব কি?

আছে আছে। কেউ বা হ'ল আজ্ঞাবাহাদুর, কেউ আর সাহেব, কেউ মহাআজা—এই সব হয়।

মহারাজা যে হ'বে, তা রাজি দেবে কে?

বক্তা এইবার একটু বিপদে পড়িয়া গেল। এ প্রশ্ন কোনদিন তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহা হইলে জানিয়া লইত, কিন্তু সে অনেক দিন সহরের অন্ন জল খাইয়াছে, ঠকিতে চাহিল না, বলিল—নে খেতাব দেবে, সেই আজ্ঞা দেবে। শুধু আজি, কত ঘোড়সোয়ার, বন্দুক সব দেয়। সে বছর আমার দোকানের সামনি দিয়ে খেতাব নিয়ে এক মহাআজা এল, উঃ—সে কি আটাশোটা, তুড়ুক সহর! আস্তাটা ঝকমইকে দিয়ে গেল। আমি পাশের দোকানী-ভাইকে জিগ্যেসলুম—সে বল্ল—অমুক মহাআজের ছেলে, এখন ও নিজেই মহাআজ হ'ল।

সকলে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শুনিতেছিল, তাহার কথা শেষ হইলে একজন বলিল—খেতাব দেয় তা হ'লে রাজা?

কলিকাতা-ফেরৎ লোকটি কহিল—নইলে কে দেবে? রামধন, এ সব কি আর কেউ দিতে পারে?

রামধন বলিল—আচ্ছা নীলুদা, রাজা বড় না মহারাজা বড়?

নীলুদা বলিলেন—তুই নেহাৎ মুরুখু। শুনছিস—মহাআজ! মহা থাক্‌লেই বড় হ'বে। আজার উপর হ'ল মহাআজা।

রামধন বড় তার্কিক, সে বলিল—বিলেতে আমাদের যে রাজা আছেন, সেই—যে সে বছর এল, খুব ধুম হ'ল—তিনি রাজা না মহারাজা?

নীলুদা বলিলেন—সে আজ্ঞা, আজ্ঞা, পঞ্চম জর্জ্জ।

রামধন বলিল,—তবে তোমার দোকানের সামনে দিয়ে যে গেছ্‌ল, সে তাহ'লে তার চেয়ে বড় ?

নীলুদা চুপ্‌।

অন্য এক ব্যক্তি তাহাকে বিপন্মুক্ত করিল—আমাদের হরি বোস্—একটা খেতাব পাবে ত ?

নীলু-দা বলিল—তা পাবে বৈ কি! নইলে আর এত করছে।

একজন বৃদ্ধ সকলের পশ্চাতে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে কাশিতে কাশিতে কহিল—আমি শুনেছিলুম—খ-অ—খ-অ—অ-হুহ—যে আমাদের শ্মশান কালী ওকে স্বপ্ন দিয়েছেন, বলেছেন যে মিত্রদের ময়না না খেতে পেয়ে মরেছে। তোর জন্যেই তার এত কষ্ট। তুই গরীবকে অন্ন বস্ত্র দে, নইলে খাঁড়া দিয়ে আমি এক কোপে তো'কে বলি করে ফেল্‌ব। খ-অ—খ-অ—

এ অঞ্চলে শ্মশান কালী জাগ্রত দেবী। সকলেই উদ্দেশে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারে মৃত্তিকা খুঁটিয়া জিহ্বায় পরে ললাটে স্পর্শ করিল।

রামধন কহিল—মহেশ খুড়ো, সত্যি ছুঁড়িটে গেল কোথায় বল দেখি ? তুমি ত পাঁচ রকম এদিক সেদিক খবর রাখ।

এই কথায় মহেশ মণ্ডল তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। হুঙ্কার দিয়া বলিল—রাখি, তোর বাবার কিরে শালা !

রামধন নিরীহ প্রকৃতির লোক, তবে একটু তার্কিক। বলিল—আহা চট কেন? এই দেখ, নীলুদা কলকেতার খবর রাখে, সব বল্লে। তুমি যদি জান—

নীলু-দা কহিলেন—ছুঁড়ী বোধ হয় মরে গেলে। বাহাদুর বটে হরি বোস্। তখন মিত্রদের কি বোল্ বোলাও—তারি ভেতর থেকে ময়নাটাকে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

রামধন কহিল—দাদা, লঙ্কায় যে আসে, সেই রাক্ষস। (একটু চুপে চুপে) সেদিন দেখি, ঐ খোকাবাবুটা সুজন মিত্তিরের মেয়েটার সঙ্গে—

সে এমন একটা ইঙ্গিত করিল, যাহার অর্থ বুঝিতে উপস্থিত কাহারো বিলম্ব হইল না।

তৎক্ষণাৎ মহেশ মণ্ডল বলিল—তুই তাহ'লে দেখিছিস্—বেঁচে থাক্—বাপ্। আমিও এই স্বচক্ষে দেখিছি, তবে বড় লোকের বড় কথা—চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

নীলু-দার সাহস কিঞ্চিৎ বেশী, বলিলেন,—মেয়েটা দাদা ডাকাত। কি রকম রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—আমাদের গাঁ তাই রক্ষে, অন্য গাঁ হলে এতদিন ভূত ভোজন হ'য়ে যেত।

মহেশ মণ্ডল কহিল—যা বলিস্ দাদা, গাঁয়ের সেরা মেয়ে।

রামধন কহিল—দোহাই খুড়ো, নজর দিও না। রাজার বস্তি একেবারে ঘটোৎকচ বধ হ'বে।

মহেশ মণ্ডল কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতে লাগিলেন, রামধন সরিয়া বসিল। কিন্তু সেইদিনের হাউস্ অব কমন্সে স্থির হইয়া গেল—পৃথিবীটাই বদ্।

দশম পরিচ্ছেদ

বিদায় চাহিবার অবকাশ নাই

সুধীশ চা খাইতে বসিয়াছে, পৃথ্বীরাজ সম্মুখে বসিয়া একটা হিসাব দেখিতেছিল। হঠাৎ সুধীশ কহিল—তাহ'লে সম্রাট, কালই যাত্রা করছ?

পৃথ্বীরাজ বলিল—আজ ভোরেই।

সুধীশ বলিল—তাইত সম্রাট, এ ক'দিন আমার অবস্থা কি হবে?—সে চিন্তিতভাবে পৃথ্বীরাজের পানে চাহিল।

পৃথ্বীরাজ হাতের কাগজটা টেবিলের পরে রাখিয়া দিয়া কহিল—আমি ত উপায় করেছিলুম···

সুধীশ পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—কি তোমার সঙ্গে যাওয়া। দোহাই সম্রাট, সে ভিড়ে গেলে আমার হাড় কখানা দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে পড়্‌বে। এই ক্ষুদ্র প্রাণটির ওপর যথেষ্ট মায়া জন্মে গেছে, সম্রাট, দারুণ মায়া।

পৃথ্বীরাজ বলিল—তবে আর আমি কি করতে পারি বল?

সুধীশ এক মুহূর্ত্তে ভাবিয়া কহিল—হ'য়েছে, আচ্ছা এ গ্রামে অমিতা সেন বলে কেউ আছে জান?

পৃথ্বীরাজ ভাবিয়া বলিল—কৈ, আমার ত মনে পড়ে না।

সুধীশ কহিল—কিন্তু আছে, সম্রাট, আছে। সম্রাট হয়ত তাঁকে চেনেন না। তারা ব্রাহ্ম—অমিতা আমার ছেলেবেলার বন্ধু—

ব্রাহ্ম বল্‌লে বুঝি? হাঁ হাঁ—আছেন আছেন—একেবারে গ্রামের শেষ একটি লতাপাতা ঘেরা বাড়ী আছে বটে।

তবেই ঠিক হয়েছে।—বলিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

উঠলে যে—হিসেবটা···

Hang your হিসেব। আমি চল্লুম। তুমিও চল না সম্রাট।

আমি! আমার সঙ্গে চেনা নেই শুনো নেই···

হয়ে যাবে, কিছু ভেব না, চল।

পৃথ্বীরাজ আর দ্বিরুক্তি করিল না। কয়দিন সে এখানে ছিল না—আজই ফিরিয়াছে, আজই পুনরায় ত্রিবেণী যাইবে, একবার গ্রামটা পরিদর্শন করিয়া থাকিলে মন্দ হয় না। কোন একটা বিশেষ পথ যে তাহার মনটিকে আকর্ষণ করিতেছিল তাহা সে মনে মনে বুঝিতেছিল। ইচ্ছা করিয়াই একটু দূর পথ ধরিয়া সে সুধীশকে লইয়া চলিল।

সুধীশ ঘন ঘন চুরুট খাইতেছে আর আপন মনে বকিয়া যাইতেছে। তাহার শ্রোতা যে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক সে জানিত না।

গ্রামের বধূগণ কলস কক্ষে জলাশয়ে চলিতেছে, তাহাদের দেখিয়া দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া পথের ধারে সরিয়া দাঁড়াইতেছে; বালকগণ দাণ্ডাগুলি ও মারবেল ফেলিয়া দাঁড়াইতেছে;

রৌদ্রোপবিষ্ট বৃদ্ধগণ হস্তস্থিত হুকা কলিকা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিতেছে, পৃথ্বীরাজও প্রত্যভিবাদন করিতেছে।

সুধীশ পৃথ্বীরাজের স্কন্ধে চপেটাঘাত করিয়া কহিল—সম্রাট্! ইহা সম্রাটেরই অনুরূপ।

পৃথ্বীরাজ হাসিল।

সুধীশ বলিল—দেখ, বলে না, আঁতুড়ঘরে বিধাতাপুরুষ সোনার কলম দিয়ে ভাগ্য লিখে দিয়ে যান, সে কিন্তু কথার কথা, কেউ দেখ্‌তে আসে না। আমি যে শিশুকালে তোমার সম্রাট নামকরণ করেছিলুম—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। কি—বল?

একটি গৌরাঙ্গী যুবতী মন্থরগমনে সেই দিকেই আসিতেছিল, সুধীশ বলিল—সম্রাট্, আমরা তা'হলে বেগম মহল পার হ'য়ে এসেছি।

পৃথ্বীরাজ বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। সুধীশ হাসিয়া বলিল—বুঝলে না? বেগম মহলেই ত কড়া পর্দ্দা; আধ, এক, দেড়, দুই হাত ঘোমটা দেখা গেল। সম্মুখে……

পৃথ্বীরাজ কহিল—ছিঃ সুধীশ!

এই ত সম্রাট! একটা কথা সইল না।

যুবতী পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

সুধীশ জিজ্ঞাসিল—সম্রাটের পরিচিত?

পৃথ্বীরাজ কথা কহিল না, সুধীশ বলিল—কিন্তু কি রকম চাইলে দেখেছ? সেই যে কবিতা আছে না—পরাণে বিঁধিয়া গেল, সখি, মরম অধিক শেল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—ও সব ছ্যাবলা ইয়ার্কি ভালো লাগে না আমার।

সুধীশ বলিল—মাপ করবেন সম্রাট, সেটা আমার জানা ছিল না।

সে চুপ করিল। কিন্তু পৃথ্বীরাজের এই উষ্ণতায় তাহার কেমন খটকা লাগিয়া গিয়াছিল।

ঠিক এই সময়ে অমিতার সহিত সাক্ষাৎ।

দুই বন্ধুতে বহুকাল পরে সাক্ষাৎ। যথারীতি সম্ভাষণ শেষ হইলে সুধীশ অমিতাকে জিজ্ঞাসিল, অমিতা, এঁকে চেন?

অমিতা হাসিমুখে কহিল—চিনি না বল্লে মিথ্যা বলা হ'বে; আলাপ নেই।

সুধীশ কহিল—শুনছ সম্রাট! অমিতা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যগ্র।

পৃথ্বীরাজ বলিল—বেশ ত'

সুধীশ নিকটে পতিত একটি বৃক্ষকাণ্ড দেখাইয়া কহিল—সম্রাট, এখানটায় বস্‌তে পারি কি? অমিতা, এঁর নাম পৃথ্বীরাজ কিন্তু আমরা এঁকে সম্রাট বলে থাকি।

বসিয়া অমিতা বলিল—তুমি এ পাড়াগাঁয়ে কি মনে করে

সুধীশ? কলকাতা নিশ্চয়ই তোমার কাছে একঘেয়ে বোধ হচ্ছিল না?

সুধীশ হাসিয়া বলিল—কলকাতা একঘেয়ে! নাঃ তুমি হাসালে অমিতা। সেই সোনার "দেশেতে জন্ম আমার, যেন সেই দেশেতেই মরি।"

এই সময় দুইটি বালক একখানি বেঞ্চ লইয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিল, সে সবিনয়ে পৃথ্বীরাজের সম্মুখে আসিয়া কহিল—দয়া ক'রে এই বেঞ্চখানাতে বসুন।

পৃথ্বীরাজ বলিল—কেন আবার তুমি কষ্ট করতে গেলে? আমরা ত বেশ বসেছিলুম। এস হে সুধীশ, আসুন······

সে ব্যক্তি বলিল—কষ্ট কি বলুন! আপনি হ'লেন আমাদের রাজা। যদি এদিকে এসেইছেন, বলতে সাহস হ'চ্ছে না, যদি একবার······

তাহাকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া পৃথ্বীরাজ কহিল—বল।

একবার যদি আমাদের কুঁড়েয় পদধূলি দেন। ঐ সামনেই।

পৃথ্বীরাজ উঠিয়া কহিল—বেশ ত চল, চল।

সে সুধীশ ও অমিতার পানে চাহিল—তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—যাও।

পৃথ্বীরাজ তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে একজন বয়স্কা রমণী

একখানি ছোট চৌকী আনিয়া দাবায় পাতিয়া দিয়া পৃথ্বীরাজের সম্মুখে গললগ্নকৃতবাসে প্রণত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহস্বামী চারিটি টাকা ভূমির পরে রাখিয়া প্রণাম করিল।

পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাক। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, বলে এ সব কি! টাকা কেন? কিন্তু বলিতে পারিল না। দরিদ্র প্রজা ভক্তিসহকারে রাজাকে তাহার সাধ্যমত যাহা উপহার দিতে আসিয়াছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার মত নিষ্ঠুরতা তাহার ছিল না।

রমণী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতেই কহিল—বাবা, পুণ্যিফলে রাজাকে যদি ঘরে পেয়েছি, একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ত ছাড়ব না। গরীব আমরা, তোমার যোগ্যি কি পাব, বাবা, একটু

পৃথ্বীরাজ সাগ্রহে কহিল—দাও মা আমি তাই খাব।

রমণী গৃহে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। তাহার বামহস্তে একখানি ক্ষুদ্র রেকাবীতে দুইটি নারিকেল নাড়ু, দক্ষিণ হস্তে এক গ্লাস জল। পৃথ্বীরাজের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—বাবা, জুতোটা ছেড়ে ফেল।

পৃথ্বীরাজ জুতা খুলিতেই রমণী একগাড়ু জল লইয়া পা ধুইতে বসিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ আপত্তি করিলে কহিল—সে কি বাবা! তুমি রাজা আমরা প্রজা। তোমার চরণ ধুইয়ে দেব তাতে আবার

কথা কি? এ জল কি ফেল্‌ব আমরা, এ আমাদের ঘরে ঠাকুরের নির্ম্মাল্যের মত তোলা থাক্‌বে।

পৃথ্বীরাজের এ ধারণা কোনদিনই ছিল না যে বাস্তবিক এই বিংশ শতাব্দীতে এমনও সম্ভব হইতে পারে। কেন যে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বহু অযোধ্যাবাসী বনগমন করিতে চাহিয়াছিল, আজ সে তাহা প্রত্যক্ষ করিল।

রমণী বলিতেছিল—দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়ি, তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হো'ক। আজ যে সুখ আমরা পেলুম—কি আর বল্‌ব। সারা দেশটায় তোমার নাম যেন হরিনাম হ'য়েছে। আমার ঐ ছেলেটা স্কুল থেকে এসে কত গল্প করত। তুমি তা'দের সব জলপানির টাকা দিয়েছ, ছবির বই দিয়েছ—কত গল্প। তা ভগবান প্রসন্ন—আজ তোমার চরণ ছুঁয়ে ধন্য হ'লুম।

পৃথ্বীরাজ বাহিরে আসিয়া দেখিল—তাহারা বসিয়া গল্প করিতেছে। আজ তাহার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

বলিল—সুধীশ! আজ জীবন ধন্য মনে কর্‌ছি।

সুধীশ বলিল—ক'র্‌তেই হবে—Life is but a mournful numbers—ছেলেবেলায় যে কিসে পড়েছিলাম, ছাই—ঐ Lamb's Tales এ বোধ হয়, না—না হ'য়েছে—Arabian Nights এর একটা গান। ঠিক।

অমিতা বলিল—বাহবা সুধীশ! তোমার স্মরণশক্তির তারিফ করতে হয়। বলিহারি বন্ধু, বেঁচে থাক।

সুধীশ বলিল—আলবৎ। বেঁচে ত থাকবই। To save life is to lengthen life—immortal Poet বলে গেছেন। তারপর সম্রাট, অত অভ্যর্থনা কেন? অবিবাহিতা…

অন্য সময় হইলে পৃথ্বীরাজ রাগিয়া উঠিত, আজ সে পুলক-স্নান করিয়াছে, বলিল—তোমার কেবল ঐ সব।

সুধীশ বলিল—দোষ ত আমারই। এই শোন-না, অমিতা এক-রকম গুরুতর প্রেমে পড়ে গেছে। সেই যে গেল, যার কথা বলতে তুমি একেবারে চটে চটাং—আমার বন্ধুটির মন হরণ করলেন—তিনিই

পৃথ্বীরাজ রাঙা হইয়া উঠিল।

সুধীশ বলিল—কি রকম adventurous, একেবারে উপন্যাস—লিখতে পারলে রবি বাবুর "গোরা"কেও হার মানিয়ে দেয়। একটি দ্বিতীয় Robinson crusoe.

পৃথ্বীরাজ কথা কহিতে পারিল না।

সুধীশ বলিল—I congratulate you, অমিতা, My eldest friend তা কবে হ'চ্ছে—আমাদের জানই ত—fools these give feasts, wise men eat.

অমিতা বলিল—এটা কিসে পড়েছ—Hamlet এ বোধ হয়?

সুধীশ বলিল—আসল কথা চাপ্‌ছ কেন? কবে?

অমিতা বলিল—মাঘ মাসে যদি না হয়—ফাল্গুনে।

এটা হচ্ছে পোষ—তা একমাস দুমাস অপেক্ষা করতে আমরা

পারব। কি বল সম্রাট। হ্যাঁ—যখন না করে উপায় নেই। তবে সময় যত নষ্ট না হয় ততই মঙ্গল। কলকাতায় জলের কলের গায়ে কি লেখা আছে জান ত—Waste not, want not—অর্থাৎ—নষ্ট কর না, দুঃখ হ'বে না। তোমাকেও বলে দেওয়া হচ্ছে—বিয়ে করতে দেরী করলেই তুমি গেছ, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও! —সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—এখানেই?

অমিতা কহিল—হ্যাঁ। দক্ষিণ পাড়ায় সুজন বাবুর মেয়ে হিন্দোল······

পৃথ্বীরাজ বলিল—ওঃ!—বলিয়াই সে অদূরে দণ্ডায়মান বালকটিকে কহিল—এইবার তুমি বেঞ্চ নিয়ে যাও খোকা, আমরা চল্লুম।

সে সর্ব্বাগ্রে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার অন্তঃকরণ খুব জোরে দুলিয়া উঠিল—হিন্দোল, হিন্দোল!

যাক্—আজ আমি যাচ্ছি—তুমিও যাচ্ছ—বিদায়টা নেওয়া হল না। যাক্—হিন্দোল! হিন্দোল!

একাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রিবেণী সঙ্গমে

কেহ বলিতেছে—পাচ লক্ষ, কেহ দশলক্ষ লোক সমবেত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে—দুই লক্ষ হয় ত ঢের। ত্রিবেণীর ঘাট মাঠ পল্লী কোথাও আর বাকী নাই, লোকে লোকারণ্য। আমরা পুলিসের নিকট সংবাদ লইয়া জানিয়াছি প্রায় সাতলক্ষ লোক আসিয়াছে।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—ত্রিধারা সঙ্গমের অল্পদূরে ত্রিবেণীর জোড়া ঘাট। পাঠক, এ দৃশ্য আপনি দেখিবেন কি? যোগ যাগ মেলা ভিড়—এ সব ত আপনার দেখা আছে, ভাল লাগিবে না। তবে আমার অন্তঃপুরিকা অনেক পাঠিকা আছেন, যাঁহাদের সে শুভযোগ হয় নি, তাঁহাদের জন্য একটি চিত্র তুলিয়া দিলাম। এ অক্ষম চিত্র হইতে তাঁহারা কতকটা অনুমান করিতে পারেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু আমি বড়ই গোলে পড়িয়া গিয়াছি—গঙ্গা কৈ? যমুনা কৈ? সরস্বতীই বা কৈ? এ যে শুধু কালো মাথা, আর বজরা নৌকা। না জলস্পর্শ ত দূরের কথা, দর্শনই আমার ভাগ্যে নাই। ত্রিবেণীর পারে যতদূর মানুষ দাঁড়াইতে পারে, তাহার

মধ্যে গঙ্গার বারিবক্ষ ত নাই-ই, তাহার পরই নৌকারাশি। সে ঘাটের উচ্চতম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া পরপার অবধি মানুষ। নৌকার উপর বসিয়া লোক মজা দেখিতেছে, মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া হাততালি দিতেছে। কেহ দূরবীণ লইয়া ভিড় দেখিতেছে, দেখিতে দেখিতে—ঐ দেখ হে, একটা মেয়ে চেপটে মারা গেল—বলিয়া পাশের লোকটির হাতে যন্ত্রটি দিতেছে। আরও পাঁচজন গোলমাল করিয়া উঠিতেছে—তাইত হে, গেল যে। কেউ তুলছে না!

আর একজন বলিল—তুলবে কে বল? যে ঝুঁকে তুলতে যাবে—তারই ঐ দশা হ'বে।

একখানি বজরার ভারি বাহার! উপরে, নীচে, মাস্তুলে লাল-নীল পতাকা উড়িতেছে, ভিতরে বামা-কণ্ঠে সুরের ঝঙ্কার উঠিতেছে; ফটাফট সোডার বোতল কাটিতেছে; কয়েকটি কলিকাতার বাবু বেড়াইতে আসিয়াছেন। মাঝিরা বাহিরে বসিয়া রাঁধিতেছে, ভিতরে বাবুরা কেহ হারমোনিয়ম, কেহ বাঁয়া তবলা লইয়া বসিয়া গিয়াছেন, একটি সুবেশা রমণী তখন গাহিতেছিল—

জঙ্গলা পাখী পোষ না মানে—
জঙ্গলা পোষা এ কি দায়!

গানটি আমার বড়ই মিষ্ট লাগিতেছে। আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, শুনিয়া আসি।

গান চলিতেছে—জঙ্গলা পুযে এই হল,

যা ছিল, সকলি গেল……

একজন বাবু বলিয়া উঠিলেন—যায় নি, যায় নি, সবই আছে, মেরি জান্।

রমণী তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া ভ্রূভঙ্গীর সহিত গাহিল—

দু'তিন বার ফেরতা হইয়া গেলে, রমণী থামিল, বলিল—নে ভাই, বিরাজী একটা গা'। আমি একটু জিরুই।

পূর্ব্বোক্ত বাবুটি সাদরে কহিলেন—দেব নাকি এক পাত্র?

রমণী কোটরগত চক্ষুতে কটাক্ষ আনয়ন করিয়া ছাড়িয়া দিল, বলিল—দে।

আর একটি রমণী শুইয়াছিল, উঠিতে উঠিতে কহিল—শ্যামলী, মদ খেয়ে খেয়ে তুই মরবি। তোর মা বলে—মেয়ের আমার বুক ধড়ফড় করচে। একদিন পেরাণ বেরিয়ে যাবে, তখন।

শ্যামলী সুরে গাহিল—যায় প্রাণ ভিক্ষা মেগে খাব।

বেড়ে বলেছ, বেড়ে বলেছ—বলিয়া সকলে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

শ্যামলী বলিল—বিরাজী, মরি যদি মদ খেয়েই মরব। অমনি বুঝি কেশে ক্লেশে আর ভুগে ভুগে মরব। বালাই যাট।

এই দলে একজন অল্পবয়স্ক যুবক ছিল, সে বলিল—হিষ্ট্রীতে

একটা গল্প আছে—একজন রাজার বিচারে কঠিন শাস্তির হুকুম হ'য়েছে। তা তাকে সবাই জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম তুমি মরতে চাও? ফাঁসা যাবে, না তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলা হবে—বল? তা সে বল্ল—আমাকে মদের পিপেয় পুরে দাও, আমি স্পিরিটের ঝাঁজে ডুবে মরব। তা'কে তাই করা হ'ল।

দুই তিনজন বলিয়া উঠিল—বা! বেটার কি বুদ্ধি। যতক্ষণ বেঁচে থাকে খেয়ে নিই—এই হচ্ছে মতলব। তার নামটা কি মতলব! সে আমার গুরু! গুরুদেব! তুমি কোথায়?—বলিয়া সে একপাত্র নিঃশেষ করিল।

শ্যামলী কলেজ-ফেরৎ যুবকের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল—আমি মনে করতুম, আমার ছোকরা ইয়ার কথা জানে না, ওরে আমার ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল রে! আমার বাঁচোরা আম!

যুবক এ পথে বেশী দিন আসে নাই। লজ্জিত ভাবে মাথা সরাইয়া লইল।

তীরে কয়েকটা বালক বালিকাকে লইয়া পুলিস কনেষ্টবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনেকে দেখিতে আসিতেছে। যাহাদের বাস্তবিকই কেহ হারাইয়াছে, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। কেহ বা আহ্লাদে হারানো ছেলেকে জড়াইয়া ধরিতেছে, এবং পাহারাওয়ালা সাহেবকে খুসী করিয়া যাইতেছে; কেহ বা হতাশ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতেছে। কেহ কেবল রঙ্গ দেখিতেই আসিতেছে। পাহারাওয়ালা সাহেব ছেলেগুলিকে মাঝে মাঝে

কলটা চড়টা দিতেছেন—কেন তাহারা হারাইল ? আর হারাইলই যদি এতক্ষণ তাহাকে খুঁজিতে কেহ আসিল না কেন ?

তবে একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যাইতেছে। এত বড় একটা যোগ, এত লোক সমারোহ, কিন্তু ভিখারীর দল কৈ ? কৈ কোথায় ত ছিন্ন ধূলিমলিন বসনগুলি পাতিয়া কেহ বসিয়া নাই। এত লোক স্নান করিয়া উঠিতেছে, মাইজী, তোর ছেলে রাজা হোবে মায়ী, একটা পয়সা দে—বলিয়া ত কেহ বসন ধরিয়া টানিতেছে না। যাহারা বহুদিবসাবধি পাই সঞ্চয় করিয়া এই মহাতীর্থে পুণ্যার্জ্জনের আশায় ছিল, তাহারা বড় হতাশ হইতেছে। অনেকে দশ বছরের জমা খুদ বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, পুঁটুলি বুঝি ফিরিয়া যায়! অনেকে লাঠি লইয়া আসিয়াছিলেন, সে ত অব্যবহৃতই রহিয়া গেল। এ হইল কি ?

হইয়াছে, হইয়াছে, ঐ যে সরস্বতীর পুলের ওপর ঐ মাঠে সব ভিক্ষুক জমা হইয়াছে—আহার, নববস্ত্র ও পয়সা পাইতেছে ; সেখানেই সব জমিয়াছে। কোথাকার এক মস্ত জমিদার এসেছে, সেই খাওয়াচ্ছে, সব নূতন কাপড় পরিয়ে দিয়েছে, হাতে ছোটদের দুয়ানি, বড়দের সিকি দিচ্ছে। হ্যাঁ, কাজ করছে বটে! সাতপুরুষ সশরীরে স্বর্গবাস।

একজন বলিল—হ্যাঁ, খাওয়াচ্ছে বটে! লুচি, মোণ্ডা, কচুরি। জমিদার নিজে বউ নিয়ে হাতীর উপর চড়ে খাওয়া দেখ্‌ছে।

বলিস্ কি! বউ নিয়ে! কি লোক রে ?

খোট্টা খোট্টা—নামটা কি ভাল, পৃথ্বীরাজ ! উঃ হাতীটা কি ! একেবারে মাখ্‌মা হাতী ।

আর জমিদার !

ইয়া পাকড়ী ! ইয়া গোঁফ—বউও তেমনি—ইয়া……

চল না ভাই আর একবার। আমিও দেখে আসি ।

যা না ঐ মাঠে। তবে সে জমিদারদের এখন দেখতে পাবি নে। তারা তাঁবুর ভেতর চলে গেল দেখলুম ।

তবে আর কি দেখ্‌ব ।

সে অল্পদূর আসিয়া তাহার এক পরিচিত ব্যক্তিকে কহিল—উঃ কি কাণ্ডটা করেছে ! মেড়োর পয়সা। কি খাওয়াচ্ছে, আর সব নিজে দেখছে, পাছে কোন অযত্ন হয়। একটায় নিজে, একটায় বউ, দুটো হাতী চ'ড়ে দেখছে ।

শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে কহিল—খরচ করেছে বটে। বেটা মেড়ো। একেবারে কোটি কোটি টাকা ঢেলেছে ।

প্রতিবাদ করিয়া বন্ধু কহিল—আমি যে শুনলুম বাঙ্গালী ।

তুই শুনলি ! আর আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম। সেবার ওকে আমি দেখেছিলুম, কানপুরে ওর বাড়ী, পৃথ্বীরাজ ঝুনঝুনওয়ালা ওর নাম ।

তবে শুনলুম বাঙ্গালী ! তারকেশ্বরের মোহন্ত একটা হাতী পাঠিয়ে দিয়েছে ।

একটা মোহন্ত দিয়েছে, সেটায় মেড়ো নিজে চড়েছে, আর

এ কটা বর্দ্ধমানের মহারাজা পাঠিয়েছে—ওর বউ চড়েছে। দুজনে তদারক করছে। বউটা······

বউ! সে ত ছেলেমানুষ!

হ্যাঁ পলতেয় শুয়ে দুধ খায়। তুই খাবি? বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘাটের উপর এই তাঁবুটি কিসের! রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম! ঐ যে নগ্নপদে দুইটি যুবক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বুকে ও কি ঝুলিতেছে, সেবাশ্রমের ব্যাজ! কাজ ত তাহারাই করিতেছে।

একটি ভদ্রলোক সসব্যস্তে আসিয়া যুবক দুইটিকে বলিলেন—বাবা তোমরা সেবাশ্রমের লোক ত! তোমাদের ম্যানেজার কোথায়?

যুবকদ্বয় কহিল—আপনার কি দরকার বলুন—ম্যানেজার এখন নেই।

ভদ্রলোক কহিলেন—আমার একটি মেয়ে, এক সঙ্গে আমরা স্নান করতে নেমেছিলুম, উঠে আর তাকে দেখতে পাচ্ছি নে।

একজন যুবক অপরকে কহিল—রমেশ, এঁকে তুমি মন্দিরের পাশে সেই পাহারাওয়ালার কাছে নিয়ে যাও।

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—সে আমি দেখে এসেছি। তার মধ্যে নেই। আমার মেয়েটি অত ছোট নয়, বড়

যুবক জিজ্ঞাসিল—কত বড়?

একটু বড়। পনেরো ষোল হ'বে

তবেই ত !

তোমরা কোন উপায় করতে পার না ?

আমরা খুঁজতে পারি, এই মাত্র।

তাই ত ! কি করি ! আজ বাদে কাল তার বিয়ে ! হায় হায় ! এ যে একেবারে বজ্রাঘাত।

যুবক কটিবিলম্বিত তুরী তুলিয়া বাজাইল, তন্মুহূর্তে আরও কয়েকজন যুবক তাঁবুর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। প্রথম যুবক কহিল—বিমান, তোমরা এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, এর একটি যুবতী কন্যা হারিয়েছে, সেটির খোঁজ করগে।

চলুন, মশায় চলুন। কোথা থেকে হারাল বলুন ত ? গায়ে গহনা ছিল ? ছিল না ? দু'চারখানা ? কতখানি জলে তিনি নেমেছিলেন ? উপরেই আপনারা তাঁকে দেখতে পান নি ? তবে নামলেন কেন ? ভাবলেও, একবার দেখা উচিত ছিল না যে সে নামছে কি না, কি কোন্ দিকে গেল ? তাঁর নাম কি বল্লেন— হিন্দোল ! হিন্দোল কি নাম ম'শায় ?

ইত্যাকার আলাপ করিতে করিতে তাহারা ভদ্রলোককে ঘিরিয়া চলিতে লাগিল।

পাঠক পাঠিকা ! চিনিতে পারিয়াছেন ত ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দু'জনেই শুনিল

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। চতুর্দ্দিক হইতেই উচ্চ কোলাহল উঠিতেছে। সমস্ত দিনের পর পৃথ্বীরাজ একটু অবসর পাইয়াছে। পরিচ্ছন্ন বেশ ধারণ করিয়া সে ক্ষীণকায়া সরস্বতীর ধারে বেড়াইতেছে। সেখানেও লোকের ভিড় কম নাই, তবে সে ঠিক জলের পাশ দিয়া চলিতেছে, সেখানে কেহ নাই।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন, চিত্তও তেমন প্রফুল্ল নাই—যেন কোনমতে সে চলিতে পারিতেছে। তাহার মন একটু নিরিবিলি খুঁজিতেছিল, যেখানে বসিয়া সে একটু শান্তি পায়; যেখানে সে একটু ভাবিতে পায়। কিন্তু সে স্থান কোথাও মিলিল না। হতাশ হইয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল—একটু দূরে, একটা খোলা জায়গার উপর। সে দেখিল—একটি মেয়েকে ঘিরিয়া কয়েকটা লোক কি জটলা করিতেছে। প্রথমতঃ সে মনোযোগ দিল না। কিন্তু ক্ষণপরেই মনে হইল, যদি কেহ বিপন্ন হয়!

নিকটস্থ হইয়া শুনিল—কি আর করব বল!...রাত্রি হ'য়ে

গেছে—আজকের মত এইখানেই কোথায় থাক। সকালে খোঁজ করা যাবে।

পৃথ্বীরাজ ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিতেই চীৎকার করিয়া উঠিল—একি তুমি! তুমি—এখানে!

সে—হিন্দোল।

হিন্দোল ছুটিয়া পৃথ্বীরাজের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—আমাকে রক্ষা কর। বলিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভিড়ের মধ্যে অনেকেই পৃথ্বীরাজকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাহারা একটু একটু করিয়া সরিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—চল। আমার তাঁবুতে যাবে?

হিন্দোল বলিয়া উঠিল—যেখানে হোক তুমি নিয়ে চল।

কিন্তু সে যে অনেক দূর,—বলিয়া সে পার্শ্ববর্ত্তী লোকটিকে কহিল—কনেষ্টবলটিকে ডাক ত।

কনেষ্টবল আসিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

যাহারা পৃথ্বীরাজকে চিনিত না, তাহাদের মনেও এইক্ষণ যথেষ্ট সম্ভ্রম জাগিল।

পৃথ্বীরাজ কহিল—তুমি আমাকে চেন?

হুজুরকে আর চিনি না! হুজুর মালিক। হুকুম ফরমাইয়ে।

অদ্যই প্রভাতে ভিক্ষুক ঠেলিয়া নগদ পাঁচটাকা বখসিস্ পাইয়াছে।

পৃথ্বীরাজ কহিল—একখানা পাল্কী আছে?

কনেষ্টবল ভাবিয়া বলিল—ঐস লোকন না নেহি। তব কলকাতা ছেবাওয়ালা লেড়কা লোককা হায়। লে আতে হুঁ।

পাঁচ মিনিটের ভিতরেই পাল্কী হাজির হইল। কনেষ্টবল ভিড় ঠেলিয়া মহারাজ-জী এবং পাল্কীর রাস্তা করিতে করিতে চলিল।

তাঁবুতে পৌঁছাইয়া নিজের কামরায় হিন্দোলকে বসাইয়া পৃথ্বীরাজ বলিল—এখন কোন কথা না। আগে তুমি কিছু খাও—তারপর সব শুনব। অমন সুন্দর চেহারা—কি হয়ে গেছে।

হিন্দোলের ধমনীতে শোনিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। প্রতি রোমকূপে পুলকের বাণ ডাকিয়া গেল। সে চেয়ারের হাতল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

ফিরিয়া আসিয়া পৃথ্বীরাজ বলিল—স্নান করে ফেল—বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে তোমাকে। স্নান করে কাপড়টা ছেড়ে জল খাও।

স্নান কামরায় জল দিতে বলিয়া পৃথ্বীরাজ বলিল—তাইত, বড় ভাবনায় পড়লুম, তোমাকে কি পরতে দেব?

হিন্দোল বলিল—কেন তোমার কাপড়?

পৃথ্বীরাজ বলিল—পরবে! তাই দিচ্ছি, যখন আর উপায় নেই?

হিন্দোল আহার করিতে বসিয়া বলিল—এইবারে খবর দাও।

খবর আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তোমার বাবার কোন সন্ধান পায়নি, আমার লোক ফিরে এসেছে।

তবে!

আবার আমি পাঠিয়েছি।

যদি এবারও না পায়?

পৃথ্বীরাজ বলিল—কি করব, বল?

এখানেই থাকতে হবে, আর কি হবে।

তোমার ভাবী পতি কিছু মনে করবে না ত!

হিন্দোল অতি বিস্মিত হইয়া কহিল--তুমি জান? কি জান?

জানি! যে, মাঘমাসে না হয় ফাল্গুন মাসে--

আর কিছু নয়!

পৃথ্বীরাজ বলিল—না।

হিন্দোল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—যার কাছে শুনেছ, হয় সে সব জানে না, নয় ত গোপন করেছে।

কি গোপন আছে আবার?

যে আমি রাজী হই নি।—বলিয়াই সে মুখ নীচু করিল।

পৃথ্বীরাজ আলোকটি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বলিল—রাজী হও নি, কেন হিন্দোল?

হিন্দোল সতেজে বলিয়া উঠিল—কি হ'বে তোমার শুনে?

তবু শুনব।

হিন্দোল কথা কহিল না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—বল হিন্দোল।

হিন্দোল তথাপি নীরব।

পৃথ্বীরাজ তাহার হাতখানি নিজ হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল—বল। তোমার ঐ একটি কথায় জনমের মত আমাকে কিনে রাখবে। বল হিন্দোল।

হিন্দোল কথা কহিতে পারিল না। সে তাহার অশ্রুনিষিক্ত মুখখানি পৃথ্বীরাজের বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ সযত্নে মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—এ আমার মহৎ সম্মান, হিন্দোল। এতটা আমি আশা করি নি।

প্রায় পাঁচমিনিটকাল উভয়েই নীরব। তাহার পরে হিন্দোল ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া লইয়া বলিল—এত সুখের আশা আমি করিনি। আমার যে এত সৌভাগ্য হ'বে—

বাধা দিয়া পৃথ্বীরাজ বলিল—সৌভাগ্য তোমার, না আমার! হিন্দোল। অনেকদিন আগে প্রথম যেদিন তোমায় দেখেছিলুম, সেই মুহূর্ত্তেই কেমন একটা নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। কেতাবে পড়েছি সেই নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষাকেই কবিত্ব বলে। কিন্তু তুমি জান, কবিত্ব করবার আমার অবসর নেই, দিনরাত্রি কাজ, কাজের মধ্যেই আমাকে ডুবে থাকৃতে হ'ত—তারই ভেতরে কেন যে তুমি ফুটে উঠ্‌তে, তা আমি কোনমতেই বুঝে উঠ্‌তে পারতুম না।

একটু থামিয়া আবার বলিল—আমাকে বারণ করেছিল যে তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই আমার রাখতে নেই, কিন্তু ছোট ছেলেকে যদি কোন একটা কায করতে কেউ বারণ করে, সে সে'টি করবেই, আমার অবোধ মন ঠিক সেই রকমই তোমাকে পেয়ে বসেছিল। তোমার চিন্তা আমি ত্যাগ করতে পারিনি, শুধু ত্যাগ করতে পারিনি না, সেই আমার একমাত্র সুখের চিন্তা ছিল। অনেকদিন আমি নিজের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব করেছি যে কেন আমরা বন্ধু হ'ব। এর কোন সদুত্তর আমি কোনদিক থেকেই পাইনি।

হিন্দোল মৃদুস্বরে কহিল—তুমি জান না কি···

বাধা দিয়া পৃথ্বীরাজ বলিল—তুমি পারিবারিক বিসংবাদের কথা বল্‌বে, সে আমি জানি, আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? আমরা ঝগড়া বিবাদ করিনি। হয়ত আমরা কেউ তখনও জন্মগ্রহণ করিনি। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। আছে কি?

হিন্দোল অস্ফুটস্বরে কহিল—না।

তবে! তবে হিন্দোল, তুমি আমাকে নিয়ে সুখী হ'তে পারবে? বল আমার মত অযোগ্যকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারবে। ও কি কাঁদছ, হিন্দোল। বল বল, একবার।

হিন্দোলের মত অসমসাহসিকা মেয়েও এ কথার জবাব মুখে দিতে পারিল না। সে দুই হাতে পৃথ্বীরাজের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—তবে আমার দুরাশা নয়। বলিয়া সে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

ঠিক এই সময়ে 'জয় হৌক রাজা বাবা'—বলিয়া এক জীর্ণ-বাসা কঙ্কালসার রমণী সেখানে আসিয়া বলিল—'জয় হোক, বাবা।'

পৃথ্বীরাজ হিন্দোলকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—তুমি বাইরে থেকে ভিক্ষা চাইলে না কেন?

রমণী সে কথার উত্তর দিল না। একদৃষ্টে হিন্দোলকে দেখিতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া কহিল—যাও।

রমণী বলিল—তোমার বাড়ী কোথা গা? রামপুর?

হিন্দোল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পৃথ্বীরাজও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল, সে হিন্দোলকে জিজ্ঞাসিল—এ কে হিন্দোল?

রমণী বলিল—তুমি কি মিত্তিরদের মেয়ে? হ্যাঁ-গা, বল না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—তুমি এদের চেন নাকি?

রমণী বলিয়া উঠিল—হ'য়েছে—ঠিক তাই। পালাও, পালাও, যেখানে হয় পালাও। গঙ্গা যা—ডুবে মরগে, তবু হরি বোসের সম্পর্কের কারু কাছে দাঁড়াস নে, ওরা সব শয়তান। পালা, পালা। বিষ খা, গলায় দড়ী দে। তবু বাঁচবি, মরে বাঁচবি। জ্যান্তে মরবি নে।—তাহার চক্ষু দু'টি হইতে হিংস্রজ্বালা ফুটিয়া উঠিতেছিল, রমণী হাঁফাইতে হাঁফাইতে বসিয়া পড়িল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—কি বিপদ! কে এখানে আসতে দিলে! কৈ হ্যায়!

ভৃত্য হাজির হইল। পৃথ্বীরাজ তাহাকে তিরস্কার করিল এবং রমণীকে বলিল—তোমাকে টাকা দিয়েছি, নিয়ে উঠে যাও।

যাচ্ছি, যাচ্ছি—অত তাড়া কেন বাপু? বাঘে বাছুর ধরেছে, জিব সক্ সক্ করছে না? কতক্ষণে রক্তপান করবে? পালা, ছুঁড়ী, পালা, পালিয়ে বাঁচ। যদি মঙ্গল চাস্—পালা।—বলিয়াই রমণী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—কোথাকার পাগ্‌লী! জ্বালাতন।

হিন্দোল কথা কহিল না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—কি ভাবছ হিন্দোল। পাগলের কথাও শোনে লোকে!

পাগল! তা হ'বে।

দেখ্‌লে না কি রকম ছুটে গেল।

কিন্তু—

এর মধ্যে কিন্তু নেই, হিন্দোল। তুমি আমার, আমার। আর কারু নয়। আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় নিতে পারবে না। বল, বল, হিন্দোল, তোমার মনে কোন দ্বিধা নেই, বল যে তুমি আমার।

আমি তোমার!—বলিয়াই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

পৃথ্বীরাজ আর পারিল না। দুই হাতে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বস্থানে

অল্পক্ষণ পরেই সেবাশ্রম হইতে দুইটি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা হিন্দোলের সন্ধান পাইয়াই আসিয়াছে। পৃথ্বীরাজ তাহাদের সঙ্গে দুইজন দ্বারবান দিয়া হিন্দোলকে পাঠাইয়া দিল।

বিদায়কালে পৃথ্বীরাজ বলিল—হিন্দোল, আজ তোমাকে ছেড়ে দিলুম, এমন দিন শীঘ্রই আসবে, যেদিন এইখান ছাড়া কোথাও তুমি যেতে পাবে না।

হিন্দোল দুইহাতে পৃথ্বীরাজের নির্দিষ্ট স্থানটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—সে'দিনই ত আমি চাই।

তাহার পর হইতেই পৃথ্বীরাজ পূর্ণানন্দে বেড়াইতে লাগিল। সে সময় সুধীশ কাছে থাকিলে নিশ্চয়ই বলিত—সম্রাট কি দিগ্বিজয় প্রত্যাগত।

পৃথ্বীরাজ যতবারই সোল্লাসে নিজের এই প্রেমচিত্র ভাবিতে যাইতেছিল, কেমন যেন একটা বেসুর তাহার মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করিয়া উঠিতেছিল। সেই পাগলিনীর কথা যতবারই

সে প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াছে, তবু খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

আবার ভাবিল—না, ও কথা আর সে ভাবিবে না। কেন ভেবে মিছে কষ্ট পাওয়া। হিন্দোল বলিয়াছে—সে তাহার! সে তাহার! তবে আর কিসের বাধা। সেই ঝগড়া—সে ত বহুদিন পূর্ব্বেই মিটিয়া গিয়াছে। আর হিন্দোলের পিতা মাতা, তাঁহারা কখনই আপত্তি করিবেন না।

তবে—অমিতা! অমিতা বলিয়াছে—এক রকম ঠিক হইয়া গিয়াছে। তা যাক্—ভাঙ্গিয়া যাইতে কতক্ষণ। ভাঙ্গিয়া যাইবে!

সঙ্গে সঙ্গেই একটি গর্ব্বের চিন্তাও মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠিল—পৃথ্বীরাজকে যদি পায়, অমিতাকে কি কেউ চায়? অমিতা আর পৃথ্বীরাজ।

হায় যুবক! মুকুর-সমক্ষে কোন যুবক নিজেকে রতিপতি কন্দর্প না হউক, ওসমান-পাশা না হউক, একেবারে জুলিয়েট না হউক—অন্ততঃ তাহাদের নিকটাত্মীয় বলিয়া মনে না করে। তবে দু' একটা ব্যতিক্রম আছে বৈ কি। যেমন, নেহাত যাহার মুকুর নাই, বা অবসর নাই, অথবা সে দৃষ্টিশক্তিহীন।

দেশে ফিরিয়াই সে মাতুলের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকিতেই তিনি প্রফুল্লকণ্ঠে কহিলেন—এস বাবা এস। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র! আশীর্ব্বাদ করি তোমার যশ পৃথিবীব্যাপ্ত হউক।

পৃথ্বীরাজ মাতুলকে তত উল্লসিত কখনই দেখে নাই। নড়িবার সামর্থ্য তাহার ছিল না বলিলেই হয়।

মাতুল দুইখানি ইংরেজী খবরের কাগজ ও কয়েকখানা পত্র পৃথ্বীরাজের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন—ম্যাজিষ্ট্রেট লিখ্‌ছেন যে এ রকম সদনুষ্ঠান, হ্যাঁ nobledoing তিনি আর দেখেন নি। তিনি ডেসপ্যাচে গবর্ণমেণ্টকে পৃথ্বীরাজের সম্বন্ধে একটা মন্তব্য Communique পাঠাবেন। পৃথ্বীরাজ, বাবা এত সুখ, এত আনন্দ আর কখন তোমার মামা পায় নি, বাবা।

মাতুল একটু থামিয়া আবার বলিলেন—তুমি একটু রোগা হ'য়ে গেছ পৃথ্বী, ক'দিন বড় পরিশ্রম, দিনকতক একটু জিরোও। তারপর, আর একটি কাজ আছে, বাবা, তারপর আমি নিশ্চিন্ত। না, না তাড়া কিছু নেই। তুমি একটু জিরোও দিনকতক। শরীর না খারাপ হয়।

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমার শরীর কখনই খারাপ হয় না, মামা। অন্ততঃ জ্ঞান হ'য়ে অবধি ত দেখি নি, হ'তে।

হরিপ্রসাদ ব্যস্তভাবে কহিলেন—না, না পাগলা ছেলে, শরীরের গুমর করতে নেই। আমার অবস্থা দেখ্‌ছ, একদিন ছিল যখন—না যাক্। খুব সাবধানে থাকবে। সর্ব্বদাই মনকে খুসী রাখ্‌বে, হ্যাঁ! যা বলছিলাম—তা' সে আর একদিন বলব!'

পৃথ্বীরাজ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন বলিলেন—এক দিন—এই তোমাকে—করার জন্যে—না, না—পুষ্যিপুত্র নয়.....

পৃথ্বীরাজ বলিল—হলই বাবা। আমি ত আপনার পুষ্যি—কে আমায় পোষণ কর্‌ছে, আর পুত্র·· ···

হরিপ্রসাদ বলিলেন—সে কথা আর বলতে—তুমি ত আমার পুত্রই। হ্যাঁ—তাই একটা যজ্ঞ করতে হয় কি না, সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজন করানটা বিধেয়। শুভকর্ম্ম কি না। আর জমিদার বাড়ীর কাজ—গ্রামটাই বা বাকী রাখা কেন? আমি আর কতদিন বল? শেষের দিনে একবার দেখে নিই। গ্রামের ব্রাহ্মণ শূদ্র পুরুষ স্ত্রী সব।

পৃথ্বীরাজ সোৎসাহে কহিল—সে ত বেশ হ'বে, মামা। যেদিন বল্‌বেন, আমি সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ব।

হরিপ্রসাদ উৎফুল্লকণ্ঠে কহিলেন—তা জানি বাবা। তুমি কি আমার যে-সে ছেলে। আমার সারা জীবনের কষ্ট বিধাতা তোমায় দিয়ে দূর করেছেন। তবে তাড়া নেই—পুরুত ম'শায় দিন স্থির করবেন, তখন তোমাকে বলে পাঠাব।

পৃথ্বীরাজ উঠিতে উঠিতে বলিল—বেশ। এখন আমি চল্লুম মামা—এখনও সুধীশের সঙ্গে দেখা হয় নি।

হরিপ্রসাদ আর কিছুই বলিলেন না। মুখে যে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে পৃথ্বীরাজ তাহা দেখিতে পাইল না। সে হর্ষদীপ্ত অন্তঃকরণে বাহির হইয়া গেল।

সুধীশ তাহার আগমন সংবাদ জানিত না। সে নিজ কক্ষে

একরাশ কাগজ পত্র খুলিয়া বসিয়াছিল। পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকিতেই সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—বন্দেগি সম্রাট! জাঁহাপনার কুশল?

পৃথ্বীরাজ তাহাকে ঠেলিয়া বসাইয়া দিয়া কহিল—হ্যাঁ গো মশাই কুশল। তারপর—তোমার খবর কি?

সুধীশ বলিল—ধন্যবাদ, জাঁহাপনা, বহুৎ বহুৎ সেলাম পৌছে। এই কলকাতার বাড়ীটা নিয়ে মহা বিভ্রাট বেঁধে গেছে। মা চিঠি লিখেছেন—এই দেখ না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—তাই ত! তা কি ঠিক করলে। বাড়ীটা ছাড়তেই হ'বে ত! গভর্ণমেণ্ট যখন নিতে চেয়েছে—না নিয়ে ছাড়বে কি?

তুমি ত বল্লে না নিয়ে ছাড়বে কি? তারপর উপায়! জানই ত বাবা আমাদের পাঁচটি ভাই বোন্‌কে রেখে গেছেন, আর ত বিশেষ কিছুই রেখে যান নি। বিশেষ করে সেই অখণ্ড মণ্ডলাকার জিনিষটার বড়ই অভাব। দেখ্‌ছ না, মা লিখেছেন—পাঁচ হাজার টাকা হ'লে পাশের একতালা বাড়ীটা নেওয়া যেত, কিন্তু নগদ পাঁচটি টাকাও ত আমার নেই। মা লিখেছেন—অপোগণ্ড শিশু নিয়ে বুঝি তাঁকে গাছতলায় দাঁড়াতে হয়। তা সে এক রকম মন্দ হ'ত না, টেক্স নেই, ভাড়া নেই, কোন উপদ্রব নেই—

বাধা দিয়া পৃথ্বীরাজ বলিল—কি বলছ সুধীশ পাগলের মত।

মাসীমাকে এখনই তুমি চিঠি লিখে দাও, আর আমি চেক্ লিখে দিচ্ছি, সেখানাও পাঠিয়ে দাও।

সুধীশ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। পৃথ্বীরাজ পকেট হইতে চেক্ বহি খানি ও ফাউন্টেন পেনটি বাহির করিয়া বলিল—কার নামে দেব? জ্যোতীশের নামে দিই।

সুধীশ বলিল—সত্যি পৃথ্বী?

না ত কি? তিনি কি শুধু তোমাদেরই মা! আমার নন? আমি ত অন্য মা দেখি নি সুধীশ, তিনিই ত আমার মা।

তবে—তোমার মামা .....

মামা! টাকা ত আমি অপব্যয় করছি নে যে ভয় করব। আর আমার কোন্ কাজটা তিনি দেখেন?

তুমি ভাগ্যবান, পৃথ্বী!

নিশ্চয়ই। শৈশবে মাতৃহীন, ভগবান আমাকে স্নেহময়ী জননীরূপা এক দেবীর কোলে তুলে দিয়েছিলেন; বান্ধবহীন দরিদ্র আমি, আমাকে ভাগ্যদেবতা একেবারে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। বল কার নামে চেক্ দেব?

সুধীশ একটু ভাবিয়া কহিল—দেবেই যখন, আমার নামেই দাও। জ্যোতীশ নিতান্ত ছেলেমানুষ।

পৃথ্বীরাজ চেক্‌খানি লিখিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল—মা'কে বল তুমি সুধীশ, তিনি যেন কোন দ্বিধা করেন না। আরও বল,

তুমি ত দেখ্‌ছ এক পা আমার নড়বার জো নেই, নইলে আমি নিজেই মার কাছে যেতুম।

বলব, বলব। কিন্তু বুড়োর কাছে কি আমাকে ছুটি চাইতে হ'বে না সম্রাটই তার ব্যবস্থা করবেন? বেশী দিন দেরী হ'বে না, তিন চার দিন মাত্র।

আমিই ছুট দিচ্ছি। তুমি চলে যাও, তবে ভাই দেরী ক'র না। যতশীঘ্র পার চলে আসবে।

যথা আজ্ঞা সম্রাট। বলিয়া সে হাসিমুখে সেলাম করিল।

পৃথ্বীরাজ সেখান হইতে দপ্তরখানায় নায়েব গোমস্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

আর সুধীশ! সে লাল রংয়ের সেই চেক্‌খানি হাতে করিয়া নিজ মনেই বলিতে লাগিল—একেই বলে স্বর্ণগর্দ্দভ! একেই বলে বরাতজোর! আচ্ছা লেগে গেল টিপ্‌। বলিহারি বুদ্ধিমান! আরে মূর্খ! গভর্ণমেণ্টই যদি বাড়ী নেবে, সে যে পুরো দামই দেবে। সম্রাট—বরাতজোর তোমার বটে! নইলে এই সুধীশচন্দ্রেরই মত তোমাকে কারু গাছতলা ভরসা করতে হ'ত। বেঁচে থাক সম্রাট! তোমাদের মত গুটি-কতক স্বর্ণগর্দ্দভ না থাক্‌লে আমাদের অবস্থাটা কি রকম হ'ত। প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি—হে সম্রাট, তুমি চিরায়ুষ্মান হও। কিন্তু—ছোঁড়াটা মার হাতের লেখা বল্‌তেই যে এটা বিশ্বাস

করলে। করবে না। এ হ'চ্ছে সুধীশচন্দ্র। তার ভিতরে প্রবেশ করা কি ঐ মূর্খ টার কাজ!

সুধীশ ভাবিতে ভাবিতে হাসিয়া ফেলিল।

আর সেই স্বর্ণগর্দ্দভটি তখন কি করিতেছিল! সে তখন নিজের ঘরে আরাম কেদারায় পড়িয়া কোন্ এক মধুময় সন্ধ্যার মধুময় চিন্তায় বিভোর হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ঘোর কলি

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সুজন মিত্র ও অম্বুজা সুন্দরী কথা কহিতেছিলেন।

ওদের ত সমাজ-স্থাপনা হ'য়ে গেছে! এইবার অমিতার বাবা আমার কাছে আসবে। কি বলব তখন তাঁকে?

বলবে আবার কি? মেয়ে না বল্ল, তুমিও ভেবেই সারা।

না হ'য়ে করি কি বল? মেয়ে বড় হ'য়েছে—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কিছু করতে পারি!

অম্বুজা কহিলেন—বড় হ'য়েছে তা কি হ'য়েছে? স্বাধীন ত হয় নি। আমরা যাকে তুলে দেব·· ··

সুজন বলিলেন—তা ত হ'বে না অম্বু! ওঁদের ধর্ম্মে বলে যে ছেলেমেয়ে দু'জনের মত না নিয়ে শুভকার্য্য হ'তে পারে না। শুধু তাই নয়। আমার বড় ভয় করে—কি জানি কি হয়। ঘরপোড়া গরু রাঙা মেঘ দেখ্‌লেই শিউরে ওঠে।

অম্বুজা এ কথায় বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, তখনই আবার সে ভাবটি দমন করিয়া বলিলেন—এবার এই ত্রিবেণী

থেকে আসার পর থেকেই হিন্দোলকে বেশ খুসী দেখ্‌ছি। এখন বোধ হয় মতি ফিরেছে। ঠান্‌দির কাছে শুনেছিলুম, ওরা ব্রাহ্ম শুনেই ও আপত্তি করেছিল।

সুজন বলিলেন—বেশ ত, মেয়ে তোমার ঘরেই আছে। সুবিধেমত একদিন মন বুঝে দেখ না।

হ্যাগা, মেয়ের আবার মন বুঝব কি? মেয়ে কি মুখ ফুটে বল্‌বে—ওগো আমি বিয়ে করব। যৌবন ত—এ কি কাউকে বল্‌তে হয়······

এত দুঃখের মধ্যেও সুজনের অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল. বলিলেন—তা হ'লে তুমি নিশ্চিন্ত যে মেয়ে সম্মত?

নয়ত কি আবার! তুমি সব ঠিক করে ফেল। হিন্দোল রাজী হবেই। তখন আমরা হঠাৎ বলে ফেলেছিলুম, লজ্জায় না বলেছিল। এখন আর অমত করবে না, এ তুমি দেখে নিও।

অম্বুজা গায়ের কম্বলটি টানিয়া লইয়া আবার বলিলেন—হ্যাঁগা, ওদের ঘরে বিয়ে হ'লে কি হিন্দোল কোন ঠাকুরদেবতার নামও করতে পারবে না?

সুজন সঠিক সংবাদ অবগত ছিলেন না, বলিলেন—শুনি ত সেই রকমই।

অম্বুজা দুঃখিত ভাবে কহিলেন—তবেই ত! এতকালের ঠাকুর দেবতা ত্যাগ করা—

সুজন বলিলেন—না, না, ত্যাগ করতে কে বল্‌ছে। তবে তাঁ'দের বাড়ীতে ও সব নাম না করলেই হয়। ওরা যেমন, তেমনি হ'তে হবে ত!

অম্বুজা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, বলিলেন—তবেই ত! ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ছল চাতুরী—সে কি চলে গা?

কথাটা তিনি কোনমতেই চাপা দিতে পারিলেন না। কেবলই মনে হইতে লাগিল—আর জন্মে কত অপরাধই না করেছিলুম, সারা জন্মটা দুঃখ ভোগ করছি, আবার মেয়েটাকেই বা বলি কেমন ক'রে যে তোর চিরদিনের দেব দেবী তুই ভুলে যা। কালী, দুর্গা, মহাদেব—এরা সব কিছুই না, তাঁ'দের মান্‌তে হ'বে না। ও মা! তাই কি পারি?

সুজনের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, অম্বুজার ডাকে ভাঙ্গিয়া গেল।

অম্বুজা ভয়কম্পিতস্বরে কহিলেন—হাঁ গা ভালোমন্দ কিছু হ'বে না ত?

সুজন বিরক্ত ভাবে কহিলেন—কিছু হ'বে না, শোও। মন্দ হ'বে ভাবলেই মন্দ, ভালো ভাবলেই ভালো। বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অম্বুজার মন তাহাতে প্রবোধ মানিল না।

ভাবিতে লাগিলেন—দয়াময়ী কালীর কি তাই ইচ্ছা? নইলে মা আমার সম্মুখে কেবল এই পথটিই ধরলেন কেন! হে মা কালী,

বল মা, হিন্দোল কি আমার সুখী হ'তে পারবে! আমার মন বল্‌ছে—পারবে না! মা'ই বলাচ্ছেন। কিন্তু উপায় কি! মেয়ে ত বিয়ের বয়স ছাড়িয়ে গেছে, তা না হয় গেছে—একজন যখন সেধে নিতে চা'চ্ছে, তখন কি করব! বল্ মা, তুই আমার মনের মধ্যে কথা বল্, আমি শুনতে পাব। শুধু যে বিয়ে তা নয়, মস্ত দায় থেকে আমরা উদ্ধার হ'ব। নইলে ওঁকে হয়ত বুড়ো বয়সে জেল খাটতে হ'বে। সেই বা সহ্য হ'বে কেমন ক'রে মা?

অম্বুজার চোখের জলে বুক ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি অশ্রুপূরিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—বল্ মা তুই যা বল্‌বি তাই করব আমি। কারু কথা শুন্‌ব না। তোর যদি তাই ইচ্ছে হয়,—হিন্দোল আইবুড় থাক্‌বে। থাক্—কার ভয়! সমাজ-পরিত্যক্তা বান্ধবহীনার আবার ভয় কাকে! গ্রামের লোক পেছনে নিন্দা করবে, করুক, সামনে ত কেউ বল্‌তে আস্‌বে না। আর এতদিন কি নিন্দা না করেছে—করলেই বা। এতদিন ত গেছে—আরও যাবে। তবে দেনা। সর্ব্বস্ব দেব, তারপর আজীবন আমরা তা'দের দাসত্ব করব—তা'তেও কি ঋণ পরিশোধ হ'বে না?

আবার ভাবিলেন—কিন্তু স্বামী। তিনি মুক্তির এই পথটির ভরসাতেই যে বসিয়া আছেন! তা হোক্, তা ব'লে দেব-দেবী, যাঁদের নিয়ে পৃথিবী চল্‌ছে—তাঁদেরই বা ছাড়তে বলি কেমন করে! কৈ মা কালি! বললি নে মা! এত অপরাধী তোর

চরণে আমি যে তুই এ অন্ধকারে একটু আলোও আমাকে দেখালিনি মা! আমি যে চিরদিন তোকে পূজা করেছি, বুকের রক্ত দিয়ে তোর অর্চ্চনা করেছি, একটি কথা বললি নে মা! দে মা, একটা পথ বলে দে, যা'তে সব দিক বজায় থাকে, আমার হিন্দোলেরও শুভ হয়।

কলিতে দেবতা মূক, প্রস্তরমূর্ত্তি—আকুল প্রার্থনায় কোন উত্তরই মিলিল না। দেবী স্বস্থানে গাঢ় নিদ্রামগ্ন। অভাগিনীর এ নিষ্ফল ক্রন্দন কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না।

যাহার শুভাশুভ আশঙ্কায় এই বিলাপ—সে তখন পাশের ঘরে গাঢ় নিদ্রার মধ্যে সুস্বপ্নে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

হায় কলি! ঘোর কলি! বিষম কলি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এ কে ?

সেদিন সকাল হইতেই পৃথ্বীরাজ মহা ব্যস্ত। সুধীশও কম· ব্যস্ত নহে। একটিন সিগারেট পুড়িয়া গিয়াছে, এই মাত্র সুধীশ আর একটি সবুজ রঙের টিন কাটিয়া ফেলিল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—সুধীশ, ভেতরে এতক্ষণ ধোঁয়ার পাহাড় জমে উঠেছে।

সুধীশ হাসিয়া বলিল—ভয় কি সম্রাট, পাহাড়ও ভাঙ্গে। বাবা, বামুনগুলো খেলে দেখেছ ত—ওদের ভেতরে তাহ'লে সন্দেশের হিমালয় গড়ে উঠেছে, বল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—চুপ চুপ। মামা শুনতে পেলে···

সুধীশ বলিল—সে চিন্তা কর না সম্রাট, তোমার মাতুল-রূপ পাহাড়টি মহম্মদের কাছে আস্‌ছেন না। তারপর সম্রাট, ভেতরের অবস্থা কি রকম দেখ্‌লে ?

পৃথ্বীরাজ বলিল—অনেকেই এসেছেন, এইবার খাওয়াবার ব্যবস্থা করে এসেছি। আমি কি কাউকে চিনি হে! এ বলে এসো বাবা, এসো। ও বলে কেমন আছ ভাই ? আবার এক বুড়ী·

ক৬

তাহাকে থামিতে দেখিয়া সুধীশ জিজ্ঞাসিল—প্রপোজ করল না কি ?

পৃথ্বীরাজ হাসিয়া বলিল—এক রকম তাই, তবে নিজে নয়। তার সঙ্গের একটি দশ বারো বছরের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছিল,—আমাকে দেখিয়ে—ওকে বিয়ে করবি রেণু? আমি ঠিক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুন্তে পেলুম, মেয়েটি উত্তর দিলে—করব দিদিমা! যেন করা শুধু তার ইচ্ছের 'পরেই নির্ভর করছিল, সুধীশ!

সুধীশ কৃত্রিম কোপসহকারে বলিল—চুপ, You silly rogue—আমার দারুণ উৎকট বিরহ জেগে উঠ্‌ছে।

এই সময়ে নায়েব মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রাহ্মণদের বিদেয়···

পৃথ্বীরাজ বলিল—মামাকে···

নায়েব মহাশয় কহিলেন—তিনি বল্লেন, আপনাকে···

পৃথ্বীরাজ এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই সুধীশকে বলিল—যাও ত ভাই সুধীশ। নায়েব ম'শাই, টাকার থলিটা কাছারি ঘরে আছে, এই সুধীশকে নিয়ে যান, ঐ হ'চ্ছে উপযুক্ত ব্যক্তি।

সুধীশ কহিল—টাকা-কড়ির হাঙ্গামে আমাকে কেন? তুমি ত জানই আমি ওর হিসেব···

পৃথ্বীরাজ তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল—দূর তোর হিসেব। যাও যাও।—অনিচ্ছাস্বত্বেও সুধীশকে যাইতে হইল।

সে সত্যই বলিয়াছিল, টাকা-কড়ির কাজে সে সুদক্ষ নহে। দেড়শতজন ব্রাহ্মণ বিদায় করিতেই হাজার টাকার তহবিলে দুই টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিয়া দুই শত পঞ্চাশ টাকা 'ক্যাসে সর্ট' হইয়া পড়িয়াছিল।

শুনিয়া পৃথ্বীরাজ বলিয়াছিল—নিশ্চয় তোড়াটায় কম ছিল।

কোষাধ্যক্ষ প্রতিবাদ করিতে তিরস্কৃত হইয়াছিল।

সুধীশ লজ্জিতভাবে বলিল—তাইত পৃথ্বী…

পৃথ্বীরাজ বলিল—তাইত কি আবার! যখন 'টোটাল ক্যাস' মেলান হ'বে, তখন ঠিক মিলে যাবে দেখ। তুমি বস সুধীশ, আমি একবার ভেতরটা দেখে আসি।

সুধীশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যাও।

পৃথ্বীরাজ যাইতে যাইতে বলিল—আহা, অত দুঃখ ক'র না, সুধীশ। চোখটা মুছে ফেল।

পৃথ্বীরাজ অন্তঃপুরে গেল। অনেক সুবেশধারিণী মহিলা হাস্য-কোলাহলে স্থানটি মুখর করিয়া রাখিয়াছিল, পৃথ্বীরাজ দূর হইতে দেখিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল। যাহার দর্শনাশায় বার বার সে ভিতর বাহির করিতেছে সেই দুইটী কমল-আঁখির কোন সন্ধান পাইল না।

হতাশভাবে ফিরিয়া আসিতেছে, মধ্যপথে নীরবে দাঁড়াইয়া হিন্দোল। সেখানে আর কেহই ছিল না, অন্দরের সে পথটায় বড়

লোক চলে না। পৃথ্বীরাজ হিন্দোলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এসেছ!

হ্যাঁ, কিন্তু এখনি যাব আমি। কেউ জানে না যে আমি এখানে এসেছি। কেবল…

কেবল কি হিন্দোল?

এখান থেকে সরে' চল—কেউ এসে পড়বে।

এস, এস—বলিয়া সে সোপান বাহিয়া নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল। দ্বারের উপর পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া বলিল—কবে তুমি এ ঘর অধিকার করবে এসে হিন্দোল?

হিন্দোল কি ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিল না! সেই কক্ষ যেন জীবন্ত হইয়া দুই হাতে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমি ছট্‌ফট্ করছিলুম। যত সময় যাচ্ছিল, আমার মন অস্থির হয়ে পড়ছিল। ভাবছিলুম, বুঝি তুমি আসতে পারলে না। তুমি আমাকে কি করেছ হিন্দোল?

হিন্দোল তাহার প্রসারিত হাতখানি তুলিয়া লইয়া বলিল—গুণ করেছি। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা গুণ করতে জানে।

পৃথ্বীরাজ বলিল—হিন্দোল, আমার হিন্দোল—

বলিতে বলিতে সে হিন্দোলের রক্তাভকোমল অধরে চুম্বন করিল। হিন্দোল বসন্ত-সমীরণ-কম্পিত লতাটির মত দুলিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে কে বলিয়া উঠিল—তবে ত আমি বড়ই অন্যায় করেছি, পৃথ্বী?

উভয়েই চমকিয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজ ফিরিয়া চাহিতেই প্রস্থানোদ্যত মাতুলকে দেখিতে পাইল।

একমুহূর্ত্ত পরে বলিয়া উঠিল—কিছু অন্যায় করেন নি, মামা। আমি এখনি যেতুম আপনার কাছে।

বল কি—বলিয়া হরিপ্রসাদ ভৃত্যবাহিত হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একখানা সোফায় বসিয়া পড়িয়া ভৃত্যকে বিদায় দিয়া বলিলেন—সুধীশ এসে বল্‌লে—ভিতরের মেয়েরা খেতে বসেছিল, হঠাৎ কা'কে দেখে গোলমাল করে উঠেছে। তোমাকে খুঁজেছিল, না পেয়ে আমার কাছে গেছ্‌ল। আমার কেমন সন্দেহ হ'ল—বুঝি বা পৃথ্বীর অসুখ বিসুখ হ'য়েছে, তা নইলে কি আর সে অনুপস্থিত থাকে? একবার খবর নেবে কি—কেন মেয়েরা গোল করে উঠ্‌লেন? কে এমন এল?

পৃথ্বীরাজ গমনোদ্যত হইলে হিন্দোল তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল—আমাকে ফেলে রেখে যেও না।

ব্যাধের ভয়ে সচকিতা হরিণীর মত সে হরিপ্রসাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল।

পৃথ্বীরাজ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই হরিপ্রসাদ কহিলেন—এ সময়ে তোমার ঘরে নির্জ্জনে এই সুন্দরী যুবতীটি কে পৃথ্বীরাজ, জান্‌তে পারি কি?

পৃথ্বীরাজ একবার মাত্র হিন্দোলের পানে চাহিয়া কি বলিতে গেল। হঠাৎ বলিতে পারিল না।

তাহার মাতুল বলিলেন—অবশ্য তোমার যদি কিছুমাত্র আপত্তি থাকে...তবে, একেবারে বাড়ীর ভিতর বলেই...

পৃথ্বীরাজ এই কুৎসিত ইঙ্গিতে সচকিত হইয়া উঠিল, তীব্রস্বরে বলিল—না মামা, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়।

তবে! এই সুন্দরী ষোড়শী যুবতী কে?

পৃথ্বীরাজ হিন্দোলের হাত ধরিয়া স্পষ্টস্বরে কহিল—মামা, ইনি আমার ভবিষ্য পত্নী, আপনার ভাগিনেয়-বধূ।

হরিপ্রসাদ আশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন—এ কে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়-চ্যুত

পৃথ্বীরাজ সাহসী যুবক। সে হিন্দোলকে একখানি কেদারায় বসাইয়া দিয়া মাতুলের সম্মুখীন হইয়া বলিল—আমাকে মাপ করুন মামা। অনেকদিন আগেই এঁর কথা আপনাকে বলা আমার উচিত ছিল, আমি কাপুরুষ, মনুষ্যত্বহীন পশু—আমার সাহস হয়নি। আমাকে মাপ করুন মামা। বলিতে বলিতে সে মাতুলের পদস্পর্শ করিতে উদ্যত হইল।

হরিপ্রসাদ বাধা দিয়া পরুষকণ্ঠে কহিলেন—এ কে?

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমাদের প্রতিবাসী সুজন মিত্রের···

হরিপ্রসাদ অতিকষ্টে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন—এই কুলটাকে কোন্ সাহসে আমার গৃহে এনেছিস্?

বেত্রাহত অশ্বের মত লাফাইয়া উঠিয়া পৃথ্বীরাজ বলিল—কি বল্ছেন আপনি!

ঠিক বল্ছি। বিশ্বাস না হয়, সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা কর।

মামা!

চুপ্। কেমন সুন্দরী? আমি কি মিথ্যা বল্ছি?

হিন্দোল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজ একবার তাহার দিকে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—এ অসহ্য! আপনি ভদ্রমহিলার অবমাননা করছেন।

হরিপ্রসাদ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—হ্যাঁ তা করছি, কিন্তু তুমি ঐ নীচ বালিকাকে আমার গৃহে এনে আমার যে অপমান করেছ তার তুলনায় এ কিছুই নয়।

পৃথ্বীরাজ ক্রোধারক্তমুখে বলিল—যাকে কোনদিন আপনি দেখেন নি, যার কোন কথা আপনি জানেন না, তার সম্বন্ধে সংযত হ'য়ে কথা বলা আপনার উচিৎ।

হরিপ্রসাদ হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন—হাঃ হাঃ, উচিৎ অনুচিৎ তোমার কাছে আমায় শিখ্‌তে হ'বে মূর্খ!

আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

তা হ'বে বৈ কি! যেহেতু তোমার সুখপ্রেমালাপে বাধা দিয়েছি।

মামা!

চেঁচিও না। যা বল্‌ছি শোন, এই মুহূর্ত্তে এই রূপসীকে স্বস্থানে পাঠিয়ে দাও, যদি নিজের মঙ্গল চাও।

আমি ত আপনাকে বলেছি মামা যে এ আমার ভবিষ্যৎ পত্নী! ভবিষ্যৎ তাই বা কেন—এই আমার স্ত্রী। একমাত্র ভালবাসা।

হাঃ হাঃ—বেশ চমৎকার কথা শিখেছ ত? সাহেব মাষ্টার

রেখেছিলুম, একি তারই শিক্ষা! উত্তম শিক্ষা পেয়েছ—অতি উত্তম! নইলে যাদের নিপাত করাই হ'ল আমাদের কাজ, তা'দের মেয়েই তোমার একমাত্র ভালবাসা।

আপনাদের ঝগড়ার জন্যে আমরা কেন দায়ী হ'তে যাব? তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি!

হ্যাঁ—তা' দায়ী হ'তে যাবে কেন? আমার সুখৈশ্বর্য্যের দায়ী হ'বে তুমি, আর···

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমার অন্যায় হ'য়েছে। আমি বল্‌ছি যে, এই বালিকা, এই সংসারানভিজ্ঞা কুমারী আপনার রোষের কারণ হ'তে পারে না। এ আপনার কাছে কি অপরাধ করেছে?

হরিপ্রসাদ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—কি অপরাধ করেছে? কি করেনি, তাই বল! আমার এই খঞ্জ পদ, এই স্থবিরতা, এই হতাশময় গভীর দুঃখের জীবন, এসব কাদের হ'তে!

এক মিনিট পরে পুনরায় কহিলেন—পৃথ্বীরাজ, শত্রুজ্ঞানে এখনি এ ষোড়শীর সান্নিধ্য ত্যাগ কর।

অসম্ভব।

অসম্ভব?

নিশ্চয়।

পারবে না ত্যাগ করতে?

না।

বুঝে দেখ।

মামা, ঈশ্বর সাক্ষী করে একে গ্রহণ করতে আমি শপথ করেছি—একে আমি ত্যাগ করতে পারি না।

তুমি না পার আমাকেই করতে হ'বে।

পৃথ্বীরাজ এ কথার অর্থ ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। ব্যাকুল-নেত্রে মাতুলের পানে চাহিতেই তিনি বলিলেন—তুমি যখন এত কৃতসঙ্কল্প, একে বিবাহ যখন করতেই হ'বে···

পৃথ্বীরাজ ঘাড় নাড়িল।

মাতুল বলিলেন—হ্যাঁ, তাই বল্‌ছি, তখন আমারও সঙ্কল্প ত বলতে হল পৃথ্বী, যে একে কোনমতেই আমি আমার বধূ বলে গ্রহণ করতে পারব না।

মামা!—

চুপ্, আমার কথা শেষ হয়নি। একে বিবাহ করতে তোমার যেমন স্বাধীন অধিকার আছে তুমি ভাবছ, তোমাকে উত্তরাধিকার না রাখাতেও আমার স্বাধীন অধিকার আছে—এটা বোধ করি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হ'বে না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—না। তা'তে আমি দুঃখিত হ'ব না। আমি সুস্থকায়, সবল, এত বড় পৃথিবীতে আমাদের দু'টি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হ'বে না। আমি খোঁড়া পঙ্গু নই···

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে থামিয়া গেল। হরিপ্রসাদের চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল।

পৃথ্বীরাজ অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে কহিল—না, না—আমি সে কথা বলিনি। আমি বলতে চাই, আমি খেটে খেতে পারব।

হরিপ্রসাদ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন—খেটে খেতে পারবে! বলতে পার কি এমন বিদ্যা শিখেছ—যা'তে করে খেটে তুমি তোমার প্রণয়িনীর ভরণ পোষণ করবে? কে তোমার জন্য ডেপুটিগিরি নিয়ে বসে আছে বাপু?

পৃথ্বীরাজ বলিল—ডেপুটিগিরি ছাড়া অনেক কাজ আছে। নিজের জীবিকার জন্য কুলি খাটতে আপত্তি নেই।

তা'ও না হয় স্বীকার—যে কুলি খাটবে। পারবে কি-না সে তুমিই বলতে পার; আর তোমার প্রণয়িনী বলতে পারেন। সে আমার দেখবার দরকার নেই, কথাটা এই হ'চ্ছে যে সুজন বাবু—এই যুবতীর পিতা কি তোমাকে কন্যাদানে সম্মত হ'বেন, জান কি?

না হ'বার কারণ ত নেই।

এতদিন ছিল না, এখন হ'য়েছে। এতদিন তুমি বোধ করি বড় রাজা রাজড়ার ঘরের কন্যার পাণিপ্রার্থনাও করলে পেতে, এখন আর তা পাবে না। আমি তোমাকে ত্যাগ করেছি শুনলে—সুজন মিত্র যে সম্মত হ'বে না, এ আমি শপথ করতে পারি।

এতক্ষণ হিন্দোল চুপ করিয়া বসিয়াছিল, কোনদিকে চাহে

নাই, এই কথা শুনিয়া সে মাথা উঁচু করিয়া বলিয়া উঠিল—আমার বাবা এত নীচ নহেন। আপনি তাঁকে চেনেন না।

হরিপ্রসাদ বলিলেন—না, সে সৌভাগ্য আমার কোনদিন হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু এ আমি নিশ্চিত জানি যে—আমার আশ্রয়-চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথ্বীরাজ আপনার বাবার প্রীতি হারিয়েছে।

তিনি পৃথ্বীরাজের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তিনি এ প্রণয়-লীলা অবগত আছেন?

পৃথ্বী াজ অবনত মস্তকে কহিল—না।

হরিপ্রসাদ বলিলেন—বা! বা! যা ভেবেছি তাই! চমৎকার।

ইহা যে কতদূর অন্যায় হইয়াছে, নিজের মনেই পৃথ্বীরাজ জানিত, তাই সে নতনেত্রে চুপ করিয়া রহিল।

হরিপ্রসাদ কহিলেন—কল্পনায় যে ছবিটি তুমি এঁকে তুলে পৃথ্বী, শুনতে ভারি মিষ্টি আর উৎসাহজনক বোধ হ'ল—আসলে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। তুমি চিরদিন ঐশ্বর্য্যের কোলে বর্দ্ধিত, অভাবের এতটুকু স্বাদ কখনো পেতে হয় নি, চাইবার আগে তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হয়েছে, তুমি ভাবছ, না হয় খেটে খেতে একটু কষ্ট হবে। কিন্তু কি রকম হ'বে জান কি? এক বেশী লেখাপড়া শিখ্‌তে বুঝতুম, ভালো কাজ হ'ত—তা যখন নেই, তখন! কুড়ি টাকা মাইনেয় কোন আফিসে কেরাণী হ'বে, উঠ্‌তে জুতো, বস্‌তে লাথি; কলকাতা সহরে একখানা

খোলার ঘরে ঐ রূপবতী স্ত্রী নিয়ে কুড়ি টাকায়—না হয় ত্রিশই হ'ল, খাবে কি পরবে কি? যাকে স্ত্রী বলে এত আস্ফালন করে গ্রহণ করছ, সে তখন একখানি ছিন্নমলিন নেকড়া পরে রাঁধুনীবৃত্তি খুঁজে বেড়াবে! তোমাদের দু জনের পক্ষেই এ খুব সুখের অবস্থা হ'বে বলে বোধ হ'চ্ছে না ত!

হরিপ্রসাদ একটু থামিয়া পুনরায় বলিল---তার চেয়ে আমি বলি কি, এ খেয়াল ছেড়ে দাও। সুজনের কন্যা, আমি যতদূর জানি, সে যদি অনূঢ়াই থাকে, কিছুমাত্র ক্ষতি নেই; পাত্র জোটে ভালো কথা, আর তুমিও, বাঙ্গলাদেশে সুন্দরী কন্যার অভাব আছে কি?

হিন্দোল করুণনেত্রে পৃথ্বীরাজের পানে চাহিতেই পৃথ্বীরাজ বলিয়া উঠিল---আমাদের পথ আমরা বেছে নিয়েছি। আপনি আর কষ্ট করবেন না।

কষ্ট! কিছু না। টাউন হ'লে বক্তৃতা।—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ ভৃত্যকে ডাকিয়া দিল।

হরিপ্রসাদ বিস্মিতভাবে কহিলেন—ধন্যবাদ।

বাস্তবিক, পৃথ্বীরাজের এই ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, পুনরায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—পৃথ্বীরাজ! দুনিয়ায় মেয়ের অভাব নেই, যত রূপ, যত যৌবন চাও সব পাবে, এত—

বাধা দিয়া পৃথ্বীরাজ কহিল—সকলেই অর্থলোলুপ পিশাচ নয়।

না, তা নয়, অনেক কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধুও আছেন। হে সাধু-পুরুষ! এই গৃহত্যাগ করতে আপনার বিলম্ব নাই, আশা করি।

ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হরিপ্রসাদ তাহাকে বলিলেন—বাবু এখনি যাবেন। তার জিনিষ পত্র যা আজ তিনি নিয়ে যেতে পারবেন, নিয়ে যাবেন, বাকী পরে পাঠিয়ে দিস্ বুঝলি?

ভৃত্য জানাইল—সে বুঝিয়াছে।

তা হ'লে আমি আসতে পারি?—বলিয়া ভৃত্যবাহিত হইয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

যতক্ষণ তাঁহার পদশব্দ শুনা যাইতেছিল, হিন্দোল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল, তাহার পর দীননয়নে পৃথ্বীরাজের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ।

পৃথ্বীরাজ বলিল—না হিন্দোল! জীবনে এত সুখ আর কোনদিন আমি পাই নি। আমার পায়ে কে যেন সোনার শেকল পরিয়ে রেখেছিল, হিন্দোল, তুমি সে শেকল কেটে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছ।

কিন্তু—

আর কিন্তু নেই। আমি এখন স্বাধীন—আমি খাটব, খেটে

উপার্জ্জন করে, তোমাকে সুখে রাখব। হিন্দোল, তুমি কি সে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

সে পৃথ্বীরাজের বুকের উপর মাথা রাখিল। বুঝি এই অসীম নির্ভরতা সে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিত না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুধীশের বৈরাগ্য

হরিপ্রসাদ ঘরে আসিয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। বাহিরে তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত দেখা যাইতেছিল, আগুন ভিতরে জ্বলিয়াছিল। তুষানলের মত ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল।

পৃথ্বীরাজ বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয়টিতে আসন বিস্তার করিয়াছিল। বৃদ্ধের বন্ধ্য হৃদয়ের চিররুদ্ধ স্নেহ পৃথ্বীরাজকে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সেই জন্যই আগুন বেশী করিয়াই জ্বলিয়াছিল। মানুষের স্বভাব—পুত্রের দুর্ব্যবহারে জননীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনঃপীড়া হইয়া থাকে। হরিপ্রসাদেরও তাহাই হইয়াছিল। সুজন মিত্রের কন্যা শুনিয়াই তাঁহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল, তদুপরি পৃথ্বীরাজের অবাধ্যতা সে অগ্নিতে ইন্ধনের কার্য্য করিয়াছে।

হরিপ্রসাদ বেশ জানিতেন—পৃথ্বীরাজ কোন লোভেই সংকল্পচ্যুত হইবে না। সে ত তাঁহারই ভাগিনেয়। তাহার পিতাও কম ছিলেন না। কি একটা কারণে হরিপ্রসাদের সহিত বনিবনাও হয় নাই; তদবধি হরিপ্রসাদের ভগ্নী পিত্রালয়ে পদার্পণ করিতে পান নাই; জীবনের শেষ দশায় তাঁহাদের নাকি

অত্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, কিন্তু হরিপ্রসাদের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কাজেই পৃথ্বীরাজ যে টলিবে না এ নিশ্চিত ধারণা তাঁহার চেয়ে আর কাহার বিদিত!

কিন্তু হরিপ্রসাদও যেমন তেমন নহেন। তিনিও যাহা না বলিয়াছেন, স্বয়ং বিধাতাপুরুষের আদেশেও হাঁ হইবে না। যে রমণীকে তিনি কুলটা ব্যভিচারিণী সম্বোধন করিয়াছেন, সেই তাঁহার পবিত্র অন্তঃপুরচারিকা হইবে? কথনই না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতে লাগিল—তাঁহার কর্ম্মময়, উৎসাহপূর্ণ জীবনকে এমন নিরুৎসাহ, অকর্ম্মণ্য করিয়াছে কে? সে ত উহারাই! ঐ সুজনই ত! যাক্ সে চিন্তা করিতেও তাঁহার ঘৃণা হয়।

তাহার পর ভাবিতে লাগিলেন—পৃথ্বীরাজ ত আজই যাইবে, যা কিছু তাহার আছে সব লইয়া যাইবে। তারপর তারপর—এই বিষয় সম্পত্তি! হঠাৎ সুধীশের মূর্ত্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠিল—মন্দ কি? না—সে লোকটাকে পছন্দ হয় না। না হইয়াই বা উপায় কি? তাহাকে ত তিনি যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন, সে ত অগ্রাহ্য করিল। শুধু তাই কি? যাহা কোন দিন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহাকে খোঁড়া পঙ্গু বলিয়া ব্যঙ্গ করিল। আবার তাহাকে! সে খুব প্রতিদান দিয়াছে। তাঁহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান দিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—সুধীশ বাবু।

ভৃত্য চলিয়া গেল। হরিপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন—কি গ্রহ! আজই গ্রহণ, আজই বিসর্জ্জন!

সম্মুখে দেয়ালে পৃথ্বীরাজের একখানি ক্ষুদ্র আলোকচিত্র লম্বিত ছিল, সে খানির পানে চাহিতেই সেই অসমসাহসিক বালকের প্রত্যেক কার্য্যটি উজ্জ্বল হইয়া মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

সুধীশ বাহির হইতে বলিল—আমাকে ডাক্‌ছেন?

হ্যাঁ ভিতরে এস। বস! কাজ মিটেছে?

সুধীশ সবিনয়ে কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই মাত্র।

বস। তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। তুমি না এটর্ণীর বাড়ী চাকরী করতে?

করেছিলাম বৈ কি? কর্ম্মভোগের কথা বলেন কেন?

হরিপ্রসাদ বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—তুমি বড় বেশী কথা কও বাপু।

সুধীশ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমার একটা দোষ।

হরিপ্রসাদ ভাবিলেন—পৃথ্বীরাজ আর এ! সিংহ ও শৃগাল। থাক—সে। বলিলেন— উইল তৈরী করতে জান?

সুধীশ বলিল—তা আর জানি নে। সেন-মিত্রের আফিসই ছিল উইলের আফিস্।

হরিপ্রসাদ বলিলেন—এই চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খোল।

সিন্দুক খোলা হইলে বলিলেন—ড্রয়ারটা টেনে একখানা

কাগজ দেখ্‌তে পাচ্ছ—নিয়ে এস, আর ঐ উপরের ড্রয়ারে ঐ রকম সাদা কাগজ আছে, একখানা নিয়ে এস।

দোয়াত কলম দেখাইয়া দিয়া কহিলেন—লেখ।

* * * * *

চৌদ্দআনা অংশ দাতব্য খাতে ব্যয়িত হইবে, বক্রী দুই আনা আমার পুত্রস্থানীয় শ্রীমান্ সুধীশচন্দ্র বসু প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই আমার শেষ উইল।”

হ'য়েছে, আজকের তারিখ বসিয়ে দাও।

সুধীশ হাত তুলিয়া লইল, বলিল—একি মশায়, পৃথ্বীরাজ···

হরিপ্রসাদ বলিলেন—সম্পত্তি আমার, তোমার নয়।

সুধীশ বলিল—নিঃসন্দেহে। তবে পৃথ্বীরাজ···

আবার পৃথ্বীরাজ! ফের যদি ও নাম করবে, তোমার অংশেও তারি মত মস্ত এক রসগোল্লার ব্যবস্থা হ'বে।

সুধীশ বলিল—সে ম'শায়, স্কুল থেকে আমার অভ্যাস আছে। তা'তে আমার অরুচি নেই, তবে কথাটা হ'চ্ছে যে সে বেচারার অপরাধ কি হ'ল?

হরিপ্রসাদ বলিলেন—অপরাধ তাঁর নয়, অপরাধ আমার। অপরাধ এই যে, তাঁকে আমি প্রাণের মত ভালো বাসতুম······

সেই জন্যই ত আশ্চর্য্য হ'চ্ছি ম'শায় যে·····

আশ্চর্য্য হ'বার কোন কারণ নেই। তুমি হ'লেও তাই

করতে। যাক্ তোমার বন্ধু আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, আমিও তাকে ত্যাগ করেছি।

আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেছে? তাইত সম্রাট, তুমি এমন কাজটা করলে। তা দেখুন, সে এখনি ফিরে আসবে······

এলে দরওয়ান তাকে গলাধাক্কা দেবে। এবাড়ীতে তার স্থান নেই।

সুধীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—ম'শায় এ উইল ফুইলে আমি নেই। আমি একলা মানুষ, আমার টাকার এত লোভ নেই যে তারি জন্যে আমি এমন একটা সর্ব্বনেশে কাজ করব।

হরিপ্রসাদ বলিলেন—তুমি না করলেও লোকের অভাব হ'বে না। যাক্ তুমি অস্বীকৃত। কৈ হ্যায়?

সুধীশ বলিলেন—আপনি রাগের মাথায় একটা কাজ করছেন, আবার আপনাকে মত বদলাতেই হ'বে, না হ'য়ে যায় না। তা হাঁা, তারিখটা আজ হল······

হরিপ্রসাদ বলিলেন—হ'য়েছে? এই মোধো, নায়েব বাবু আর খাজাঞ্চী বাবুকে ডাক শীঘ্র।

তাঁহারা আসিলে, নবরচিত উইলে স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষীদ্বয়ও সহি করিলেন।

সুধীশ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিল। সহি তিনটি দেখিতে দেখিতে তাহার মাথার ভিতরে মস্তিষ্ক চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

হরিপ্রসাদ কহিলেন—সুধীশ, সিন্দুকে এটা তুলে রাখ।

সুধীশ সিন্দুকে তুলিয়া দুই তিনবার চাবিটা কলে ফিরাইয়া আসিয়া চাবির তাড়াটি হরিপ্রসাদের হাতে দিয়া বলিল—আমাকে কিন্তু নিমিত্তের ভাগী করলেন আপনি। পৃথ্বীরাজ যদি জান্তে পারে যে আমিই উইলে লিখেছি—আমার 'পরে যে সন্তুষ্ট হ'বে সে ত' বোধ হ'চ্ছে না। আর আমি গরীব মানুষ, গরিবই থাকতাম, এত টাকা আমি করবই বা কি?

হরিপ্রসাদকে নিরুত্তর দেখিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বান

পৃথ্বীরাজ হিন্দোলের হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিল—হিন্দোল! এই আমাদের প্রকৃত ভাগ্যপরীক্ষা।

হিন্দোল নিঃশব্দে একটি দ্বার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে এ অঞ্চলে রাজোচিত সম্মানে ভূষিত ছিল, সেই পৃথ্বীরাজ সুজন মিত্রের ভগ্নপ্রায় গৃহের সম্মুখে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এত বড় আন্দোলন কোন দিনই তাহাকে দোলা দেয় নাই। সে পুরুষোচিত বলে তাহাকে দমন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এইস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সে ত ধন মান ঐশর্য্য সব পদদলিত করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন!

সুজন মিত্র দূর হইতে কহিলেন—কে আমাকে খুঁজছেন? উঠে আসুন।

হিন্দোল কোন কথাই বলিতে পারে নাই, কেবল অতিথির আগমন-সংবাদ দিয়াছিল।

পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকিতেই সুজন মিত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পুনরায় দেখিলেন।

তাইত!

সমস্যা যে ক্রমশঃই জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহা একবার মাত্র কন্যার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের পানে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ নমস্কার করিয়া বলিল—আপনি আমাকে চিন্তে পারছেন না। আমি······

সুজন বলিলেন—চিন্‌তে যে একেবারেই পারছি নে তা বলি কেমন করে। চিনতে পারছি বলেই আশ্চর্য্য হ'চ্ছি।

পৃথ্বীরাজ বলিল—হিন্দোল কি কিছুই বলে নি আপনাকে?

সুজন অধিকতর বিস্মিত হইলেন—হিন্দোল! হিন্দোল কি বল্‌বে! আমি ত বুঝতে পারছি নে, আপনার আসার সঙ্গে হিন্দোলের কি সম্বন্ধ থাকৃতে পারে।

পৃথ্বীরাজ নতজানু হইয়া বলিল—ম'শায়—এ আমার অপরাধ। শতবার আমার অপরাধ। আমাকে মাপ করুন।

সুজন মিত্র নীরবে এই দীর্ঘ বলিষ্ঠ-দেহ যুবককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ বলিল—ম'শায়, হিন্দোল—

তা'কে তুমি চেন?

চিনি। শুধু চিনি কেন? এইমাত্র তা'কে আমি জীবনের সঙ্গী করিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছি।

সুজন মিত্র লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—হরি বোসের ভাগ্নে তুমি! হাঃ হাঃ।

পৃথ্বীরাজ কাতরভাবে বলিল—সে সম্পর্ক অস্বীকার ক'রব কেন? কিন্তু ম'শায়, আপনি ভেবে দেখুন, আপনাদের বংশগত বিসম্বাদের কোন অস্তিত্বই আমি জানি না। আমাকে আপনি অন্য একজন সাধারণের মত ভাবুন। যে এতদিন এই গ্রামে বাস ক'রেছে, যে কখনো কারুর অপকার করে নি, যে সাধ্যমত এই গ্রামের ও তার অধিবাসীদের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছে, সম্ভবতঃ যার বিরুদ্ধে কোন কথাই আপনি শুনেন নাই বা শুনবেন না—সেই এসে দীনভাবে আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করছে—বলিতে বলিতে সে সুজনের চরণস্পর্শ করিল।

সুজন সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমি জানি পৃথ্বীরাজ! পরম শত্রুতেও তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু তুমি হরি বোসের ভাগ্নে……

পৃথ্বীরাজ বলিল—কিন্তু আমি কোন অন্যায় করি নি।

না, তা কর নি। কিন্তু তুমি জান না, আমাদের কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়েছে তোমার মামা! মানুষে এত পারে না। তুমি জান না, আমার এই একমাত্র কন্যা, তা'কে আমি সময়ে বিবাহিত করতে পারিনি—সেও কেবল ঐ হরি বোসের দয়াতেই!

তুমি অন্যায় করনি—কিন্তু তোমার মামা, তোমার পালক-পিতার কীর্ত্তি শুনবে? শুনলে তোমার মনুষ্যত্ব শিউরে উঠবে, ঘৃণায় তুমি মুখ তুলতে পারবে না। নরাধম আমাদের কুলে এমন কালী দিয়েছে যে পৃথিবীতে মুখ তুলে চলবার পথ রাখেনি।

পৃথ্বীরাজ নীরব।

সুজন বলিলেন—সে কথা শুনলে পুকুরের পচা পাকও গরম হ'য়ে ওঠে। তারই অত্যাচারে আমি হীনবস্থ, লাঞ্ছিত, সমাজ-পরিত্যক্ত।

পৃথ্বীরাজ বলিল—সব সত্য হ'তে পারে, কিন্তু আমি······

সুজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—না, তুমি তখন হয় ত জন্মাও নি। তুমি নিষ্পাপ। কিন্তু এ যে আমি ভাবতে পারছি না, পৃথ্বীরাজ যে আমার মেয়ে সেই পাষণ্ডের ঘরের বধূ হ'য়ে সেই পাষণ্ডের সামনেই দাঁড়াবে!

পৃথ্বীরাব বলিল—সে সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য হ'তে হিন্দোল বঞ্চিত হ'য়েছে, ম'শায়। আমার মামা আমাকে ত্যাগ করেছেন।

এই কারণে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুজন বসিয়া পড়িলেন।

পৃথ্বীরাজ বলিতে লাগিল—তাঁর সঙ্গে একমাত্র নামের সম্পর্ক ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার কোন সম্পর্কই নেই।

সুজন জিজ্ঞাসিলেন—তুমি তাঁকে বলেছ?

পৃথ্বীরাজ নতমস্তকে কহিল—আমাদের দু'জনকে তিনি একসঙ্গে দেখেছিলেন।

সুজন লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—তোমাদের দু'জনকে···

পৃথ্বীরাজ কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—সেও আমারই দোষ। আমিই হিন্দোলকে জেদ করেছিলুম আমাদের বাড়ী যেতে। সে রাজী হয় নি, কিন্তু······

সুজন এক মিনিট পরে বলিয়া উঠিলেন—বুঝেছি।

সমস্ত শুনে তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন।

তবু তুমি হিন্দোলকে চাও?

চাই। ঐশ্বর্য্য হারিয়েছি ব'লে তা'কে চাইব না? সকলের ঐশ্বর্য্য থাকে না। আমার নিজের কোনদিন ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু আমি আছি, আমার সুস্থ দেহ আছে, মনে বল আছে—আমি পরিশ্রম ক'রে ধন উপার্জ্জন করে হিন্দোলকে সুখী করব।

হুঁ—সুখী করবে! তাইত!

আপনি আমার আত্মনির্ভরতায় অবিশ্বাস করছেন?

না, না—তা করি নি। তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি। যে উচ্চমনের পরিচয় বহুদিন ধরে বহু লোকের কাছে পেয়ে এসেছি—তাকে অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই।—একটু থামিয়া পুনরায় গাঢ়স্বরে কহিলেন—হিন্দোল কি বলে?

অম্বুজা বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, বুঝি কাঁদিতেছিলেন, ভিতরে

আসিয়া গদগদকণ্ঠে কহিলেন—ওগো, অমত কর না—আমাদের অদৃষ্টে যা থাকে হোক, মেয়েকে সুখী কর। সে আছাড় বিছেড় ক'রে কাঁদছে।—বলিয়া তিনি সম্মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন—পৃথ্বীরাজের উন্নত দেহ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অম্বুজার মাতৃহৃদয় অপরিচিত যুবকের অসামান্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার মনের ভেতর যে মন—মুক্তকণ্ঠে কন্যার আত্মদানের প্রশংসা করিয়া উঠিল।

পৃথ্বীরাজ বলিয়া উঠিল—মা, আমার কিছু নেই, কেউ নেই। ধন বল, মান বল, ঐশ্বর্য্য বল—সব গেছে। সে সব নিয়ে আমি দাবী করতে আসি নি। আমি তোমাদের কাছে ভিক্ষা করতে এসেছি। তুমি মা, সন্তান তোমার কাছে ভিক্ষা করতে এসেছে। এ ভিক্ষায় আমার কিছুমাত্র অপৌরুষ নেই, স্বয়ং জগৎপিতা মহাদেব ভিক্ষুক।

অম্বুজার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমি ধনবান নই, তবু আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি, হিন্দোলকে কোনদিন আমি অসুখী করব না। আমার শরীরে সামর্থ্য আছে, মনে তেজ আছে—এত বড় পৃথিবীতে আমরা সুখে থাক্‌তে পারব। বল মা, আমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাক্‌বে না।

অম্বুজা স্বামীর পানে চাহিলেন—সুজনের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না,

সুজন বাষ্পপূর্ণ স্বরে কহিলেন—পৃথ্বীরাজ! তুমি অর্থহীন, নিঃসম্বল হ'লেও—বাঙ্গালীর মেয়ের কাম্য পতি হ'বার যোগ্য। হিন্দোল যে অসুখী হ'বে না—তা আমিও বুঝতে পারছি। তোমার হাতে পড়া তার শুধু সৌভাগ্য নয়, তার পক্ষে আশাতীত।

পৃথ্বীরাজ বসিয়া পড়িল। মনের আবেগে, জয়োৎফুল্লকণ্ঠে বলিল—আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন।

সুজন বলিলেন—ঠিক বলেছ গিন্নী। আমাদের যা হ'বার হয়, হো'ক। হিন্দোল সুখী হ'তে পারবে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ঠিক্—কিন্তু, কিন্তু—তিনি সে কথা ভাবিতেও যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমি আপনাদের আত্মীয়। আমার কাছে কোন কথা গোপন করবেন না।

সুজন বলিলেন—সত্য বলেছ। গোপনতার সম্বন্ধ আমাদের নয়। পৃথ্বীরাজ, তুমি জান না বোধ হয়, অমিতার সঙ্গে হিন্দোলের বিবাহ আমি স্থির করেছিলুম।

জানি।

কিন্তু কেন—তা জান না বোধ হয়। অমিতার বাবা আমার মহাজন। তাঁর কাছে আমার চুলটি অবধি বাঁধা। সে দেনার কল্পনা করতেও আমি পারি না। প্রায় বিশ হাজার টাকা, আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করলেও সে দেনা শোধ হয় না। তাই বাধ্য হ'য়ে, মেয়ে বিক্রী করছি জেনেও এ কাজে আমাকে বাধ্য হ'তে হ'য়ে-

ছিল। নইলে উপায় ছিল না, ঘর-দোর বিক্রী ত হ'তই, তার পর এই বুড় বয়সে জেল খাটতেও হ'ত। যাক্—সে কথা ভেবে আর কি হ'বে। অদৃষ্টে বিধাতা যা লিখেছেন, তা ত খণ্ডাবে না, মিছে ভাবা।

সহসা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পা পড়িলে লোকে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, এই কথা শুনিয়া পৃথ্বীরাজ সেইরূপ চমকিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—এ কথা ত আমি জানতুম না।

সুজন বলিলেন—অমিতা আর তার বাবা ছাড়া অন্য কেউই জানে না। যাক্‌গে, সে কথা ভেবে আর কি করব।

পৃথ্বীরাজ বলিল—তবে ত হিন্দোল-প্রাপ্তি আমার দুরাশা।

না, না—সে সুখী হ'বে—কি বল গিন্নী! একটিমাত্র মেয়ে, চিরদিন দুঃখই পেয়েছে—তবু একদিনের জন্য তার মুখে হাসি দেখ্‌তে পাব। তা হ'লেই হ'ল, তার পর জেলে যেতে আমার দুঃখ হ'বে না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—কিন্তু আমি ত পারব না। কোনমতেই পারব না। মা, আমি চল্লুম। বিধাতা আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাধা দিচ্ছেন। আমি চল্লুম—হিন্দোলকে বলবেন, অযোগ্য আমি, সে মুক্ত—বলিয়া সে উদ্‌ভ্রান্তভাবে কক্ষত্যাগ করিয়া গেল।

অম্বুজা কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন—ফেরাও, ওগো বাছাকে ডাক।

সুজন ডাকিলেন—পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ!

এক প্রতিধ্বনি ছাড়া পল্লীর গাঢ় নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে কাহারো সাড়া পাওয়া গেল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈরাগ্য যোগ

রাত্রি বারটা বাজিয়াছে। জমিদার হরিপ্রসাদ বসু সেই কক্ষখানিতে স্তিমিত দীপালোকে অর্দ্ধশায়িতভাবে বিছানায় পড়িয়া আছেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ভৃত্য নিয়মিত আহার্য্য লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। পুরোহিত লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

হরিপ্রসাদের মন বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত লাফালাফি করিয়া উঠিতেছে। পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ! বেলাপাতে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত ঐ নামই ধ্বনিত হইতেছে। এত ভালবাসিতেন তিনি পৃথ্বীরাজকে! সে কথা ত নিজেই জানিতেন না। বুঝি সে হৃদয়ের অতি সন্নিকটে বাস করিতেছিল বলিয়া এতদিন তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আজ দূরত্ব কল্পনা করিয়াই মনের মধ্যে ভূকম্প আরম্ভ হইয়াছে।

ভাবিতেছিলেন—সে কি চলিয়া গিয়াছে? জন্মের মত! আর আসিবে না! সেই উন্নত দেহ, সদা প্রফুল্ল, স্নেহানত তরুণ যুবককে আর কেহ দেখিতে পাইবে না? কোথায় যাইবে? কে জানে! কি করিবে? কি জানি! বড় কষ্ট পাইবে?

তা পাইবে বৈকি! আমার উত্তরাধিকারী, আমার ভাগিনেয়—আহা! দেশময়, জেলাময় পৃথ্বীরাজের সুনাম। ছোঁড়া যাদু জানিত।

হরিপ্রসাদ লাফাইয়া উঠিলেন!

মামা!

পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ ভিতরে আসিয়া বলিল—আমি চল্লুম, মামা।

হরিপ্রসাদের চিত্ত বিমুখ হইয়া উঠিল, কর্কশস্বরে বলিলেন—সেই ছুঁড়ীটাই তোমার বড় হ'ল তবে?

পৃথ্বীরাজ করুণস্বরে কহিল—না মামা, আমার কঠিন স্পর্শে তাকেও আমি হারিয়েছি। সে সঙ্কল্প আমি ত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়েছি।

বেশ, বেশ। শুনে সুখী হ'লুম। মেয়ের অভাব কি! সুন্দরগঞ্জের রাজা বাহাদুরের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ত এসেই রয়েছে।

কিন্তু আমি হিন্দোলকে ত্যাগ করিনি—তারই জন্য আমি যাচ্ছি।

কি রকম?

তার পিতার কিছু ঋণ আছে, পরিশোধ করে হিন্দোলকে আমি বিবাহ করব।

হরিপ্রসাদ শয্যায় শুইয়া পড়িয়া কহিলেন—দূর হও, আমার সামনে থেকে।

পৃথ্বীরাজ কোন কথা কহিল না, নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

তাহার প্রতি স্নেহের বশে যে কোমলতাটুকু হরিপ্রসাদের অন্তরমধ্যে জাগিয়াছিল, তাহার পদশব্দের সঙ্গেই নিস্তেজ হইয়া গেল। হরিপ্রসাদ আপনার মনে কহিলেন—কৃতঘ্ন!

ঠিক এই সময়ে আস্তে আস্তে সুধীশ কক্ষে প্রবেশ করিল। হরিপ্রসাদ অন্যদিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিলেন, জানিতে পারিলেন না। সুধীশ নিঃশব্দে সিন্দুকটি খুলিয়া একখানি কাগজ গাত্রাবরণের মধ্যে রাখিয়া অন্য একখানি তন্মধ্যে ফেলিয়া সিন্দুক বন্ধ করিয়া দিল। খট্ করিয়া শব্দ হইতেই হরিপ্রসাদ ফিরিয়া দেখিলেন।

সুধীশ বলিল—আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম, ভেবেছিলুম—আপনি ঘুমোচ্ছেন।

হরিপ্রসাদ তীব্রস্বরে কহিলেন—কেন?

সুধীশ বলিল—না এমন কিছু নাই। আমি জান্তে এসেছিলাম, আপনার পূর্ব্বমত বদলেছে কি-না।

হরিপ্রসাদ কহিলেন—হ্যাঁ একটু বদলেছে। বের কর ত উইলখানা। এই নাও চাবি।

সুধীশ চাবি খুলিবার ভাণ করিল। সিন্দুক পূর্ব্বাবধি খোলাই ছিল। উইলখানি বাহির করিতেই হরিপ্রসাদ বলিলেন—দেখি।

তাঁহার হাতে উইল দিয়া সুধীশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল,—বলিল—বড় ঠাণ্ডা। কোথায় যে গেল পৃথ্বী এই ঠাণ্ডায়!

হরিপ্রসাদ চীৎকার করিয়া বলিল—রাসকেল্!

সুধীশ শয্যার নিকটে আসিয়া বলিল—কি বল্ছেন?

শয়তান! কিছু জান না! এ তোমার কাজ।

কি ম'শায় কি বলছেন—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে।

তা পারবে কেন? শয়তান! এই উইল আমি করিয়েছি। তোমার চৌদ্দ আনা, দাতব্য দুই আনা। যাস্ নে শয়তান, তোকে পুলিসে দেব।

যাই নি—দরজাটা বন্ধ করছি।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আপনি করান নি—তবে হ'ল কেমন ক'রে? ঐ ত আপনার, নায়েবের সব সহি।

তুমি জাল করেছ!

খবর্দার। আমি চাই নি আপনার সম্পত্তি, আপনি নিজেই দিলেন।

দিলুম, শয়তান। কৈ হ্যায় রে?

হাম হ্যায়।—বলিয়া সুধীশ হরিপ্রসাদের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল। হরিপ্রসাদ মুক্তির বৃথা চেষ্টা করিলেন। সুধীশ কিছুক্ষণ চাপিয়া রহিল, তারপর ছাড়িয়া দিল।

এই সময়ে বাহির হইতে পৃথ্বীরাজ বলিল—মামা, প্রণাম, আমি চল্লুম।

বাহিরে যখন তাহার পদশব্দ মিলাইয়া গেল, সুধীশ বৃদ্ধের দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল—জীবন দেহমুক্ত হইয়াছে।

কাঁপিতে কাঁপিতে সে কক্ষত্যাগ করিল।

নিজের ঘরে আসিয়া বিছানায় প্রবেশ করিল। ভৃত্য জিজ্ঞাসিল—আমি যেতে পারি? আর কোন দরকার আছে কি?

না, তুমি যাও। হ্যাঁ, পৃথ্বী কি চলে গেছে?

ভৃত্য কহিল—এই কিছুক্ষণ আগে তিনি কর্ত্তাবাবুর ঘরের দিকে গেলেন।

সুধীশ কহিল—কর্ত্তার কালই মত বদলাবে, ভয় নেই, তুমি যাও।

ভৃত্য বলিল—খোকাবাবু গেলে কর্ত্তাই কি বাঁচবেন! খোকাবাবু-অন্ত প্রাণ!

সুধীশ লেপমুড়ি দিয়া ভাবিল—না, বাঁচবেন না—নিশ্চয়ই। আহা খোকাবাবু-অন্ত প্রাণ!

বিংশ পরিচ্ছেদ

হত্যা

এইমাত্র আটটা বাজিয়াছে। শীতের প্রভাত, পল্লীগ্রামে তখনও কাজের সাড়া পড়িয়া যায় নাই। কৃষকগণ এইমাত্র লাঙ্গল স্কন্ধে নিরীহ গরুগুলির লাঙ্গুল মর্দ্দন করিতে করিতে মাঠে চলিতেছে; শিউলি বাঁকে করিয়া খেজুর রসের কলস বহন করিয়া যাইতেছে—সুধীশ খোলা বারান্দায় বসিয়া প্রাভাতিক চা পান শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইতেছিল। আজ ইহারই মধ্যে স্নান সারিয়া লইয়াছে। প্রাতঃস্নান তাহার জন্মাবধি অভ্যাস, এখানে আসিয়া হইয়া উঠিত না। কল্য রাত্রে পৃথ্বীর জন্য মন অত্যন্ত খারাপ ছিল, সুনিদ্রা হয় নাই—বলিয়াই আজ স্নান করিয়া ফেলিয়াছে।

হরিপ্রসাদের খানসামা মধু আসিয়া বলিল—বাবু ত এখনও উঠ্‌লেন না, সুধী বাবু। কোনদিন ত তাঁর এত দেরী হয় না।

সুধীশ সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—কোনদিন ত হয় না, তা জানি বাবু, কিন্তু কাল কি রকম ঘটনাটি হ'য়ে গেছে, বল দেখি।

মধু বলিল—সত্যি বাবু, রাত্রে মাগীকে বনমু, শুনে মাগীর

কি কান্না। বল্লে খোকাবাবুর মত বাবু কি হয়। কাক-পক্ষী অবধি কাঁদছে।—সে চক্ষে বস্ত্র দিল।

সুধীশ বলিল—তা আর বল্‌তে মধু! কাল সারারাত্রি আমি ছট্‌ফট্‌ করেছি—একবার যদি চোখের পাতা বুজে থাকি।

মধু বলিল—তা ত হ'বেই। আপনার আবার ছেলেবেলার বন্ধু।

সুধীশ বলিল—বন্ধু বলে বন্ধু। সে দিন আমার দরকারে এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলে হে।

মধু বলিল—বলবেন না, বলবেন না। আমাদেরই—যখন যা দরকার পড়েছে, জান্তে পারলেই দিতেন। আবার বলতেন—'দরকার হ'লেই আসবি। না হ'লে বক্‌ব।' এমন মনিব কি হয়!

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সুধীশ একটার পর আর একটি সিগারেট ধরাইল।

মধু বলিল—কর্ত্তা বাবুর দরজা ভেজানই থাকে বার মাস, একবার ডেকে দেখ্‌ব কি?

সুধীশ বলিল—তা দেখ্‌বে—দেখ।

মধু বলিল—ভয় করে বাবু। তা' আপনিই একবার চলুন না। আপনি গেলে দোষের হ'বে না।

আমি! তা চল—যাই। সত্যি—এত দেরী ত তাঁর হয় না।

তাই বলছি ত।—চলুন।

উভয়ে হরিপ্রসাদের কক্ষ সম্মুখে আসিলে, সুধীশ ডাকিল।

কোন উত্তর নাই। মধু বলিল—আপনি যান—বলবেন ন'টা বাজে।

ন'টা! ন'টার এখন দেরী আছে—বলিয়া সুধীশ ঢুকিয়া পড়িল। প্রদীপ তখনও জ্বলিতেছিল। সুধীশ সেই আলোকে বৃদ্ধের আড়ষ্ট দেহ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল—আপনি উঠেছেন কি? এ কি! মধু, মধু!

মধু আসিতেই সুধীশ বলিল—এ কি মধু!

মধু চীৎকার করিয়া উঠিল—শেষ!

সুধীশ মৃতের বক্ষে হস্ত দিয়া অনুভব করিয়া কহিল—তাইত! এঁ্যা! এ লাঠি কেন? খুন!

মধু চীৎকার করিতে লাগিল—কে কোথা আছ, শীগ্‌গির এস, কর্ত্তাবাবুকে কে খুন করে গেছে গো—শীগ গির এস।

সুধীশ লাঠিটি তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—তাইত! এ-যে দেখ্‌ছি তার লাঠি! এই যে সোনার বগলশে তার নাম লেখা রয়েছে।

মধু বলিল—খোকাবাবুর লাঠি! হঁ্যা!

নায়েব গোমস্তা চাকর দাসীতে ঘর ভরিয়া গেল। এতবড় দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমিদারের এই ভয়াবহ শোচনীয় মৃত্যুতে সকলেই দুঃখানুভব করিতে লাগিল।

তখনও সকলে পৃথ্বীরাজের বিদায় বৃত্তান্ত জানিত না। সুধীশ

জানাইয়া দিল, বলিল—এ লাঠি তার ব'লে সে এ কাজ কখনই করে নি, আমি দিব্বি করে বলতে পারি। এ কোন্ নরাধম তা'কেই বিপদে ফেলবার জন্তে করেছে। সে এ নীচ কাজ করতে পারে না।

সকলেই একবাক্যে সায় দিল। তাঁহার দ্বারা কখনই হইতে পারে না, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা।

থানার দারোগা, কনেষ্টবল আসিয়া হাজির হইল। দেড় মন আটা ও এক মন ঘৃতের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ঘোড়ার ডাক বসাইয়া লাস জেলায় পাঠান হইল।

গ্রামের সমস্ত সমাগত ব্যক্তিগণকে সাক্ষ্য রাখিয়া সিন্দুক খোলা হইল—তন্মধ্যে শেষ উইল পাওয়া গেল।

তাহারই বলে 'সুধীশচন্দ্র একমাত্র উত্তরাধিকার' হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ইহা তাহারই কাজ

জেলার সিভিল-সার্জ্জন লাস পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, বৃদ্ধের হিষ্টীক ফিট্ ছিল, সেই অবস্থাতেই কেহ তাহাকে আঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছে।

লাসের পার্শ্বেই যষ্টি পাওয়া গিয়াছিল, স্থির হইল, সেই লাঠির আঘাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। পুলিস জবানবন্দী দিল—সেই সময়ে (রাত্রি ৮ বা ৮॥) একমাত্র পৃথ্বীরাজ তাঁহার কক্ষে ছিল! মৃত ব্যক্তির সহিত তাঁহার অত্যন্ত কলহ হইয়াছিল, তাহারই ফলে তিনি পৃথ্বীরাজকে গৃহ লইতে দূর করিয়া দেন। ইহাও প্রকাশ থাকে যে ঐ দিবসই মৃত ব্যক্তি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিনই কোনও কারণে (কারণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই) মৃত ব্যক্তি তাহাকে নাকোচ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে পৃথ্বীরাজ হত্যা করিতে পারে। আর ইহাও প্রকাশ যে সে তখন হইতেই নিরুদ্দেশ।

দারোগা জবানবন্দী পাঠাইয়া সদলবলে জমিদার ভবন ত্যাগ করিলেন। সুধাংশু তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, যাহাতে পৃথ্বীরাজকে তিনি একটু বাঁচাইয়া যান; গমনকালেও দুইটি বলিষ্ঠ

ছাগ-শিশু উপঢৌকন দিয়া বলিয়া দিলেন—দেখ দারোগা, যখন যা খবর পাও, আমাকে দিও।

দারোগা চলিয়া যাইতেই সুধীশ সকলকে শুনাইয়া কহিল—দেখ্‌লে হে পুলিস বেটাদের রীতি! ঐ যে পৃথ্বীরাজ সেইদিনই চলে গেছে কি-না অমনি তা'কেই সন্দেহ। যা বেটা, তোর বাবারা আছে, তারা ঠিক ধরবে।

গ্রামে এ কয়দিন এই আলোচনাই হইয়াছে। ঘাটে, মাঠে, পুকুরে, প্রান্তরে যেখানে একাধিক লোক একত্র হইয়াছে, সেইখানেই এই কথা।

কেহ বলিল—একটা উল্কাপাত হইয়াছে।

কেহ বলিল—দিকপাল ম'ল।

কেহ বলিল—সারা জন্ম যেমন কাজ করেছে, তেমনি ফল পেলে। শেষে অপঘাতে মরতে হ'ল।

কোন রমণী বলিল—হ'বে না। সতীর সতীত্বনাশ, কুলবালার কুল নষ্ট—একি ধর্ম্ম সয়।

অপরা কহিল—মিন্সে মরবে কি না, তাই দুর্ম্মতি হ'ল। অমন রাজপুত্রের মত ভাগ্নে, তাকে সেইদিনই কি না তাড়িয়ে দিলে।

আর একজন নিম্নস্বরে কহিল—ও আমার বরাত। শুনিস নি বুঝি—পুলিসে বলেছে সেই নাকি খুন করে পালিয়েছে।

শুনিছি লো শুনিছি। ওসব মড়াদের কারসাজী। তুই

লোকের ও কথায় বিশ্বাস করিস। সে কি খুন করতে পারে? তুই দেখিস্ নি, তাই······

দেখিছি দিদি। আমি কি আর বিশ্বাস করছি। লোকে বলছে তাই বললুম।

বল্লেই বা। কেউ যদি তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে করে বলে, আমি শুনি নে। অমন চাঁদের মত মুখ যার সে কি খুন করতে পারে?

একদল বলিল—কলিকাল যে বিষম কাল! ঠিক কিছুই বলা যায় না।

আর একদল বলিল—খুব বলা যায়। পুলিস তদ্বির করুক। আসল লোক ঠিক ধরা পড়বে।

তবে কি তোমরা বলতে চাও সুধী বাবু এ কাজ করেছে?

কেমন ক'রে তা' বলব। হরি বোস্ ত সর্ব্বস্বই তা'কে দিয়ে গেল। সে আবার খুন করতে যাবে কেন?

তবে?

তাই যদি বলতে পারব, আমি ত ভগবান হ'তুম।

অম্বুজা বলিলেন—হ্যাঁগা এই কথা বিশ্বাস করতে কি কেউ পারে?

সুজন বলিলেন—বিশ্বাস ত হয় না, তবে কি জানি?

অম্বুজা বলিলেন—হ্যাঁগা, ও কি বলছ, সেদিনের ব্যবহারটা ভেবে দেখ দেখি—এ কাজ কি তার হ'তে পারে?

সুজন বলিলেন—মনে ত তাই হয়, তবে শুন্‌ছি, পুলিস তার লাঠি পেয়েছে। জেলার ডাক্তার বলেছে, সেই লাঠিতেই খুন হয়েছে।

হিন্দোল কোন কথাই বলে নাই, পৃথ্বীরাজ যে নির্দ্দোষ তাহা ত সে জানেই, তবে কেন সে তর্ক করিবে! পৃথ্বীরাজকে তাহার বেশী কে জানে! পৃথ্বীরাজ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহার উচ্চ মহৎ অন্তঃকরণের স্মৃতিতে হিন্দোলের অন্তর বাহির পরিপূর্ণ।

কয়দিন হইতে সে গৃহের বাহির হয় নাই। গৃহে বসিয়া নিজের ধিক্কৃত জীবনকে সে শতবার ধিক্কার দিয়াছে। সে রাত্রের সব কথা সে শুনিয়াছিল, পৃথ্বীরাজ যে তাহাকে মুক্তি দিয়াছিল, তাহা সে জানিত। দুঃখিত হইলেও সে কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার মহত্ত্ব কল্পনা করিতে করিতে কাঁদিতেছিল।

বাস্তবিক তাহার চিন্তার প্রসন্নতা লুপ্ত হইয়াছিল। প্রথম উত্তেজনার সময়ে ভালো মন্দ কোন চিন্তাই তাহার ছিল না, কিন্তু সে সময়টা উত্তীর্ণ হইতেই বিগত ঘটনার দীন, শীর্ণ মূর্ত্তি কল্পনা করিতেই তাহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। বাঙ্গালীর ঘরে, বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া কি লজ্জাকর কাণ্ডই সে করিয়াছে। পৃথ্বীরাজের গ্রাম ত্যাগের সঙ্গেই তাহার নামটা যে লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে, তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল। বুঝিয়া মরমে মরিয়া যাইতেছিল।

ঠানদি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া কহিলেন—বুঝলি হিন্দী, গ্রামময় একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে……

হিন্দোলের মুখ অকস্মাৎ কালীবর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধা বলিলেন—সবাই বলছে এ তারই কাজ। হ'বে—যে লোকের ভাগ্নে সব পারে, সব পারে।

হিন্দোল চুপ করিয়া রহিল।

ঠান্‌দি বলিতে লাগিলেন—মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন, তাঁর বিচারে ঠিকই হ'য়েছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যারই শিল তারই নোড়া, তারই ভাঙ্‌ল দাঁতের গোড়া।

হিন্দোল তথাপি নীরব।

ঠান্‌দি বলিলেন—তবে একটা বড় আশ্চর্য্য—কেন যে তারা মামা ভাগ্নে ঝগড়া করলে, এ কেউ বলতে পারছে না।

হিন্দোল নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ঠান্‌দি বলিলেন—এতটা বিষয় আশয়ের মায়া! একি সহজ মায়া! হুঁ—তাইত বলি 'যম জামাই ভাগ্না—তিন নয় আপনা।' বেশ করেছে, খুব করেছে। হরি বোস অনেকের সর্ব্বনাশ করেছে—উপযুক্ত শাস্তি হ'য়েছে।

হিন্দোল সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রকৃত বন্ধু

একদিন মধ্যাহ্নে রামকমল পুত্রসমভিব্যাহারে সুজন মিত্রের গৃহে দর্শন দিলেন। সুজন মিত্র সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

রামকমল সেন মহাশয় কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই বলিলেন —আমার টাকাটার কি ব্যবস্থা করলেন, মিত্র ম শায় ?

সুজন মিত্র বলিলেন—সেন ম'শায়, আজ আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

অমিতারঞ্জন বলিল—তা' ত পারবেন না ম'শায়। আমরা ব্রাহ্ম, আমরা মিথ্যা কথা বলি না, জুয়াচুরি করি না—তাই আপনি আমাদের ঠকাবার চেষ্টায় ছিলেন।

ঠকাবার চেষ্টায় ?

কাজ কি ম'শায় তর্কে।

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সেন মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন—স্পষ্ট কথা হ'চ্ছে যে অন্যপূর্ব্বা মেয়েকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। তর্কের দরকার নেই, আমরা জানি।

সুজন মিত্র চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

সেন মহাশয় বলিলেন—আর আমি অপেক্ষা করব না। অনেক করেছি।

অমিতা কহিল—শেষ কথা, আজ থেকে সাতদিন সময়। এর ভেতর না পাই, আদালত আছে।

সেন মহাশয় কহিলেন—দেখুন, আমার কোন দোষ নেই······

সুজন কহিলেন—না, না, আপনার দোষ কি! আপনার সৌজন্য যে এতদিন আপনি চুপ করেছিলেন।

সেন মহাশয় বলিলেন—তাহ'লে উঠি। কিছু মনে করবেন না, আমি অত্যন্ত নিরুপায়।

অমিতাও উঠিল। তাহার ইচ্ছা ছিল—গুটিকতক কড়া কথা শুনাইয়া দেয়, কিন্তু বৃদ্ধ সেন মহাশয় সে সুযোগ দিলেন না। সেন মহাশয় পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন—আদালত যেতে আমার ইচ্ছে নেই মিত্র ম'শায়, আদালতকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। সত্যের নাম করে' অনেক মিথ্যা সেখানে চলাফেরা করে। আমার কাছে সেই এক আদালত আছে, সত্যের আদালত! নমস্কার!

পিতাপুত্র চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গে যদি কেহ হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছে জানিতে পারে, তাহার যেমন অবস্থা হয়, সুজন মিত্রেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিল। কি যে হইয়াছে বা কি হইবে কোনটাই যেন তিনি ভাবিতে পারিতেছিলেন না।

সুজন ভাবিতেছিলেন—নদীর এক কূল ভাঙ্গে, অপরটি গড়িয়া

উঠে, আমার এ কি হইল? মেয়েটা ত ভাসিলই, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও চলিলাম! কোথায় কে জানে! তিনি দেখিতে লাগিলেন—আমি জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছি, গিন্নী মেয়েটার হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে। অত বড় যুবতী মেয়ে দেখিয়া অনেকেই আশাতিরিক্ত ভিক্ষা দিতে চাহিতেছে।

সেই রাত্রের প্রত্যেক ঘটনাটি মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পৃথ্বীরাজের সরল প্রার্থনা গম্ভীর মন্দ্রে কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কে?

মিত্র ম'শায়—

কে?

ওঃ—আপনি!—সুজন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—আসুন, কোন দরকার আছে কি?

আগন্তুক সুধীশচন্দ্র!

সুধীশ কহিলেন—অমিতার কাছে সব শুনলাম। আমাকে আপনার বন্ধু বলেই জানবেন। পৃথ্বীরাজ আমার বড় বন্ধু ছিল, তার কথা মনে করেই আমার আসা। তা মিত্র ম'শায়, ওঁরা ত আপনাকে সাতদিন সময় দিতে চেয়েছেন, কিছু দরকার নেই। কালই আপনি টাকাটা ফেলে দেন।

সুজন ভাবিলেন—তাঁহার মস্তিষ্কে বিকার ঘটিয়াছে, জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন। সুখের স্বপ্ন সন্দেহ নাই, জাগিতে

ইচ্ছা হইল না, তিনি নীরবে সুধীশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সুধীশ বলিল,—আপনি, ভাবছেন—আমি কে? কেন আমার কাছে আপনি টাকা নেবেন। কিন্তু টাকা ত আমার নয়—টাকা পৃথ্বীরাজের, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ। একদিন ঝগড়া করল বলে সত্যিই কি তার অধিকার গেল? কিছু ভাববেন না—টাকাটা কালই সকালে আমি নিয়ে আসব। আপনি ওঁদের খবর দিয়ে রাখবেন।

সুজনের এতক্ষণে ধারণা হইল, না ইহা স্বপ্ন নহে—সত্য। তিনি বলিলেন—কিন্তু এতগুলো টাকা যে আমি নেব, আবার শোধ করব কি করে? সে'টাও ত ভাবতে হ'বে, আজ না হয়, ওঁদের মেটালাম। তারপর?

এই দেখুন—সাধে কি বলে যে বিপদে পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যায়! কার টাকা আপনি নিচ্ছেন যে লেখাপড়া হ্যানত্যান ভাবছেন! পৃথ্বীরাজের! পৃথ্বীরাজের!

কৈ পৃথ্বীরাজ! সে কি আর আছে! যা শুন্‌ছি যদি—সত্যি হয়—

বিলকুল মিথ্যে—সাফ্‌ মিথ্যে। সে কি কখনও খুন করতে পারে? আপনিই বলুন, আপনি ত দেখেছেন তাকে।

সুজন কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—চোখে দেখ্‌লেও আমি বিশ্বাস করতাম না।

সুধীশ বলিল—বাস্‌—আমারও তাই। একদিন বেরুবেই,—হু, পাপ কি চাপা থাকে! তা হ'লে এখন চললাম, কাল সকালেই আসব।

সুজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—আপনি আমাকে কিনে রাখলেন। অসময়ে ভগবান আমার প্রকৃত বন্ধু পাঠিয়েছেন।

সুধীশ বলিল—আমি কিছু করি নি। পৃথ্বীরাজ শুনলে নিশ্চয়ই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'বে। আমাকে আপনি অত করে' বলবেন না। পৃথ্বীরাজও যেমন, আমিও আপনার তদ্রূপ স্নেহের পাত্র। বলিয়া সে ক্ষিপ্রচরণে প্রস্থান করিল।

সুজন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নতজানু হইয়া গদগদ স্বরে কহিলেন—দয়াময়! অনাথের নাথ! দীনশরণ! তুমিই সত্য। তোমার করুণা অধম জীব আমি কি বুঝব। বিপদে পড়ে যদি কখনও তোমার দয়ায় সন্দেহ করে থাকি, অবোধ বলে ক্ষমা কোরো নাথ। শেষের দিনে যেন তোমার চরণাশ্রয় হতে বঞ্চিত না হই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পপুল্যারিটি (জনপ্রিয়তা)

পৃথিবী কাহারো অপেক্ষায় কোনদিন নিশ্চল থাকিবে না, কাহারো শোক দুঃখ চিরস্থায়ী হইবে না, ধাতা সৃষ্টিকাল হইতে এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন—নতুবা শোক-দুঃখময় এই পৃথিবী অসহ হইয়া উঠিত।

যে রামপুরের আবালবৃদ্ধবণিতা একদিন পৃথ্বীরাজের অভাবে গ্রামখানিকে ভূষণবিহীনা কল্পনা করিয়াছিল, আজ সেখানে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে।

সুধীশচন্দ্রের ঐকান্তিক যত্নে গ্রামখানি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশের লোক একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে—হাঁ, এও অযোগ্য ব্যক্তি নহে।

সুধীশ স্কুলের বৃত্তি বাড়াইয়া দিয়াছে, কয়েকটি বালককে জেলার কলেজে পাঠাইয়া দিয়াছে, এক বিধবা ব্রাহ্মণের অনূঢ়া কন্যার বিবাহে সমস্ত খরচ সরকার হইতে দিয়াছে—চারিদিকে সুধীশের জয়ধ্বনি উঠিয়াছে।

বিশ্বনিন্দুক ব্যতীত তাহার বিপক্ষে কেহই কোন কথা বলিতে পারে না। কেবলমাত্র তাহারাই বলিয়া থাকে—পরের পয়সা— মায়া নেই। যতই খরচ করুক, পৃথ্বীরাজের দিল্ ও পাবে কোথা ?

নিন্দুকের কথায় আমাদের আদৌ আস্থা নাই।

সুধীশ সুজন মিত্রের দেনা শোধ করিয়া দিয়াছে—ধন্যবাদের প্রতিবাদ করিয়াছে। সে সকল সে পছন্দ করে না। বিপদের সময় এক ভদ্রলোকের উপকার করিতে পারিয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

গ্রামে বহুদিন বারোয়ারি হয় নাই—সুধীশ সরকার হইতে কলকাতার একদল যাত্রা, থিয়েটার ও বাই-নাচ বায়না করিয়া আনাইয়াছিল। তিনদিন তিনরাত্রি গ্রামে আনন্দের বন্যা ছুটিয়াছিল। পল্লীবাসী অনেকেই কলকাতার থিয়েটার দেখে নাই—সেই সব খড়ি মাখা অপ্সরীদের হাব ভাব নৃত্য-গীত দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বাই-নাচ দেখিয়া ছোঁড়ারা মরিবার দাখিল হইয়াছে।

আমোদ প্রসঙ্গে নায়েব বাবু বাধা দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন —দেখুন, সেদিন এমন সব কাণ্ড হ'য়ে গেল, এখনি এগুলো করাটা খারাপ দেখায়।

সুধীশ উত্তর দিয়াছিল—একটু খারাপ দেখায় বটে। কিন্তু উপকার অনেক হ'বে। দেশের atmosphere বাংলায় কি বলে ওটাকে—দূর

ছাই মনে পড়ছে না—atmosphereটা খারাপ হ'য়ে আছে, সেটা change হ'য়ে যাবে।

একদিন প্রভাতে সুধীশচন্দ্র ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। পদব্রজেই চলিয়াছেন, অশ্বারোহণে তিনি সুদক্ষ নহেন, তদুপরি আস্তাবলে আরোহণযোগ্য অশ্ব একটিও নাই বলিয়া তাঁহার ধারণা। সঙ্গে কলিকাতার একজন বাঙ্গালী ডিটেক্‌টিভ আছেন।

গ্রামের সীমা পার হইয়া ডিটেক্‌টিভ বলিলেন—দেখুন সুধীশ বাবু, আপনারা গোড়া থেকেই বলছেন হরিবাবুর শত্রু কেউ ছিল না। সে কথা বিশ্বাস করতে হ'লে যা'কে আপনি নির্দ্দোষী বিবেচনা করেছেন, তারই ওপর নজর দিতে হয়।

সুধীশ বলিল—রামসদয় বাবু, পৃথ্বীরাজকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি সে অতি নিরীহ প্রকৃতির। ঝগড়াঝাঁটি একেবারেই করত না। বড় হ'য়েও ত দেখেছি—একেবারে বেচারা। তা'কে সন্দেহ করব কেমন করে?

মামার সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছিল, তাঁকে তাঁর মামা ত বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন—এ সব কি হত্যার যথেষ্ট কারণ হ'তে পারে না?

তুচ্ছ বিষয়ের জন্য! কি জানি ম'শায়—লোকে বিষয় বিষয় করে মরে কেন? এই দেখুন না আমার অবস্থাটা কি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! দিবসে বিশ্রাম নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই।

কিন্তু আপনি তার যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছেন। দশখানা গ্রাম আপনার সুখ্যাতিতে ভরে গেছে। আমি ত পনেরো দিন এই গ্রামে গ্রামে ঘুরছি, ইতর ভদ্র সকলের মুখেই ঐ এক কথা।

সুধীশ চুপ করিয়া রহিল। রামসদয় কহিলেন—হরিবাবু যে এতটা বিষয় অপাত্রে ন্যস্ত করেন নি তা বেশ দেখা যাচ্ছে। অন্য দেশ হ'লে—charityতেই দিয়ে যেত……

সুধীশ বলিয়া উঠিল—কেন তিনিও ত দিয়ে গেছেন।

রামসদয় বলিলেন—তা জানি। কিন্তু এই ধরুন, সেদিন বিলেতে কে একজন লোক মরল, প্রায় ত্রিশকোটি টাকা দিয়ে গেল charityতে, তাই বল্‌ছি—সে দেশের লোকের শিক্ষাই আলাদা।

সুধীশ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন মানসে কহিল—দেখুন, culprit বের করতে কতদিন লাগবে আপনাদের ?

রামসদয় হাসিয়া বলিলেন—তার কি নিশ্চিত সময় দিতে পারি সুধীশবাবু! হয়ত culprit হাতের কাছেই আছে……

সুধীশের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—বলেন কি ?

রামসদয় বলিলেন—যা হয় তাই বল্‌ছি—হয়ত culprit হাতের কাছেই ঘুরছে, সুত্র পাচ্ছি নে, আমরা ভাগাড় খুঁজে মরছি। একে ধরছি, তাকে ধরছি—আসল যে, সে বাড়ে গোকুলে।—বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সুধীশ সংযত স্বরে কহিল—আমি পৃথ্বীর নামে একটা adver tisement দেব মনে করছি, কিন্তু যতদিন না culprit ধরা পড়ে ততদিন ত দিতে পারছি নে। চাই কি তাকে expose করা হ'বে।

রামসদয় বলিলেন—কি বিজ্ঞাপন দেবেন আপনি ?

সুধীশ বলিল—দেব যে বিষয় আশয় সমস্তই তার। সে এসে

নিক্—আমি নিষ্কৃতি পাই। তার প্রাপ্য থেকে তাঁরে বঞ্চিত করব কেন, রামসদয় বাবু!

রামসদয় বলিলেন,—আপনি যথার্থ মানুষ। আচ্ছা, দিনকতক একটু চেপেই যান। দেখি কি করতে পারি? উঃ—নটা বাজল, এরই মধ্যে রোদের তেজ দেখ্ছেন একেবারে। হা হা—আপনার লাগছে না। তা লাগবে কেমন করে' ম'শায়—যে দুপুরু তিনপুরু চুলের কোটিং রেখেছেন, রেলির ছাতিকে হার মানিয়ে দেয়। আমাদের দেখছেন ত—সাফ্। মারবেল পাথর বল্লেই হয়।—তিনি হাসিতে লাগিলেন।

পথিপার্শ্বে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের দেখিয়াই সুধীশ বলিল—হ্যাঁ, আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, পুকুর একটা কাটিয়ে দিতেই হ'বে—এখানে। তোমাদের বড় কষ্ট হ'চ্ছে।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি কহিল—কষ্টের কথা বলবেন না। দেড় মাইল হেঁটে বউ ঝিকে জল আন্তে হয়। অসুখ, বিসুখ, রাত বিরেত······

সুধীশ বলিল—ক'টা দিন একটু কষ্ট করতেই হ'বে। জনমজুর এলে আর ক'দিনলাগবে? দিব্য একটি পুকুর,—পাড়ে চারটি ঘাট করিয়ে দেব।

আপনি রাজা হোন্—বলিয়া লোকগুলি তাহাকে অভিবাদন করিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেল।

রামসদয় বলিলেন—সুধীশবাবু, আপনার বয়স বড় কম বটে, কিন্তু একটা পাকা জমিদার আপনি। সাবাস্। এই ত চাই—popularity জনপ্রিয়তা······

সুধীশ হাসিয়া বলিল—আমাদের আবার popularity! হ্যাঁ—চলুন, চলুন—বেলা হ'য়ে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"তবে বাঙ্গালীর আশা আছে।"

এলাহাবাদ সহরে একটি বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদ পত্রে আফিসের ফটকে টাঙানো কতকগুলি কাগজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েকটি লোক বিজ্ঞাপন টুকিতেছিল। রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছে, পাথরের রাস্তা হইতে আগুনের হল্কা উঠিতেছে—কর্ম্মান্বেষী লোক কয়টি সেই অসহ্য উত্তাপের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিরসমুখে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজিতেছিল। তন্মধ্যে দুইটি বাঙ্গালী যুবকও ছিল।

একজন যুবক একটি বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে পার্শ্বের বঙ্গীয় যুবকটিকে জিজ্ঞাসিল—এইটেই ত পাওয়োনিয়র রোড, না ম'শায় ?

সে বলিল—হ্যাঁ। আপনি ঐটে দেখ্‌ছেন বুঝি ? ঐ superintendent কত মাইনে তা কিছু লেখে নি, good salary to a really good man. বাঙ্গালীর business—সি সেন—ও বেশী মাইনে দেবে কি ! আমি একটা ওভারসিয়ারি খুঁজছি, কৈ দেখ্‌ছি না ত।

প্রথম যুবক নম্বরটি টুকিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

একটি কালা (!)—সাহেব দ্বিতীয় যুবকটিকে ইংরেজীতে বলিল—ঐ লোকটা কোন্ বিজ্ঞাপনটি লইল বলিতে পারেন ?

যুবক তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—কোন্ লোকটির কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ঐ ভদ্রলোক......

সাহেব বুঝিল, বলিল—হাঁ হাঁ ঐ ভদ্রলোকটি।

যুবক বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া দিতেই সাহেব বলিল—বৃথা আশা। সুপারিনটেনডেণ্ট খুঁজিতেছে, নিশ্চয় সাহেব চায়—উহার কোন আশা নাই। আমি যাইতেছি।

যুবক কি বলিতে যাইতেছিল, থামিয়া গেল। সাহেবটির মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া নিজের মনে কাগজ দেখিতে লাগিল।

সাহেব চলিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বঙ্গীয় যুবকটি অন্য একটি যুবকের সহিত কথা কহিতেছে। সে আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবক অধ্যক্ষ বলিতেছিলেন—কিন্তু আমরা reference চাই। বুঝতেই পারছেন ত postটি বিশেষ respectable at the same time responsible.

সাহেব মৃদু হাসিয়া পকেট হইতে কতকগুলি লাল নীল হরিতবর্ণের কাগজ বাহির করিয়া নিজ মনেই পাঠ করিতে লাগিল। সে শুনিল কর্ম্ম-প্রার্থী যুবক বলিতেছে—আমার কথা ছাড়া অন্য reference আমার নেই।—বলিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। সাহেবটি তাহার দিকে ফিরিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন।

যুবক বারান্দা হইতে নামিয়া যাইবে, হঠাৎ সম্মুখের কক্ষ হইতে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি হস্তদ্বারা তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। যুবক আসিতেই প্রৌঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাসিলেন—তুমি কর্ম্ম-প্রার্থী?

যুবক বলিল—আজ্ঞা হ্যাঁ।

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন—তা' কি হ'ল?

যুবক বলিল—আমার কোন reference নেই।

তুমি আগে কোথাও কাজ করনি ?

না। এই প্রথম।

তুমি বিজ্ঞাপনটি পড়েছ নিশ্চয়ই।

আজ্ঞা হাঁ।

কত বেতন তুমি চাও ?

যা দেবেন।

এই ত ছেলে মানুষের মত কথা বল্লে বাপু! তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হ'য়েছ—আমি তোমাকে প্রথম থেকেই 'তুমি' বলেছি বলে ?

না, না। আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, সন্মানার্হ।

প্রৌঢ় অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—দু'শো টাকা আমি দেব। রাজী ?

যুবক বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিল। ঠিক এই সময়ে যুবক-অধ্যক্ষ সাহেবটিকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি যুবককে জিজ্ঞাসিল—কি বল ? রাজী ?

যুবক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে বলিল—আজ্ঞে হাঁ।

প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিলেন—বেশ।—অধ্যক্ষের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—হ্যাঁ কি বল্‌ছিলে, অনন্ত ?

অনন্তনারায়ণ বলিলেন—এই সাহেবটি আমাদের মিল সুপারিন্টে-ডেণ্টের পোষ্টটার জন্য এসেছেন।

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন—অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এইমাত্র এই ভদ্রলোকটিকে নিয়েছি।

সাহেব বলিল—Hi Hi.

অধ্যক্ষ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কে ?

এই যে। ইনিই।

But he has no reference.

কিছু দরকার নেই, তিনি বাঙ্গালী আমার দেশবাসী—এই যথেষ্ট reference.

But I have letters from several District judges.

আমি দুঃখিত হইলাম।

আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। যে post এর জন্য আপনি লোক লইতেছিলেন সে responsible postএ বাঙ্গালী কি রকম কাজ করিবে?

আপনি ভুলে যাচ্ছেন—এই এত বড় কারবার যে করেছে এবং চালাচ্ছে—সে নিজে বাঙ্গালী।

সাহেব ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—আপনার নির্ব্বাচনের জন্য আপনাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এ আমি বলিয়া গেলাম।

প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রশান্তস্বরে কহিলেন—যা বলবার তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি কি ভেবেছ সাহেব যে একটা টুপি মাথায় দিয়ে এসেছ বলে' তুমি মস্ত একটা লোক হ'য়ে গেছ। এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার—আমার কাছে চাকরী করতে এসেও—ডাম নেটিভ্ বলে—টুপিটি খুলে ঢুকতে দরকার বিবেচনা কর নি। ভাবলে—কে একটা নেটিভ ওল্ড ম্যান—তাকে সম্মান দেখাব আমি সাহেব হ'য়ে। যাও, তোমার মত সাহেব আমার মোটরকার ধোবার জন্যেও আমি রাখি নি।—বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

সাহেব কি বলিতে যাইতেছিল, প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন—যাও।

আর কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না।

অদূরে একখানি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া একজন ইংরেজ চিত্রকর একটি ম্যাপ আঁকিতেছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিলেন—Stet comble—দেখ্‌লে ?

সাহেব হাসিয়া বলিল—উহারাই ত আমাদের Position খারাপ করিল, Mr Sen. এরকম ব্যবহার করিলে কোন দেশবাসীর শ্রদ্ধা পাইবার আশা করিবে ?

মিঃ সেন অধ্যক্ষকে বলিলেন—ওঁকে নিয়োগ পত্র দাও। ২০০৲ টাকা—জর্জ্জ টাউনের বাড়ী ফ্রি।

যুবককে জিজ্ঞাসিলেন—তোমার নামটি ?

যুবক বলিল—শ্রীপৃথ্বীরাজ বসু।

'বসু' বলিতে প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ দ্বিধা হইয়াছিল, কিন্তু না বলিয়াও উপায় নাই।

মিঃ সেন অধ্যক্ষকে বলিলেন—মিঃ বোস্‌কে চার্জ্জ বুঝিয়ে দাও গে। আর দেখ অনন্ত জর্জ্জ টাউনের বাড়ীটি ওঁর ব্যবহারের জন্য এখনি সাফ্‌ করিয়ে দিতে হুকুম দাও। পৃথ্বীরাজ, তুমি কি একাকী ?—অবিবাহিত।

পৃথ্বীরাজের মুখ সহসা রক্তবর্ণ ধারণ করিল, সে বলিল আজ্ঞা হ্যাঁ—আমি একলা।

অধ্যক্ষ পৃথ্বীরাজকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। মিঃ সেন-ও খোলা চিঠিগুলিতে মন দিলেন।

মিঃ ষ্টেট্‌কুম্ব দাঁতের মধ্যে পেন্সিল চাপিয়া ভাবিতেছিলেন—না বাঙ্গালীর আশা আছে। হোম-রুল পাইলেও অপব্যবহার করিবে না।

অধ্যক্ষ যথেষ্ট বিস্মিত হইয়াছিলেন। নিয়োগ পত্রখানি টাইপ

করাইয়া স্বত্বাধিকারীর সহিত করাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—আপনি কি মিঃ বোস্‌কে চিন্তেন?

মিঃ সেন বলিলেন—এই তা'কে প্রথম দেখলুম।

তবে……

মিঃ সেন হাসিয়া বলিলেন—অনন্ত, আট টাকার মিলের নলী কুড়োতাম। তাই থেকে এত বড় কারবার করেছি—বাঙ্গালীর এত বড় কাজ ভারতবর্ষে কটি আছে জান, দু'টি তিনটির বেশী নয়। আমি লোক চিনি না?

অনন্ত বলিলেন—সে কথা বলতে আমার স্পর্দ্ধা নেই।

মিঃ সেন বলিলেন—কলে কখনো যাই আমি? এই খানে বসে আমি বেবাক্ বলে দিতে পারি, কে কোথায়, কেমন কাজ করছে। তাই যদি না পারব, ত চালাচ্ছি কেমন করে অনন্ত। তোমাকে ভালোবাসি বলেই এতগুলো অহংপূর্ণ কথা বল্‌তে হল। দাও, ওটা সহি করে দি।

অনন্ত প্রস্থান করিলেন।

ষ্টেট্‌কুম্ব ভাবিতেছিলেন—তবে বাঙ্গালীর আশা আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুযোগ্য ব্যক্তি

প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে।

একদিন পৃথ্বীরাজ সন্ধ্যার পর আফিস হইতে বাহির হইতেছে, হর্ণ বাজাইয়া একখানি মোটরকার ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। কারের

মধ্যে মিঃ সেন ও তাঁহার দুই বৎসর বয়স্ক প্রৌত্রী হেনা বসিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া মিঃ সেন গাড়ী থামাইলেন। পৃথ্বীরাজ নিকটে আসিতেই বলিলেন—তুমি এত রাত্রি অবধি ছিলে ?

পৃথ্বীরাজ বলিল—অনেক বাকী কাজ জমিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ সব মাহিনার রেট বাড়াবার হুকুম আপনি দিয়েছেন......

মিঃ সেন বলিলেন—তা বলে পরিশ্রম বাড়াবার হুকুম আমি দিই নি ত। বলিয়া তিনি হাসিলেন।—বলিলেন উঠে এস।

কেবল শেষ প্রান্তে—লতাপুষ্পে ঘেরা একটি উদ্যান, তাহার পিছনেই মিঃ সেনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

বৈঠকখানার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইতেই শুভ্রবেশ আরদালী হেনাকে কোলে করিয়া নামাইয়া লইল। হেনা বলিল—দাদু ?

মিঃ সেন বালকের মত প্রফুল্লকণ্ঠে কহিলেন—এই যে নামছি, দিদি।

হেনা পুনরায় বলিল—সুপুরি কাকা ?

পৃথ্বীরাজকে সে সুপুরি কাকা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মিঃ সেন হাসিয়া বলিলেন—ওর মা ওকে এত বকে যে সুপুরি কাকা বলিস্ নে, শুধু কাকা বল্‌বি, তা ও শোনে না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—বেশ ত সুপুরি কাকাই হ'লুম—বলিয়া সে হেনার গালটি টিপিয়া দিল।

হেনা বলিল—সেদিন বল্লুম সুপুরি কাকা, আমাদের বাড়ী যাবে বলা হ'ল না। কেমন আজ আস্‌তে হ'য়েছে ত! আজ দাদু ডাকলেন, অমনি তুড়ুক করে আসা হ'ল। ভারি দুষ্টু।

মিঃ সেন বলিলেন—দুষ্টুকে সাজা দিয়ে দাও ত দিদি। তোমার দাদুমাকে বল গে—সাজা দেবার ব্যবস্থা করতে।

পৃথ্বীরাজ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে যাইতেছে, মিঃ সেন কহিলেন—এস।

পৃথ্বীরাজ এখানে আর কোনদিন আসে নাই। বাঙ্গালীর গৃহে এত সাজসজ্জা এত আসবাব সে আর কখনও দেখে নাই। তাহার মাতুল যথেষ্ট ধনৈশ্বর্যশালী বটে, কিন্তু তিনিও বোধ করি এতটা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। রামপুরের জমিদারের উত্তরাধিকারী থাকিতে সে জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতেও গিয়াছে এমনটি কোথায় দেখে নাই।

মিঃ সেন সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং একখানি কৌচে বসিয়া অন্য একখানিতে পৃথ্বীরাজকে বসিতে বলিলেন।

ভৃত্য নিঃশব্দে আসিয়া মিঃ সেনের মাথা হইতে শালের টুপি, গা হইতে শালখানি খুলিয়া একজোড়া চটি পায়ে পরাইয়া দিল।

মিঃ সেন তাহাকে বলিলেন—একখানা ধুতি, আর এক জোড়া চটি নিয়ে এস। পৃথ্বীরাজকে বলিলেন—ওগুলো খুলে ফেল।

পৃথ্বীরাজ বলিতে যাইতেছিল—সে বেশ আছে—মিঃ সেন বলিলেন—আমিও আগে অফিসে ধড়াচুড়ো পরেই যেতাম। আজকাল আর বাঁদর সাজতে পারি না। অবশ্য—অন্য কেউ পদস্থ ব্যক্তি না পরলে আমি রাগ করি। এই বিষয়টিতে আমি বড়ই স্বার্থপর। কি বল পৃথ্বীরাজ?

পৃথ্বীরাজ হাঁ না কিছুই বলিল না।

মিঃ সেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—প্রথম প্রথম অনন্তও কাপড় পরেই যেত, কিন্তু যখন থেকে ও ম্যানেজারের পদ পেলে, আমিই ওকে বাধ্য করলাম—সাহেব সাজাতে। তারই হ'ল সকলের সঙ্গে কাজ—আমি আর কি করি বল? অনন্ত আমার বড় ছেলে, তা জান ত?

আজ্ঞে হাঁ—শুনেছি।

বেশ চালাক চতুর। কাজটিও বেশ আয়ত্ব করে ফেলেছে। তবে সাহেব-প্রীতি একটু আছে, আমি ত আশা করি—বয়সের সঙ্গেই সেটা যাবে। আমারি ত মনে আছে, কলে কাজ করতাম, আট টাকা ছিল মাইনে। প্রথম প্রথম কলের সাহেব দেখলে বুক দুরু দুরু করত। ক্রমশঃ সেটা গেল। সাহেব যদি কোনদিন পিঠ্‌টা চাপড়ে বল্‌ত good boy সেদিন আর আমাকে পায় কে? অন্য লোকের সঙ্গে কথাই কইতাম না। ক্রমশঃ দেখলাম বেটারা পিট চাপড়াতে আর মাথায় হাত বুলোতেই ওস্তাদ—আমার কারবারে যে দু'জন সাহেব দেখ্‌ছ আমি যেখানে কাজ করতাম। ওরাও সেখানে ছিল। সে কল লাল বাতি জ্বালতে আমি কাজ আরম্ভ করলাম। ওরা এসে জুটল—নিলাম। তখনও সাহেব-প্রীতি একেবারে ঘুচে নি কি না। ওদের পেছনে আমার খরচ কম হয় না, তেমনি কাজও পাই আমি। আর ওরা বুড়ো হ'য়েছে—ওদের ছাড়তে পারি না ত।

নিশ্চয়ই।

তবে এটা ঠিক ওরা রিটায়ার করলে বাঙ্গালীই রাখব।

এই সময়ে সিল্কের শাড়ী পরা একটি সুন্দরী যুবতী একখানি রেকাব পূর্ণ করিয়া বিবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিছনে অন্য একটি বর্ষীয়সী মহিলাও আসিলেন। সকলের পিছনে হেনা।

হেনা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—দাদু, দাদুমাকে বল্লুম তা দাদুমা বল্লে চল তোর সুপুরি কাকাকে সাজা দিচ্ছি।

বর্ষীয়সী মহিলা বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, একমাস এখানে এসেছ,

একদিন কি মা বলে আসতে নেই। লজ্জা কি বাবা, এই বিদেশে বাঙ্গালী তুমি যদি বা এলে, আমরা এখানে পড়ে আছি—তা কি একবার ভাবতে নেই?

পৃথ্বীরাজ নত হইয়া প্রণাম করিল কিন্তু কথা কহিতে পারিল না।

যুবতীটি মিষ্টান্নের রেকাব নামাইয়া বলিলেন—চা খাবেন না সরবৎ দেব?

পৃথ্বীরাজ নতমুখে কহিল—আমি চা খাই না।

মিঃ সেন বলিলেন—বেশ কর বাবা। বৌ-মা—এ'টি আমার বৌ-মা—মা, দেওর পেয়েছ বলে বুড়ো বাবাকে একটু চা দিতে ভুল না মা।

বৌ-মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—না বাবা তোমাকেও চা ছাড়তে হ'বে।

মিঃ সেন বলিলেন—আমি ত বলেছি মা, ছাড়ব, যদি তা'কে ছাড়াতে পার। আমি দুটি বেলা দুবার খাই, আর সে দিনে রেতে আটবার খায়। আফিসে—আমার সামনেই ঘর, দেখ্‌তে ত পাই, ঢক্ ঢক্ ক'রে চল্‌ছেই। তার কি ব্যবস্থা করলে মা।

ইহা যে অনন্তের আলোচনা হইতেছে পৃথ্বীরাজ তাহা বুঝিতে পারিল। ইহাদের এই অসঙ্কোচ ব্যবহারে সে যেমন আশ্চর্য্য হইতেছিল, তেমনি আরাম অনুভব করিতেছিল।

বৌ-মা বলিলেন—আগে তোমাকে, বাবা।

কেন মা, নরম মাটি বলে? ঐ দেখ বৌ-মা, তোমার দেওর খাবার ছুঁচ্ছে না।

বৌ-মা পৃথ্বীরাজের পানে চাহিয়া বলিলেন—হাত বের করুন, ভাবলে আর কি হ'বে। বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মিসেস্ সেন—হাঁ আমরা ঐ নামেই বলিব—বলিলেন লজ্জা হচ্ছে?

পৃথ্বীরাজ খাইতে লাগিল। হেনা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তর্জনী সঞ্চালন করিয়া কহিল—ফেলে রাখবে যদি......

মিসেস সেন বলিলেন—তুই থাম্ বাবু। মা'র চেয়েও তুমি একটি পাকা গিন্নী হ'য়েছ।

হেনা বলিল—হ'য়েছিই ত।

বৌ-মা রূপার গেলাসে সরবৎ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—আর কি দেব বলুন? না কি? ঐ বুঝি আপনার খাওয়া তা হ'চ্ছে না।

মিঃ সেন বলিলেন—বৌ-মা।

বৌ-মা বলিলেন—ছেঁকে আনছি, বাবা—বলিয়া প্রস্থান করিলেন। দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—চা দিই নি বাবা।

মিঃ সেন বলিলেন—না মা, ভাল কর নি। দিয়ে এস। এক বেলা খেতে না দাও, সে থাকবে, চা না পেলে পারবে না থাকতে।

অনন্তনারায়ণ কক্ষে ঢুকিয়া বলিলেন—কৈ আমার চা?

বৌ-মা অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—বলুন না বাবা।

মিঃ সেন বলিলেন—আমাকে নিমিত্তের ভাগী করছ কেন মা? বলতে হয় নিজে বল। ফাঁসীর হুকুম বলতে কঠিন বিচারকেরও গলায় বাঁধে।

অনন্ত বলিলেন—আমার বুঝি চা বন্ধ হ'চ্ছে। বেশ হোক্ আমিও শুই গে। মা, আমার ক্ষিধে নাই রাত্রে খাব না কিছু। পৃথ্বী, পালিওনা যেন, আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

মিসেস সেন বলিলেন—যা মা, চা দিয়ে আয়।

বৌ-মা শ্বশ্রূর আদেশ পালন করিতে গেলেন, মধ্য পথে অনন্ত বলিলেন—কেমন, হার ত ?

বৌ-মা গললগ্নকৃতবাসে ভূতলে মস্তক রক্ষা করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ গো ম'শায় আমার হার আপনারই জিত।

কাজের কথা উঠিল, পৃথ্বী কহিল—আমাদের ত একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি আছে যে এত তেল আমাদের মাসে মাসে হয়।

হ্যাঁ তা আছে বৈ কি !

কিন্তু বাজারে অভাব তার চেয়েও বেশী। কতক আমরা যোগাই অতি কষ্টে, কতক অর্ডার ফিরিয়ে দিই।

দিতে হয় বৈ ককি !

দেখুন, আমি বল্‌ছি কি—আমাদের বাঁধাবাঁধির বেশী যত তেল আমরা পাব, তার লাভ থেকে সমস্ত mill hands দের 'লাভ' বলে কিছু কিছু ধরে দেব। বিলিতি কল কারখানায় সব এই নিয়ম। তাতে করে' কাজও বেশী হয়, গরীব লোকেরা খাটে, 'লাভ' পায় বলে' তা'দেরও গায়ে লাগে না।

মিঃ সেন লাফাইয়া উঠিলেন, সস্নেহে পৃথ্বীরাজের পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া বলিলেন Splendid ! অনন্ত, অনন্ত।

অনন্ত আসিতেই বলিলেন—শোন, পৃথ্বীরাজ কি বল্‌ছে।

পৃথ্বীরাজ তাঁহাকেও বুঝাইয়া দিল। অনন্ত বলিলেন—কিন্তু কাজ যে বেশী পাব—তার ঠিক কি ?

কাজ ত বেশী পাচ্ছিই আমরা। দরকার হলে রাত ৮।১০টা অবধি কল চলে। তবে আমরা তা'দের কিছু দিই না বলে তারা গজ গজ

করে। এ বন্দবস্ত হ'লে তারা নিজেরাই খুঁজবে, এ মাসে আমরা কত হাজার মন বেশী চাই। বুঝলেন না?

অনন্ত বলিলেন—বাবা কি বলেন?

মিঃ সেন বলিলেন—splendid idea কাল থেকেই নোটিশ জারী হবে।

বৌ-মা একটি পানের ডিবা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—চা-পান দুই ত্যাগ নয় ত?

না—বলিয়া পৃথ্বীরাজ পান গালে পুরিয়া দিল।

পৃথ্বীরাজ, এখানে খেয়েই যাবে। বুঝ্লে—কার পৌছে দেবে। বৌ-মা পৃথ্বী খাবে।

বৌ-মা পৃথ্বীরাজের পানে চাহিয়া হাসি মুখে বাহির হইয়া গেলেন।

অনন্তও তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন, মিঃ সেন বলিলেন—অনন্ত তুমি এস এখনই। এ বিষয়ে পরামর্শ করতে হ'বে।

সেই রাত্রে যখন পৃথ্বীরাজ বিদায় গ্রহণ করিল, মিঃ সেন ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই স্বীকার করিল—যোগ্য ব্যক্তির উপরেই ভার পড়িয়াছে।

আর পৃথ্বীরাজ মোটর চড়িয়া বাসাভিমুখে যাইতে যাইতে ভাবিতেছিল—ভাগ্যদেবতা চিরদিনই তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন। আসিবার সময় হেনা বলিয়া দিয়াছিল—কাকা রোজ এস, নইলে সুপুরি বল্‌ব।—বুঝি সেই সঙ্গে তাহার জননীর নেত্র দুটিও এই কথার সমর্থন করিতেছিল।

পৃথ্বীরাজ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কি চমৎকার এই সেন পরিবারটি!

সুধীশ শুনিলে জিজ্ঞাসিত—অবিবাহিতা কন্যা আছে না কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যাকালে সে মিঃ সেনের দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, তখনও মিঃ সেন সেখানে আসেন নাই, হেণা বলিয়া গিয়াছে—দাদুর আসিতে একটু দেরী হইবে।

অনন্ত বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছে। পৃথ্বীরাজ একাকী বসিয়া একখানি ইংরেজী মাসিক পত্রিকার ছবি দেখিতেছিল, ললনা (বৌ-মার নাম) আসিয়া বলিলেন—ঠাকুরপো,' ভেতরে এস, সেখানেই জল খাবে।

পৃথ্বীরাজ তাঁহার সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই মিসেস্ সেন বলিয়া উঠিলেন—এস বাবা এস। আজ আমি বড় ব্যস্ত আছি। দেশ থেকে আমার এক দিদি এসেছেন। এসেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছেন। দু'জন ডাক্তার এসে বসে আছে—কিছুতে জ্ঞান হ'চ্ছে না।

ললনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—বৌমা পৃথ্বীকে জল খাইয়ে আমাদের কাছেই নিয়ে এস মা।

ললনা—যাই মা—বলিয়া পৃথ্বীরাজকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে অনন্ত বসিয়া খাইতেছিলেন। পৃথ্বীরাজকে আসনে বসিতে বলিয়া ললনা ঘরে ঢুকিলেন।

অনন্ত বলিলেন—বিভ্রাট শুন্‌লে ?

পৃথ্বীরাজ বলিল—শুনলুম ত! কেন এমন হ'ল ?

অনন্ত হাসিয়া বলিল—আমি যতদূর বুঝ্‌ছি, দুদিন দু'রাত গাড়ীতে রয়াল ক্লাশে চড়ে······

পৃথ্বীরাজ বলিল—রয়েল ক্লাশ কি আবার! ও-হো। এতও জান তুমি।

ললনা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—না, না তা নয়। শুক্তি বললে—মাসীমার মূর্চ্ছা আছে। প্রায়ই হয়।

আহার শেষ করিয়া অনন্ত চলিয়া গেল। পৃথ্বীরাজ বলিল—তাইত বৌদি, বিভ্রাট মন্দ নয়।

ললনা বলিলেন—সে যা হয় হোক্ গে জ্ঞান হ'লে বাঁচি, ভাই। আমার ভারি ভয় করছে।

পৃথ্বীরাজ বলিল—ভয় কি!

ললনা বলিলেন—আমার মা'রও ঐ রোগে……

সে আর বলিতে পারিল না। মুক্তাবিন্দুর মত দুই ফোঁটা চোখের জল চোখের কোনে টলটল করিতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—চল বৌদি।

তাহারা আসিতেই মিঃ সেন বলিয়া উঠিলেন—এই যে পৃথ্বী! কোন ওষুধ বিষুধ জান?

পৃথ্বীরাজ বলিল—না।

মিঃ সেন বলিলেন—তবু ভাল। যে আসে সেই বলে—এই কর—তাই কর। হ্যাঁ হে বল কেন! ডাক্তারির চোটে অস্থির।

পৃথ্বীরাজ দেখিল, রোগিনীর পার্শ্বে এক অসামান্যা সুন্দরী বসিয়া আছেন। সুন্দরী অবিবাহিতা বলিয়াই বোধ হইল। পৃথ্বীরাজ অপলক নেত্রে এই সুন্দরী শিরোমণির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল।

ললনা মৃদুস্বরে কহিলেন—বস ঠাকুর পো।

পৃথ্বীরাজ বসিল।

মিঃ সেন পার্শ্বোপবিষ্ট ডাক্তারটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ডাক্তার, তুমি এঁকে চেন না। ইনি আমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব

ওয়ার্কস, অর্থাৎ দ্বিতীয় অনন্ত। আর পৃথ্বী, ইনি হ'লেন আমাদের বাড়ীর ডাক্তার কে, সি, রায় আই-এম-এস।

পৃথ্বীরাজ নমস্কার করিতে মুখ তুলিবামাত্র দেখিল—সেই ভুবনমোহিনী বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। সে চক্ষু নামাইয়া লইল।

সেই রাত্রে আরও দুই তিনবার এইরূপ হইয়াছিল—তাহাতে পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছে। সে ভাবিতেছিল—নিশ্চয়ই সুন্দরী তাহাকে অত্যন্ত অসভ্য ভাবিয়াছে।

আহারাদি করিয়া যখন সে বিদায় লইতেছিল, ললনা মৃদুস্বরে কহিলেন—ঠাকুরপো! শুক্তি বাগ্‌দত্তা।

পৃথ্বীরাজ আরক্তমুখে কহিল—কে?

ললনা বলিলেন—শুক্তি। আমার মাসীমার মেয়ে।

পৃথ্বীরাজ ভাবিতেছিল, সে অন্যায় করিয়াছে। বাগ্‌দত্তা হৌক আর নাই হৌক, তাহাকে দেখিবার কোন অধিকারই তাহার নাই।

পরদিন প্রভাত হইতেই সে মিঃ সেনের গৃহে উপস্থিত হইল। মাসীমাকে সে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া গিয়াছে, না আসিয়া থাকিতে পারিল না, মনের মধ্যে এ যুক্তি প্রবল থাকিলেও, ললনার সম্মুখীন হইতেই সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল! ললনা অন্যদিনের মতই তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

এস মাসীমাকে দেখ্‌বে না?

জ্ঞান হ'য়েছে?

হুঁ—এস।

পৃথ্বীরাজ দেখিল বৃদ্ধা সহজ ভাবেই কন্যার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন! ললনা বলিলেন—মাসী মা, এঁরই কথা মা বল্‌ছিলেন।

পৃথ্বীরাজ অকারন সন্ত্রস্থ হইয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার কথা কেন উঠিয়াছিল জানিবার আগ্রহ হইলেও, সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

মাসীমা বলিলেন—এস বাবা এস। আমার বোনের কাছে তোমার সুখ্যাতি যে কত শুনলুম, কি আর বল্‌ব। বস, বস—এইখানটায় বস। শুক্তি, একটু সরে বস্‌ ত মা।

শুক্তি নত আননে সরিয়া বসিল। ললনা বলিলেন—ঠাকুর পো, বস, চা খাইয়ে আস্‌ছি আমি।

শুক্তি বলিল—বৌদি'—

ললনা বলিলেন—পাবি, পাবি। কি গো, একটু খাবে নাকি?

ললনা হাসিয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার কটাক্ষে পৃথ্বীরাজ রাঙা হইয়া উঠিল।

মাসীমা বলিলেন—কাল তুমি রাত্রে ছিলে বুঝি?

পৃথ্বীরাজের গলা দিয়া কথা বাহির হইল না। শুক্তি বলিল—হাঁ কিছুক্ষণ ছিলেন।

মাসীমা বলিলেন—আমার জ্ঞান হ'য়েছে, তখন বারটা হ'বে না-শুক্তি? কেন যে এ-রকম হল—বুঝতে পারছি নে।

শুক্তি বলিল—হ'বে না। সঙ্গে গঙ্গাজল ছিল, তবু দু'দিন দু'রাত্রি কি মুখে কিছু দিয়েছ। একেই তোমার শরীর যে—তার ওপর উপোস—হ'বার আর আশ্চর্য্য কি! নয়?

এ প্রশ্ন কাহাকে জানিবার জন্য যেই পৃথ্বীরাজ চক্ষু তুলিয়াছে—সুন্দরীর হাসি হাসি নৃত্যশীল চক্ষু দুটি তাহারই পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে না পারিল উত্তর দিতে! না পারিল চক্ষু নামাইয়া লইতে!

শুক্তি আপন মনেই বলিতে লাগিল—পথে ঘাটে অত কি আর করতে আছে।

মাসীমা বলিলেন—না রে পাগ্‌লী, তা নয়। এদানী শরীরটে বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে কি-না—তার ওপর দুশ্চিন্তাও ত বড় কম নয়। বুঝলে বাবা—তোমা······

পৃথ্বীরাজ।

বেশ নামটি, পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ, আমার জামাই—ভাবী জামাই বিভাস বিলেতে কি-না—সর্ব্বক্ষণ সেই আমার ভাবনা।

পৃথ্বীরাজ দেখিল, মেয়েটি নতমুখে বিছানার চাদর পাকাইতেছে।

মাসীমা বলিলেন—বরাতে কি আছে যে জানি নে। একরত্তি ওকে নিয়ে ভেসেছিলুম, ওর একটা হিল্লে করে' যেতে পারলেই বাঁচি। যে বরাত আমার—বলে না, অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। শুনছি নাকি, সে বিলেতে কি এক 'কাণ্ড করে' বসে আছে। আমিই খরচ পত্র করে' তাকে বিলেতে পাঠিয়েছি কি না। আমার বরাতে বুঝি ঠাকুর গড়তে বাঁদর হয়।

কেন—কি হয়েছে?—কথাটা হঠাৎ পৃথ্বীরাজের মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

কি জানি বাবা, কি হ'য়েছে। সঠিক খবর কি পেয়েছি।

ললনা বাহির হইতে ডাকিলেন—শুক্তি!

শুক্তি তাড়াতাড়ি উঠিতেই পৃথ্বীরাজের হাতে পা ঠেকিয়া গেল।

এঃ—বলিয়া সে নত হইয়া দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মাসীমা বলিলেন—সে জায়গা নাকি বড় খারাপ। চারিদিকে প্রলো-

ভন। কিন্তু তুই বাপু গেছিস বিধবার পুঁজি ভেঙ্গে—তোর কি সে সব করতে হয়। তার ওপর তুই জানিস্ যে ঐ মেয়ে আমার তোর মুখ চেয়ে আছে।

শুক্তি এক পেয়ালা চা পৃথ্বীরাজের সম্মুখে নিঃশব্দে নামাইয়া দিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ আপত্তি করিতেছিল, কিন্তু শুনিবে কে? শুক্তি চৌকাঠ পার হইয়া গিয়াছে। মাসীমা বলিলেন—খেয়ে ফেল বাবা। আজ কাল চায়ের একটা রেওয়াজ হয়েছে। বুড় মাগী আমি, আমাকেই বৌমাটি আমার জিজ্ঞাসা করছিলেন সকালে, মাসীমা একটু খাব? ও শুক্তি, বাসি পেটে যে চা খেতে নেই, কোথা গেলি তোরা! ও বৌ মা!

ললনা খাবারের রেকাব আনিয়া বলিলেন—এই যে মা।—তাঁহার চোখে মুখে সেই চাপা হাসি।

ন'টা বাজিতেই পৃথ্বীরাজ উঠিয়া পড়িল। মাসীমা বলিলেন—ওবেলা এস বাবা। বুড় মানুষ গল্প করতে বড় ভালবাসি।

পৃথ্বীরাজ নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে গিয়া চমক ভাঙ্গিল, শুক্তি তখন কি করিতেছিল! দূর—আবার শুক্তি!

ললনা বলিল—আজ ত আর ভাত খাবে না ঠাকুর পো! চা লাগ্‌ল কেমন? আহা, বলে যাও, লক্ষীটি!

দ্বারের পার্শ্বে কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া সে দ্রুত নামিয়া গেল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিয়তি।

সেই গিয়াছিল, দশ বারোদিন পৃথ্বীরাজ সে পথে চলে নাই। কয়দিন অনন্ত বড়ই টানাটানি করিয়াছিল, ললনা অত্যন্ত রাগ করিয়াছে বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিল, পৃথ্বীরাজ নানা ছুতায় কাটাইয়া গিয়াছে।

জীবনে সে একজনকে ভালোবাসিয়াছে, অন্য রমণীর চিন্তাও তাহার পক্ষে দূষ্য। সে পুরুষ—একটু অসাধারণ বৈ কি। শুক্তির দিকে যে তাহার অন্তঃকরণ তাহাকে একটুও আকর্ষণ করে নাই তাহা নহে। যে মুহূর্ত্তে মনের এই দৌর্ব্বল্য সে বুঝিয়াছে সেইক্ষণ হইতেই সে সাবধান হইয়াছে। যদি তাহার অনুমান কিঞ্চিমাত্রায়ও সত্য হয়, শুক্তির মনের কতকটা সে জানিতে পারিয়াছিল। সাধারণ পুরুষের মত এই নারী-হৃদয়-জয়-শ্রীগর্ব্বে সে গর্ব্বিত হইয়া উঠিল না, বরং কুন্ঠিতই হইল। শুক্তির স্বামী—স্বামী বৈ-কি, বাগদত্তা ত বিবাহিতারই সামিল—আছেন, শুক্তির পক্ষেও ইহা অন্যায় তাহার ত কথাই নাই। শুক্তির মনের উপর তাহার কোনই হাত নাই, নিজের উপরে আছে ত।

সেদিন আফিসে আসিয়া দেখিল অনন্ত নাই। শুনিল, বাড়ীতে মাসীমা মৃত-প্রায়। সেও বাহির হইয়া পড়িল।

উপরে উঠিয়া দেখিল—মিসেস্ সেনের কোলে মাথা রাখিয়া মাসীমা শয়ন করিয়া আছেন। মিসেস্ সেন ইঙ্গিতে তাহাকে বসিতে বলিলেন।

শুক্তি মা'র পা দু'খানির উপর মাথা রাখিয়া বসিয়াছিল। ললনা একখানি পাথরের খলে ঔষধ মাড়িতেছেন, মিঃ সেন অদূরে বসিয়া

তাহাই দেখিতেছেন। ঔষধের পাত্রটি শ্বশ্রুর হাতে দিয়া ললনা শুক্তিকে বলিলেন—ছিঃ ঠাকুরঝি কেঁদ না।

শুক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা যে ফাঁকী দিয়ে পালায়, বৌ-দি।

ললনা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—না ভাই, মাসীমা সেরে উঠ্‌বেন।

মাসীমা জড়িতস্বরে বলিলেন—না বৌ-মা, আর ওকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিও না মা। শুক্তি মা-আমার! আমার কাল ফুরিয়েছে।

শুক্তি কাঁদিয়া বলিল—আমাকে কার কাছে ফেলে যাচ্ছ মা?

মাসীমা বলিলেন—কেন মা, যাদের হাতে তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি, তাঁরা ত তোমার পর নন্। তোমার মাসীমা, মেসোম'শায় দাদা বৌ-দি সুখের সংসারে রেখে যাচ্ছি মা।

মিসেস্ সেন গালে ঔষধটি ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, দিদি খেয়ে ফেল।

মাসীমা ভগ্নস্বরে বলিলেন—আর ওষুধ কেন বোন্! একটু গঙ্গাজল দাও।—সেন ম'শায় কৈ?

মিঃ সেন বলিলেন—এই যে দিদি, আমি রয়েছি।

ভাই তুমি রইলে আমার শুক্তিকে দেখ। যা শুন্‌ছি যদি সত্য হয় বিভাসের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। তুমি একটি সুপাত্র দেখ···

দিদি পরের কথা শুনে কেন তুমি কষ্ট পাচ্ছ? বিভাস বড় ভাল ছেলে, সে কি এ কাজ করতে পারে।

কি জানি ভাই, বিদেশ, প্রলোভনের জায়গা। আর মৃত্যুঞ্জয় বলেছিল যে তারা এক কালেজেই পড়ত এক বাসাতেই থাকৃত—এদানী স্বভাব চরিত্র কেমন হ'য়ে গেছে বলেই সে বাসা ছেড়ে যায়। আমাদেরও

এদানী চিঠিপত্র তেমন লিখ্‌ত না। এতটাকা ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল। ওর বরাত। আমি চেষ্টার ত ত্রুটী করি নি……

দিদি, তাই যদি হয়, দেশে সুপাত্রের অভাব কি?

নিশ্চিন্ত হ'লুম, ভাই, নিশ্চিন্ত হ'লুম। এখন আমি সুখে মরতে পারি। সেন ম'শায়—সেই ছেলেটি……

কার কথা বলছ দিদি?

সেই যে—তোমার আফিসে কর্ম্ম করে। নামটি মনে পড়ছে না। চমৎকার ছেলেটি।

এই যে দিদি সে তোমার মাথার সামনে বসে আছে।

পৃথ্বীরাজ অভিভূতের মত চাহিতেই দেখিল, সেই মাত্র অশ্রুসজল মুখখানি তুলিয়া শুক্তি তাহারই পানে চাহিয়েছে। সেই দু'টি আয়ত সজল নেত্রে কি এক অব্যক্ত কাতরতা ফুটিয়া রহিয়াছে।

মাসীমা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মিসেস্ সেন বলিলেন—আবার রক্ত চল্‌ছে।

পাশের ঘরে দুইজন ডাক্তার, একজন কবিরাজ বসিয়াছিলেন—তাঁহারা ছুটিয়া আসিলেন। নাড়ী ধরিতেই কবিরাজের মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

শুক্তি চীৎকার করিয়া জননীর বুকে আছাড় খাইয়া পড়িল।

মিঃ সেন বলিলেন—পৃথ্বী, অনন্তকে খবর দাও।

পৃথ্বীরাজ বাহির হইয়া গেল।

অনন্ত লোকজন লইয়া ঘরে ঢুকিতেই শুক্তি বলিয়া উঠিল—ওগো এখনি তোমরা আমার মা'কে নিয়ে যেও না গো। আমার মা এখনো মরে নি গো। মা—মা—বলিয়া সে বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনন্ত ললনাকে ইঙ্গিত করিতেই, ললনা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল – মা'র অমঙ্গল কর না ঠাকুরঝি। কেঁদে কি করবে বল। মা স্বর্গে যাচ্ছেন, এস আমরা সে পথে ফুল ছড়াতে ছড়াতে তাঁকে এগিয়ে দিই।

ললনা, সংসারানভিজ্ঞা বালিকা তুমি। মাতৃহারার কি সান্ত্বনা আছে। কথার ইন্দ্রজাল কি মাতৃশোক দমন করিতে পারে!

পৃথ্বীরাজ মৃতার বুক হইতে শুক্তিকে তুলিয়া মেজেয় শোয়াইয়া দিল। ললনাকে বলিল—বৌদি কিছুক্ষণ ওকে কাঁদতে দাও।

শুক্তি দুই হাতে তাহার পা দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ওগো দোহাই তোমার। আর একবার দেখ্‌তে দাও, একবার—শেষবার আমার মা'কে দেখে নি!

পৃথ্বীরাজ নামাইতে বলিল। শুক্তি আবার সেই বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। পৃথ্বীরাজ দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া মিসেস্‌ সেনের কোলের কাছে শোওয়াইয়া দিয়া অন্য সকলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

মিসেস্‌ সেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন—দিদি, মরবার জন্যেই কি আমার বাড়ীতে এসেছিলে দিদি! তোমার কেউ আত্মীয় ছিল না বলে কি মার পেটের বোনের কাছে ছুটে এসেছিলে—মরতে!

বাহির হইতে শব্দ উঠিল, বল হরি—হরিবোল্‌!

শুক্তি লাফাইয়া উঠিল—মাসীমা! আমার মা কৈ, মাসীমা?

মিসেস্‌ সেন তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন—এই যে মা, আমি তোমার মা!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মময় জীবন।

যেদিন সুধীশচন্দ্র বিশহাজার টাকার নোট সুজন মিত্রের হাতে দিয়া আসে, সেই রাত্রেই হৃদ্‌রোগে সুজনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সুজন মৃত্যুকালে বার বার সেই ঋণের কথাই বলিয়াছিলেন, এবং অসময়ে দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই যে সুধীশ এই টাকাটি দিয়া গিয়াছে মুমূর্ষু তাহাও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। বিধবা পত্নী অবিবাহিতা যুবতী কন্যা এ সকলের কথা তাঁহার সে সময়ে মনে ছিল কি না অন্তর্যামী জানেন, ঋণী থাকিয়া মরিতে হইল বলিয়া তাঁহার আপশোষের সীমা ছিল না।

পিতার মৃত্যুর পর যখন হিন্দোল দেখিল—তাহার চতুঃপার্শ্বে যত দূর তাহার দৃষ্টি যায়—কোথায় কোন আশ্রয়ের সন্ধান নাই, তখন সে নিজেকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। অসময়ে ঝড়ের পরে কুলায় ফিরিয়া পক্ষী যখন দেখে তাহার বাসাসমেত শাখাটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার যে অবস্থা হয় হিন্দোলেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। কিছুক্ষণ ভগ্ন শাখার পানে সজল নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া পাখী যেমন আবার নূতন বাসা বাঁধিবার উদ্যোগী হয়, হিন্দোল পিতার মৃত্যুর পর নিজকে দৃঢ় করিয়া তুলিল।

প্রথমেই সে একদিন সুধীশকে ডাকিয়া পাঠাইল। সুধীশ আসিলে নোটের তাড়াটি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—কুড়ি হাজার গুণে নিন্।

না গুণিয়াই সুধীশ রহস্যচ্ছলে বলিল—কি হবে? কোম্পানীর কাগজ কিনবে?

হিন্দোল বলিল—আপনার টাকা; বাবাকে যা দিয়েছিলেন।

সুধীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তাঁর দেনা ?

হিন্দোল স্থিরকণ্ঠে কহিল, সে শোধ করবার অন্য উপায় আছে, বিশেষতঃ জেঠাইমা এখন আমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব। তারপর সুধীশচন্দ্র বলিল, টাকাটা থাক্-না—ফেরত দেবার এত তাড়া কেন ?

হিন্দোল বলিল, থেকে কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ—অপনার না, না—গরীবের ঘরে অত টাকা নিরাপদ নয়।

সুধীশ আর কোন কথা বলিবার আগেই হিন্দোল বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে মেয়ে স্কুলের মেম শিক্ষয়িত্রী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। জেলার মিশনরিগণ আসিয়া তাঁহার সমধিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দোল সংবাদ লইয়া জনিয়াছিল পৃথ্বীরাজ সেন-মহাশয়কে স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিল। সে সেন মহাশয়ের গৃহে গিয়া আবেদন জানাইল।

সেন মহাশয় প্রফুল্লকণ্ঠে কহিলেন, বেশ ত মা। তোমার যথেষ্ট শিক্ষা আছে, আর গ্রামে যদি পাই, বাইরে যাব কেন ? আমি এখনই অমিতাকে বলছি। পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মধ্যে যে উন্নতির ভাব দেখা গেছে এ ও আশার কথা বল্‌তে হবে বৈ কি ! কিন্তু মা তোমার মা ছাড়া অন্য আত্মীয় স্বজন ত আমি দেখ্‌ছি না, তাঁকে সম্মত করতে পেরেছ ?

হিন্দোল বলিল, মা এখনও জানেন না। তবে আমি জানি তিনি অসম্মত হবেন না। কারণ, এই তিনটি প্রাণীর জীবনধারনের কোনই [illegible]য় নেই।

সেন মহাশয় বলিলেন—না না ও কথা বল না মা। তোমার বাবা গেছেন, আমি জেঠামহাশয় ত আছি, তোমাদের উপর আমার স্নেহ কি

গেছে মা! তোমার বাবা অসময়ে আমার টাকা নিয়েছিলেন, শোধ করতে পারেন নি বলে কি আমি তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করব। তোমার জেঠামহাশয়কে কি তুমি ইতর মনে কর মা!

হিন্দোল বলিল—না জেঠামশায় আপনি দেবতা।

সেন মহাশয় বলিলেন—না, না দেবতা নই, তবে আমার প্রাণের দেবতা আমাকে নিয়ত তাঁর সত্য বাণী শোনোচ্ছেন। একদিন বড় আশা করেছিলুম মা যে তুমি আমার পুত্রবধূ হ'বে; তিনিই নিষেধ করলেন। বোধ হয়—তাতে তোমারও মঙ্গল সাধিত হয়েছে।

ঝড়ে নদীবক্ষে ক্ষুদ্র তরণীর মত হিন্দোলের বক্ষ দুলিয়া উঠিতে লাগিল, সে নীরবে বসিয়া রহিল।

সেন মহাশয় বলিলেন—তিনি যা করেন সব আমাদের মঙ্গলের জন্য। সে কথা থাক্—আমি অমিতাকে বলছি সে এখনই তোমাকে নিয়োগ পত্র দেবে'খন।

অল্পক্ষণ পরে অমিতারঞ্জন একখানি কাগজ হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিল—হিন্দোল, তুমি কাজ করবে?

হিন্দোল বলিল—যদি পাই। তাতে আমার অগৌরব নেই।

অমিতার আরও বলিবার ছিল, বলা হইল না। সেন মহাশয় অমিতার হাত হইতে কাগজ খানি লইয়া,সহি করিয়া হিন্দোলের হাতে দিয়া বলিলেন নাও মা-লক্ষ্মী। বড় সন্তুষ্ট হ'লুম মা। এই ত চাই। কর্ম্মময় জগৎ, বসে থাকা কারো উচিত নয়। সব কাজের মধ্যেই তাঁর সাড়া আছে। কাজ করা শুধু নিজের জন্যে নয়, তাতে করে তাঁকেও প্রসন্ন করা হয়।

হিন্দোল ভক্তিভরে তাহার চরণে প্রণত হইল।

অমিতা বলিল—স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কতগুলো নিয়ম······

সেন মহাশয় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—কিছু দরকার নেই। লোকনিন্দা, লোক-লজ্জা সব এড়িয়ে যে মেয়ে সে কাজ নিতে পারে, তা'কে নতুন করে কিছু বলতে হ'বে না। মা হিন্দোল, বৃদ্ধের এই কথাটি শুধু মনে রেখো, যে কাজই কর, তাঁর। পৃথিবীতে সব কাজেই কর্ম্মী তিনি, আমরা যন্ত্র মাত্র।

হিন্দোল আবার প্রণাম করিল। উঠিয়া বলিল—চলুন জেঠামশায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গোয়েন্দা।

রামসদয় সিংহ বহুদিন যাবৎ পুলিসের গোয়েন্দাবিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন। অনেক বড় বড় খুনী মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু এমন কঠিন মোকর্দ্দমা তিনি কখনও দেখেন নাই।

প্রথমতঃ—হরিপ্রসাদ বোস্‌কে হত্যা করিবার কারণ কি? যৌবনে তিনি অত্যাচারী জমিদার ছিলেন; সেই সময়ে তাঁহার আরও অনেক দোষ ছিল, তন্মধ্যে চরিত্রদোষ সর্ব্বপ্রধান,—কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি ত সংসারে একরকম নির্লিপ্তই ছিলেন। যৌবনের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে কেহ হত্যা করিবে এমন বোধ হয় না। আর ইদানীং ত তাঁহাকে বাহিরের কেহ দেখিতেও পাইত না।

তিনি মনিব হিসাবে খারাপ ছিলেন না, মিষ্টভাষী মৃদু প্রকৃতি না হইলেও কাহারও রুটি মারিতেন না। কাজেই ভৃত্যবর্গের দ্বারা এ কাজ হওয়া অসম্ভব। তবে কে? এক সন্দেহ হইতে পারে পলাতক নিরুদ্দিষ্ট পৃথ্বীরাজকে! সেই কলহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে দশখানা গ্রাম যেরূপ বলে তাহাতে তাহাও সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ—ছোকরা গেল কোথায়? তাহার সন্ধান হইলেও কতকটা আশা হয়। কিন্তু তাহারও ত উপায় দেখি না। যদি সত্যই তর্কের খাতিরে তাহাকেই হত্যাকারী বলা যায়, সে ত অজ্ঞাতবাস করিবেই। এতদিনে বোধ করি কোথাও একটা চিমটা লোঠা লইয়া প্রেমানন্দ গিরি মহারাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিশ্চয়ই--সন্দেহ নাস্তি। তবেই ত! সন্ন্যাসী দেখা—আর ধরা? তাই বা হয় কি করিয়া সে হ'তেই পারে না। কিন্তু হওয়া ত চাই-ই। বৃদ্ধ বয়সে রিটায়ারের সময় কি বদনাম লইয়া যাইত হইবে! তাই বা হয় কেমন করিয়া?

সুধীশ তাঁহার বাসের জন্য বাগান বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। তিনি সেখানেই থাকেন, কদাচিৎ গ্রামে বাহির হন্। গ্রামে টিকটিকির উপর লোকে যে কিরূপ সদয়—তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। মাঝে মাঝে সুধীশ আসিয়া তাগাদা করে'—কি ম'শায়, কতদূর হ'ল?

রামসদয় হাসেন, বলেন—সময় না হ'লে কি হয়।

সুধীশ বলে—কিন্তু আমি যে গেলুম।

রামসদয় হাসিয়া উত্তর দেন—ভোগ, আপনারও আমারও। আমার কর্ম্মভোগ, আপনার রাজভোগ।

সেদিন সন্ধ্যার পরেই খামারগাছি ষ্টেশনে হাজির হইয়া রামসদয় ষ্টেশন-মাষ্টার বাবুকে বলিলেন ম'শায় একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে

আসতে হ'ল। মাষ্টার বাবু কহিলেন কি দরকার?—ইনি এসিসটাণ্ট। বয়স হইয়াছে। লোকটি খর্ব্বাকার, কৃষ্ণবর্ণ। নাইট ডিউটি করিয়া করিয়া দেহের এই অবস্থা হইয়াছে। সোণার রঙ (তাঁহার স্ত্রী কথিত) ঝুল হইয়াছে।

রামসদয় জিজ্ঞাসিলেন আপনি ষ্টেশন-মাষ্টার?

লোকটি বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—কি দরকার তাই বলুন না?

রামসদয় বলিলেন—তবে হ'ল না। এসিসটাণ্ট বাবুকে আমার দরকার।

কি মুস্কিল! দরকারটা কি ভেঙ্গেই বলুন না।

আপনি যে কে তাই যখন স্থির হ'ল না, তখন বলি কি করে?

তবে—বাইরে যান। কাজের সময় বিরক্ত করবেন না।

আচ্ছা—আপনি কাজটা সারুন, আমার তাড়া নেই, বসছি আমি—বলিয়া রামসদয় মাষ্টার বাবুর সম্মুখের চেয়ারখানিতে বসিলেন।

এসিসটাণ্ট বাবু চক্ষু [illegible] করিয়া বলিলেন—go out go out—যান্ বল্‌ছি, এই রামখেলওয়ান, রাম—

বাহির হইতে রামখেলওয়ান শুখা টিপিতে টিপিতে উত্তর দিল—কাহে? এ গোপাল বাবু?

একজন অপরিচিতের সমক্ষে পয়েণ্টস্‌ম্যান রামখেলওয়ান কর্ত্তৃক এই ভাবে সম্বোধিত হইয়া গোপালবাবু ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন তোমরা বাপ্-কা সাদী হ্যায়!

রামখেলওয়ান কোম্পানীর চাকর,—লোটা ভরসা করিয়া সে দেশ ত্যাগ করিয়াছিল, অদৃষ্টক্রমে অধুনা বিশ পঞ্চাশ টাকা নগদ লোককে ধার

দিয়া থাকে—সে দাঁতে শুখা টিপিয়া থুথু ফেলিতে ফেলিতে আসিয়া বলিল—হুয়া ক্যা? মেজাজ দেখলাতা হুঁ!

গোপাল বাবু বলিলেন—তোমকো নামসে হাম রিপোর্ট কর দেতা অভি।

রামখেলওয়ান হাসিয়া বলিল—আরে বহুৎ রিপোর্ট হাম দেখা হ্যায়। করিয়ে, করিয়ে। একঠো কাহে? বিশঠো, তিশঠো করিয়ে!

গোপাল বাবু আর কিছু বলিলেন না। একখানি বালির কাগজে খস্ খস্ করিয়া কি লিখিলেন। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া রামসদয়কে বলিলেন—আপনি বাইরে যাবেন কি না?

রামসদয় কহিলেন—যদি বলি—না?

গোপাল বাবু বলিলেন—বের করে দেব।

রামসদয় বলিলেন—দরওয়ান ত বেশ জবাব দিয়ে গেল। এবার কি নিজেই চেষ্টা করবে?

গোপাল বাবু খপ্ করিয়া রামসদয়ের দক্ষিণ বাহু ধরিয়া বলিলেন—বেরোও—

আর বলিতে হইল না। আঁ—আঁ করিতে করিতে ছিটকাইয়া পাঁচ হাত দূরে ভূতলে পতিত হইলেন।

রামদয় বলিলেন—এইবার উঠে এসে বস।

বসব! দাঁড়াও—তোমাকে পুলিসে দিয়ে বসব।—বলিয়া তার ফারম লইয়া ব্যাণ্ডেল জংসনের জি আর পি-কে টেলিগ্রাফ লিখিতে লাগিলেন।

রামসদয় বলিলেন—দেখছ?

গোপাল বাবু চাহিয়া দেখিলেন—পিস্তল। ঘোড়া উঠিয়াছে, পড়িলেই—!

উঠে এসে—এই খানে বস।

গোপাল অতি সুবোধ। বসিলেন, বসিয়া ভাবিলেন, মাষ্টার মহাশয়, তাঁর বাবু ও বুকিং বাবুকে খবর দিবার উপায় কি?

এইবার বল—তুমি মাষ্টার না তাঁর এসিসট্যাণ্ট?

আমি এসিসট্যাণ্ট?

নাইট ডিউটি তুমিই কর? মাষ্টার করে না ত?

আমিই করি।

আচ্ছা—১৫ই ডিসেম্বর রাত্রে যে গাড়ী ছিল, তা'তে ক'খানা টিকিট বিক্রী হয়েছিল, বলতে পার! রাত্রে ত তোমার একখানা গাড়ী?

হাঁ। টিকিট - টিকিট—পাঁচখানা বিক্রী হয়েছিল।

কি করে' বুঝলে?

আমার খাতায় আছে।

দেখি—খাতা।

গোপাল ইতঃস্তত করিতেছিলেন। প্রাণে যথেষ্টই ভয় আছে। এদিকে কোম্পানীর আইন, অন্যদিকে গুলিভরা পিস্তল। প্রাণ বাঁচিলে অন্য কথা। গোপাল খাতাখানি টানিয়া রামসদয়ের সম্মুখে ধরিলেন। রামসদয় পকেট হইতে চশমা ও একখানা কার্ড বাহির করিয়া গোপালের হাতে কার্ডখানি দিয়া চশমা পরিতে লাগিলেন। শরৎ কালের আকাশের মত গোপালের মুখে যে অনেকগুলি রং খেলিয়া গেল, তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বুঝ্‌লে?

গোপাল অনুনয়পূর্ণস্বরে কহিল—তাই ত রামসদয় বাবু···

রামসদয় বলিলেন—হাত কচলাতে হবে না, বস। হ্যাঁ—কি করে' বঝলে?

এই যে দেখ্ছেন—ক্লোজিং—এটা ভোরবেলা আমার ডিউটি অফ্ হ'তে আমিই ক্লোজ করে যাই। তার পর এই ক্লোজিংটা সমস্ত দিনের আরনিং সেদিন হ্যাঁ—তার বাবুর সহি—তার বাবু ক্লোজ করেছিলেন। তার পর আমি ছ'টার সময় অন্ ডিউটি হ'য়ে 93 upএর সেল করেছি—পাঁচ খানা।

বল্তে পার কোথা কোথাকার টিকিট বিক্রী হ'য়েছিল ?

পারি। দেখি—দু'খানা সেওড়াপুলি—ঐ পাটের দালালরা, এক খানা বাংসবাটি—

* বাংসবাটি কোথা আবার ?

এই যে—একটা ষ্টেশন পরেই।

ও-হ। বাঁশবেঁড়ে তাই বল।

আমাদের ম'শাই বাংশবাটি লেখা আছে।

আচ্ছা—তিনখানা হ'ল, আর দু'খানা ?

আর একখানা এলাহাবাদ, একখানা হাওড়া।

রামসদয় বলিলেন—হাওড়ারই বা কোন্ ক্লাশ, এলাহাবাদেরই······

গোপাল বলিলেন—এলাহাবাদ ইণ্টার হাওড়া থার্ড।

রামসদয় বলিলেন—আচ্ছা।

ভাবিলেন—এইটি চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। হওয়াই সম্ভব। প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা—মরগে পাপী যথা তথা। একটু বদলে নিলেও হয় প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, রাখ্গে গিরি দীর্ঘ জটা! মেলে!

গোপাল সবিনয়ে কহিলেন—আর কিছু ?

রামসদয় বলিলেন—আর ? আর কি ? তোমার কাছে দেশলাই আছে ? দাও ত চুরুট-টা ধরিয়ে নিই।

আনিয়ে দিচ্ছি, এই ভেণ্ডার, ভেণ্ডার!

থাক্—আর তোমার ভেণ্ডারকে ডেকে কাজ নেই বাপু। তোমার নামটি কি?

আজ্ঞে—গোপালচন্দ্র দাস ঘোষ।

দাসটি বলে ভালই করেছ। হ্যাঁ—এলাহাবাদের টিকিট-টা কোন্ ক্লাসের বললে গোপাল?

আজ্ঞে—এই এই (খাতা দেখিয়া) ইন্টার। আমার মনে হ'চ্ছে··· একটি খুব লম্বা চৌড়া লোক—

খুব চৌড়া নাকি না-কি! তোমার ঐ খাট্ খানার মত হ'বে?

আপনি রহস্য করছেন। সত্যি লোকটা খুব মোটা সোটা—সুপুরুষ।

রামসদয় হাসিয়া কহিলেন—এটি ত দেখছি মনে আছে।

গোপাল বলিল—একে ত পাড়া গাঁ ষ্টেশন, ভদ্রলোক ত খুবই কম দেখা যায়, রাত বিরেতে কি না।

রামসদয় বলিলেন—হাঁ। দিনের বেলা তোমার ত বেরুবার যো নেই—সেই······জাত কি-না।—বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

গোপাল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বলিলেন—আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। ছাঁ পোষা লোক—

সেই জন্যই ত পিস্তল মুড়ে ফেল্লাম। পিঠটায় কি গোপাল?—বলিয়া রামসদয় প্রস্থান করিলেন।

পরদিন ডিউটি অফের সময় ছোটবাবু 'টিক্‌টিকি জব্দের' গল্প বলিয়া বাহবা লইয়াছিলেন, কিন্তু রামখেলওয়ান তাঁহার অনুপস্থিতে গল্পটি যেরূপ বলিয়াছিল, শুনিলে ছোটবাবু নিশ্চয়ই তাহার নামে অচিরাৎ রিপোর্ট করিয়া দিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামসদয়ের চিন্তা।

এ-এস্-এম্ জি সি দাস ঘোষ প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই বেলা একটার সময় পাঞ্জাব মেল ট্রেণখানি এলাহাবাদ ষ্টেশনে থামিতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি কামরা হইতে রামসদয় সিংহ নামিয়া পড়িলেন।

থানায় তারে খবর দেওয়া ছিল, ভোজনাদি শেষ করিয়া রামসদয় এলাহাবাদ সহর পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। কর্ণেলগঞ্জে একটি পার্কের মধ্যে একটু নিরিবিলি স্থান খুঁজিয়া বসিয়া পড়িলেন।

চিন্তা—এসে ত পড়া গেল—এলাহাবাদে। তার পর কতদূর কি হয়? কিছু না হয়, সঙ্গম স্নানটা ত হ'বে। উঃ আস্‌বার দিন কলকাতায়, মেয়েরা একেবারে কি রকম ধরে' বসল। আরে, পথি নারী বিবর্জ্জিতা এটা কি তা'দের কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। গিন্নী ত যে রকম চটেছেন—দেখে এসেছি—ফিরে গিয়ে, বরাতে দুঃখ আছে। বললুম, গিন্নী তোমার কি এরই মধ্যে তীর্থ করবার বয়েস হ'য়েছে? লোকের কর্ত্রীরা কম বয়েস বল্লে সুখী হয়, আমার অদৃষ্টে ঠিক উলটো। আমার তিনি বল্‌লেন—আবার বয়েস কবে হ'বে? গঙ্গায় গেলে?—আমি বললুম—বালাই, ষাট্। মুখে যাই বলি, আমার চেয়ে তিনি আর ক' বছরেরই বা ছোট! তিনি চার বছর বই ত নয়। নাঃ এইবার রিটায়ার্ড হ'য়ে ওদের নিয়ে একবার তীর্থধর্ম্ম করতে বেরুতেই হ'বে। খুনে বদমাসের সঙ্গে অনেক পাপ উপার্জ্জন হ'য়েছে, এইবার একটু পুণ্যার্জ্জন না করলে আর চল্‌ছে না।

তিনি ভাবিতেছিলেন—তা ত হল। এদিকের কি? বুড়ো কি একটা বদনাম নিয়ে যেতে হ'বে? সাহেবরা যে বলে 'সিঙ্গীর ভারী

টিপ্'—এটা ত ডুবে যায় দেখ্‌ছি। আচ্ছা ছোকরা কি কি উদ্দেশ্য নিয়ে আস্‌তে পারে? ধর—সে খুন করে নি—সেইটেই আমার বিশ্বাস—তা হ'লে তার কি উদ্দেশ্য থাকৃতে পারে? বিশ হাজার টাকার তার দরকার ছিল, এটা জানা গেছে, বেশ! বিশ হাজার টাকা সে কি করে' পেতে পারে? চুরী ডাকাতি করবে না। আর করলেও এলাহাবাদের পুলিস ত তীর্থ করছে না। তারা হাতসাজন্ত গয়ণা পরাত। তবে চাকরী! হাঁ তা হ'তে পারে? কিন্তু এত বড় চাকরী পাবে কোথায় যে তার বাগদত্তা স্ত্রী যে তার জন্যে অপেক্ষা করে' বসে আছে —তার বাপকে ঋণ মুক্ত করবে! বাপু, ছিলে মামার অন্নে, বালামের দর ত জানতে না। বিশ হাজার টাকা আসে কোথেকে। আচ্ছা এই লভ্‌টা কখনও চোখে দেখা হয় নি, ভারি ভুল হ'য়ে গেছে। এখন ত হয় না—সে সময়টা পেটের চিন্তাতেই কাটান হ'য়েছে, এখন মিছে ভাবা। উঃ কি বিষম ব্যাপার এই লভ্‌টা। তোমার মেয়েকে আমি ভালোবাসি। মামা দূর করে দিয়েছে, দিয়েছে—খেটে বিশ হাজার টাকা আনছি। উঃ! আর মামাটাকেও বলি বাপু, তুই ত নিজে এককালে একবারে মধুমক্ষিকেটি ছিলি। একেবারে মধুমক্ষিকে! না হয় ভাগে বেটা খেতই একটু মধু। তা তোর সইল না। যা—তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলুম।

ভাবিতে লাগিলেন—আচ্ছা, চাকরীই না হয় উদ্দেশ্য হ'ল। কি চাকরী তার নেবার সম্ভাবনা। ঠিক—ঐ যে আসবার সময় একটা রিক্রুটিং আফিস দেখেছিলুম বটে—সেখানে নেওয়াও অসম্ভব নয়। শুনেছি—খুব মোটা মাইনে দেয়। বাবাজী আমার—মোটার দিকেই যাবেন।

রামসদয় উঠিয়া পড়িলেন। একখানি একা লইয়া রিক্রুটিং অফিসে উপস্থিত হইয়া কার্ড দেখাইলেন। কিন্তু কাজ হইল না। ১৫ই হইতে ৩০শের মধ্যে কোন বাঙ্গালী ভর্ত্তি হয় নাই।

বাহির হইয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—তবেইত! ওঃ—ওটা আমারই ভুল। মেসোপটেমিয়া যাচ্ছেন না বাবাজী—সে যে বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই। সে সাহারার দেশে গেলে যে হৃদয়ও সাহারা হ'য়ে যাবে। এইখানেই কোথায় ঘুরছেন। আচ্ছা এমনও ত হ'তে পারে? হ্যাঁ—তা পারে বৈ কি!

রামসদয় একটি বিখ্যাত সংবাদ পত্রের আফিসে গিয়া একটি বিজ্ঞাপন ছাপিতে দিলেন, সেই রাত্রেই একটি ছোট বাড়ী ঠিক করিয়া থানা হইতে দ্রব্যাদি লইয়া গেলেন। দা'রোগা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—সিংহ মশায়, যান কেন?

রামসদয় বলিলেন—যাব না কেন তাই বল! এত হাঙ্গামা, হুজ্জত, তার ভেতর নিরীহ বেচারী আমি থাকৃতে পারি?

দারোগা হাসিলেন, C. I. Dর লোকের খেয়াল অন্য রকমের।

রামসদয় নূতন বাসায় আসিয়া বাহিরের ঘরটি একদিনে যথাসম্ভব ভাড়া করা চেয়ার টেবিলে সাজাইয়া ফেলিলেন।

পরদিন প্রভাতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইল:—

(চাই—একটি সওদাগরী আফিসে সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ পদের জন্য একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুস্থকায় যুবকের আবশ্যক। বাঙ্গালী বা যুক্ত প্রদেশবাসী বাঙ্গালী ও নূতন লোক হইলেও চলিবে। উচ্চ বেতন।... কর্ণেলগঞ্জ রোড এলাহাবাদ এই ঠিকানায় ১০টা এবং মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে শ্রীযুক্ত আর, এস, সিংহের নিকট সশরীরে আবেদন করুন।)

রামসদয় বিজ্ঞাপনটি পড়িতে পড়িতে নিজমনেই হাস্য করিতে লাগিলেন, বলিলেন—বাবাজী যদি সত্যই কর্ম্মপ্রার্থী হ'ন—এ চারে আসিতেই হইবে। বিজ্ঞাপনটি তাঁহারই উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছে। হা হা, নহিলে বাঙ্গালী বা যুক্তপ্রদেশবাসী বাঙ্গালী এবং নূতন—মানে আনাড়ী চাইব কেন ? আর বৈতনও উচ্চ—বিশ হাজার টাকা ত তোলা চাই।

দুইদিন কাটিয়া গেল। যে কয়জন কর্ম্মপ্রার্থী আসিল, সংবাদ দিব বলিয়া রামসদয় তাহাদের বিদায় দিলেন; কিন্তু যে মাছের জন্য চার ফেলিয়াছিলেন, সে অগাধ জলেই রহিয়া গেল।

তখন নূতন চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইল। যদি ইহার পূর্ব্বেই কোথাও সে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।—তবে আর আসিবে কেমন করিয়া ? সে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া নাই, ইহা রামসদয় বুঝিতেছিলেন। সে যেরূপ তেজস্বী যুবক, মাতুল পরিত্যক্ত হইয়া সে যে তাঁহার ধনসম্পদের এতটুকুও অংশ আনিবে না—তাহা তিনি বেশ জানিতেন। যদি সে সত্যই এখনও এলাহাবাদে থাকে, ত নিশ্চয়ই কোথাও একটা জুটাইয়া লইয়াছে।

আবার ভাবিলেন—কিন্তু কে-ই বা তাহাকে এত শীঘ্র চাকরী দিবে ! চাকরীর যেরূপ বাজার, একজন নূতন লোককে—যাহার কোন প্রশংসা পত্র নাই, আফিসের আ-ও যে জানে না—তাহাকে কে কর্ম্ম দিবে ? আমি দিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া আর কেহ দিবে কি ?

বলা যায় না। ছোকরা সুপুরুষ। এমন অনেক লোক আছে যাহারা রূপের মর্য্যাদা রাখে। বিশেষ করে অনেক বড় সাহেব ত আছেই। আমার কথাই ধরনা কেন।—ভাবিতে ভাবিতে তিনি মৃদু হাস্য করিলেন।

সেই চেষ্টাই একবার করিয়া দেখা যাক্। তারপর, নিষ্ফল হয়, যুক্ত বেণীতে স্নান করিয়া, না, না মাথা মুড়াইব না, বেশী জেদ করে এক-গাছা চুল দিয়ে—ডাউন মেলে চড়ে কলকাতা, তারপর গৃহে গমন, বেশ পরিবর্ত্তন এবং মানভঞ্জন। আর মিলে যায় বহুৎ আচ্ছা।

আচ্ছা—সে রামপুর থেকে বেরিয়েছিল,—১৫ই, ১৫ই-রাত্রের ট্রেণে ব্যাণ্ডেলে উঠে সে ১৬ই বা ১৭ই এখানে পৌঁছেছে—কেমন? ১৬ই পৌঁছিতে পারে না, পাঞ্জাব মেল ত ব্যাণ্ডেলে থামে না—১৭ই পৌঁছেছে। ১৭ই থেকে ২০শের খবরের কাগজগুলো জোগাড় করতে হ'বে। এই লণ্ডহর, লণ্ডহর! একঠো গাড়ী মাঙ্গাও।

রামসদয় মুকুর সন্নিধানে দাঁড়াইয়া টাই বাঁধিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্রেফ্‌তার।

ইণ্ডিয়ান অয়েল মিলস্ কোম্পানীর আফিস কক্ষে বসিয়া পৃথ্বীরাজ কতকগুলি চিঠির খসড়া করিতেছিল, ইংরেজী বেশ পরিহিত একটি ভদ্র-লোক আসিয়া বলিলেন—গুড মর্ণিং রায়বাহাদুর।

পৃথ্বীরাজ দাঁড়াইয়া উঠিল, সবিস্ময়ে বলিল—আপনি কাকে চান?

আগন্তুক পুনরায় বলিলেন—গুড মর্ণিং রায়বাহুর।

আমি রায় বাহাদুর নই, তবু গুড মর্ণিং। আপনি কাকে চান?

আপনাকেই।

আপনি ভুল করছেন। এখানে কেউ রায় বাহাদুর নেই।—একটু

দূরে অন্য একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট অনন্তের পানে চাহিয়া বলিল—আছে কি ?

অনন্ত কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে আগন্তক বলিলেন—শুধু রায় বাহাদুর নয়, রামপুরের জমিদার পৃথ্বীরাজবাবু স্বয়ং আছেন।

রামপুরের জমিদার---আমি কেন হ'তে যাব ?

এই দেখুন, সেটার উত্তর কি আমার দিতে হ'বে! তবে আপনি যে রায় বাহাদুর তা'র সন্দেহ নেই। এই অনার্স লিষ্টটা দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন।---বলিয়া তিনি ১লা জানুয়ারী তারিখের গেজেটখানি পৃথ্বী-রাজের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

অনন্ত উঠিয়া আসিলেন, বলিলেন—আপনি বসুন।—তাইত হে পৃথ্বীরাজ! এ তুমিই তাহ'লে ?

পৃথ্বীরাজ আগন্তকের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—আপনি কে ?

আমার নাম শ্রীরামসদয় সিংহ, আর পরিচয়, এইটে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন।

ডিটেকটিভ! তাই ত!

রায় বাহাদুর—

আপনি আমার নাম বলুন। ওর সঙ্গে আমি নিঃসম্পর্ক।

আপনি ত নিঃসম্পর্ক, কমলি লেকেন ছোড়তা নেহি। আপনাকে রামপুরে যেতে হ'বে।

রামপুরে! আর না।

রামসদয় হাসিয়া বলিলেন—আর না বল্লে কি চলে? কার ওপর রাগ করে আপনি মাটিতে ভাত খান বলুন। আপনায় মামা আর নাই।

পৃথ্বীরাজ লাফাইয়া উঠিল, বলিল—নাই ?

রামসদয় বলিলেন—না। তিনি মৃত!

পৃথ্বীরাজ বসিয়া পড়িয়া বলিল—মৃত!

রামসদয় বলিলেন—আপনি কি কিছুই জানেন না, রায় বাহাদুর। যে রাত্রে আপনি আসেন, সেই রাত্রেই তিনি—তাঁকে কে হত্যা করে।

হত্যা করে! হত্যা!

হত্যা!

না—না, কে এ কাজ করবে? তাঁর ত শত্রু কেউ ছিল না। কেউ না। হত্যা—আপনি কি বল্‌ছেন?

যা সত্য—তাই বল্‌ছি।

কে এমন নৃশংস কাজ করলে?

সে গোকুলে বাড়ছে। রায় বাহাদুর, সেই জন্যেই আপনার কাছে আসা।

পৃথ্বীরাজ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। সে মাতুলের স্নেহ ভোগ করিয়াছে—তাঁহার এই নৃশংস পরিণাম সংবাদ তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল।

রামসদয় বলিলেন—পুলিস সন্দেহ করে যে আপনিই......

আর বলিতে হইল না, পৃথ্বীরাজ আশ্চর্য্যের মত বলিয়া উঠিল—আমি!

অনন্ত বলিলেন—অসম্ভব।

রামসদয় বলিলেন—পুলিস সন্দেহ করে।

আমি! আমি কেন এ কাজ করব?

আপনি সে রাত্রে ঝগড়া করেছিলেন, মনে আছে। তিনি আপনাকে ত্যাগ করেছিলেন।

হ্যাঁ। তা'তে কি হ'য়েছে ?

পুলিস বলে—তাঁকে হত্যা করায় আপনারই স্বার্থ ছিল।

আমারই স্বার্থ ছিল। কেন—বিষয়ের জন্য ?

আপনিই বলুন।

পৃথ্বীরাজ নীরবে ভাবিতে লাগিল। অনন্ত নারায়ণ বলিলেন—I say Mr. Singh, this is absurd.

রামসদয় জিজ্ঞাসিলেন আপনি ?

অনন্ত বলিলেন—আমি সিনিয়ার ম্যানেজার ও প্রোপাইটার।

রামসদয় বলিলেন—আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সুখী হ'লুম। রায় বাহাদুরের সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য নেই, কিন্তু পুলিস বলে—

পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসিল পুলিস কি বলে ?

পুলিস বলে, যে আপনার সঙ্গে তাঁর কলহ হয়, আপনি তাঁর ধন সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হন। আর রাত্রি আটটার সময় আপনি তাঁর ঘরে লাঠি নিয়ে ঢুকেছিলেন। সিভিল সার্জ্জন মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশ করেছেন, ঠিক ঐ সময়েই আপনার লাঠিও মৃতের পার্শ্বে পাওয়া গেছল।

আমার লাঠি। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। লাঠি আমার হাতেই ছিল, সে কি ফেলে এসেছিলাম ? তা হ'বে। আর আটটা, আটটাই হবে।

রামসদয় বলিলেন—আমি জানি আপনি নির্দ্দোষ।

পৃথ্বীরাজ বলিল—সত্যি আমি কিছুই জানি না। আমি এত নীচ নই যে তাঁর বিষয়ের জন্য চিরদিন যিনি আমাকে অগাধ স্নেহ করতেন সেই মামাকে হত্যা করব।

রামসদয় বলিলেন—আর তাই যদি করবেন—আপনার মামা ত আপনাকে যাগযজ্ঞ করে' গ্রহণ করেছিলেন, হত্যা করে' জমিদার হয়ে বসলে কি কেউ আপনাকে সন্দেহ করত? কেউ না। আমি আপনাদের দেশে প্রায় দেড় মাস কাল বাস করে এয়েছি, রায় বাহাদুর, আপনার দুঃখে বনের পাখীও কাঁদে। সত্যি এর একটি কথা আমি বাড়িয়ে বলছি না। যদি আমি বলি সেখানকার এমন স্ত্রীপুরুষ কেউ নেই যে আপনাকে নির্দ্দোষ না বলে।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—কিন্তু এ হত্যা করলে কে?

পৃথ্বীরাজ বলিল আমি ত আপনাকে বলেছি, তাঁর কেউ শত্রু ছিল বলে' আমার ধারণা নেই।

রামসদয় অল্পক্ষণ পয়ে কহিলেন—রায় বাহাদুর, সেদিনের সব কথা আপনার মনে আছে?

নিশ্চয়ই আছে।

আপনাদের বাড়ীতে কে কে ছিল?

আমি চাকর বাকর নায়েব গোমস্তা সুধীশ, আর কে? না আর কেউ না।

আপনার মামা আপনাকে বলেছিলেন কি যে তিনি উইল পরিবর্ত্তন করেছেন?

হ্যাঁ বলেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন করেছিলেন, আমি জানি না।

করেছিলেন, সুধীশকে সর্ব্বস্ব দান করেছেন।

নইলে আর কা'কে দেবেন? বেশ করেছেন। সুধীশ যোগ্য ব্যক্তি।

রামদয়াল বলিলেন—চাকর বাকর হত্যা করবেনা, কারণ তারা প্রভুভক্ত; নায়েব গোমস্তার সঙ্গে আপনারই সম্পর্ক ছিল, তাঁর ছিল না, কেমন?

পৃথ্বীরাজ বলিল—হ্যাঁ।

সুধীশ করবে না, যেহেতু সে ত সমস্ত ধনসম্পদ পেয়েছে।

না পেলেও সে করত না।—he is very good man.

তাহ'লে বাকী রইলেন—আপনি!

পৃথ্বীরাজ নীরব। রামসদয় ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া বলিলেন—I am very sorry Rai Bahadur কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন, আমি আইনের চাকর।

পৃথ্বীরাজ বলিল, নিশ্চয়ই। হাতকড়ি দেবেন—দিন।—সে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল।

রামসদয় বলিলেন, না। তার দরকার নেই! আপনাকে বন্দী করতে হাতকড়ির দরকার নাই। অমনিই নিয়ে যেতে পারব। আজই রাত্রের গাড়ীতে যেতে পারবেন, রায় বাহাদুর?

পৃথ্বীরাজ বলিল—নিশ্চয়ই পারব।

অনন্ত বলিলেন—মিঃ সিংহ, আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে পারিবেন কি? আমার পিতা মিঃ সি সেনকে আমি একবার খবর দিই।

রামসদয় বলিলেন—খুব পারব! আপনি খবর দিন।

বাহিরে মোটর দাঁড়াইয়াছিল অনন্ত গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

মিঃ সেন পুত্রসমভিব্যাহারে আফিসে আসিয়া সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—অনন্তও চল্ল আজ কলকাতায় যতটাকা লাগে বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার লাগাতে বলে দিলাম। কিছু

ভাবনা নেই। পৃথ্বীরাজ যদি নির্দ্দোষ না বেরিয়ে আসে, এ পৃথিবী মিথ্যা। বৌমা শুক্তি, তোদের বড় লেগেছে মা! কি করবি বল। তা'র বরাতে কষ্টটা ছিল—কেউ ঘোচাতে পারে না। কিন্তু সে নির্দ্দোষ নির্দ্দোষ, নির্দ্দোষ।

কিন্তু হায়! সামান্য কিছুদিনের পরিচিত তরুণী দুইটি কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না। মিঃ সেন তাহাদের প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু শোক কি প্রবোধ মানে, না অশ্রু দমন হয়? তাহারা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। তুমি যতই শোক ভুলিবার চেষ্টা করিবে সে ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আগুনকে খোঁচাইয়া তেজ করিতে পার কিন্তু তাহার তেজ তোমাকেই দাহ করিবে। যতই চেষ্টা কর নয়নজল ফিরাইতে, সে আরও বেগে বহিবে।

এ সত্য আদি, অনন্তকালের সত্য!

নবম পরিচ্ছেদ

ব্যর্থ

সুধীশচন্দ্র রামপুরে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সকলেই স্বীকার করিতেছে খুব ছোট খাট বিষয়েও তাহার দৃষ্টি খুব প্রখর।

হরিপ্রসাদের আমলে গরুর গাড়ী ছিল, পৃথ্বীরাজের সময়ে বেগবান তেজস্বী অশ্ব দেখা গিয়াছিল, সম্প্রতি সুধীশচন্দ্র কলিকাতা হইতে দুইখানি

মোটরকার আনাইয়াছে। সে বলে রামপুরের স্বনামধন্য জমিদারের চাল বজায় রাখিতে হইলে এ সমস্তই অত্যাবশ্যক।

কিন্তু সুধীশচন্দ্রের মনে সুখ নাই। সে বলিয়া থাকে, পৃথ্বীরাজ আসিলে সে বাঁচে। যত দিন না আসে ততদিন বাধ্য হইয়া তাহাকে এই সকল ঐশ্বর্য্য বিলাসের সংস্পর্শে থাকিতেই হইবে। কিন্তু এ সমস্তই তাহার সুখের পথে অন্তরায়!

একদিন সে মধ্যাহ্নে হঠাৎ মেয়ে স্কুল পরিদর্শন করিতে গেল। হিন্দোল সে সময় ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙ্গাইয়া মেয়েদের বলিতেছিল—এই যে মানচিত্রে আঁকা দেশটি দেখ্‌ছ, এইটি হচ্ছে আমাদের দেশ। তোমাদের রামপুরের উপর একটা মনের টান আছে ত! তেমনি যাঁরা দেশহিতৈষী তাঁদের এই সারা দেশটার উপর টান আছে।

এই সময়ে সুধীশচন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া হিন্দোল বক্তব্য ভুলিয়া গেল। দেশের জমিদার, তাহার প্রদত্ত বৃত্তিতে স্কুল চলে—হিন্দোল কর্ত্তব্য বোধে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিল।

সুধীশচন্দ্র বসিয়া বলিল—এদের আজ ছুটি দিয়ে দিন!

মেয়েরা দাঁড়াইয়া উঠিল। সুধীশ বলিল—বাড়ীতে যদি জিজ্ঞেস করে কেন ছুটী হ'ল, বলবে—ইন্‌স্পেক্টর এসেছিল।

হিন্দোল বলিল—না বলবে, সুধীশবাবু এসে ছুটি দিয়েছেন।

মেয়েরা হুড় হুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুধীশ বলিল—তাতেও আপত্তি নেই। আমি তোমার কাছে এসেছি হিন্দোল।

কেন?

আমার প্রস্তাবটি আবার আমি ফিরিয়ে এনেছি।

কিসের প্রস্তাব ?

যে প্রস্তাবটি তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে।

ওঃ! সেই টাকাটার কথা বলছেন ? সে ত আমি বলে দিয়েছি আমার দেনা মেটাবার আপাততঃ ইচ্ছা নেই।

কিন্তু আমি যে তোমাকে মুক্ত না দেখলে সুখী হ'তে পারছি নে, হিন্দোল।

হিন্দোল রাঙা হইয়া উঠিল, সে আত্মসমর্পণ করিয়া কহিল—আপনার ত সৎ কাজের অভাব নেই। এই টাকাটা অন্য কাজে লাগিয়ে দিন।

সুধীশচন্দ্র কহিল—সে ত আছেই। সৎকাজে আমার ব্যয় কত তা' ত জান ? আমি ত কৃপণ নই—আর আমার টাকার পরিমাণও কম নয়।

হিন্দোল বলিল—কিন্তু এতে—আমি বলছি—আমার এ দেনাটার জন্যে আপনার······

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সুধীশ বলিল—তুমি বলবে ত —এত মাথা ব্যথা কেন ? এই ত! তার উত্তর এই যে আমি তোমাকে ভালবাসি।

হিন্দোল এক মিনিট নীরব থাকিয়া দীপ্তকণ্ঠে বলিল—আপনি যান! যান্ বলছি,······

নহিলে কি করবে ?

আমাকে একলা পেয়ে আপনি অপমান করতে সাহস করেন ? এ দুঃসাহস আপনার হ'ল কেমন ক'রে ?

সুধীশচন্দ্র প্রথমটা কথা কহিতেই পারিল না, তাহার পর নম্রকণ্ঠে বলিল—আমি তোমাকে অপমান করব হিন্দোল। এ-ও আমাকে শুনতে হ'ল। হা রে অভাগা আমি! হিন্দোল, যে লোক স্বেচ্ছায় তোমার পিতার

বিপদের সময় বুক এগিয়ে দিয়েছিল, যে তোমার বিপদের সময়ও এগিয়ে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নি, সেই আমি তোমাকে অপমান করব।

তাহার বিরস রক্তহীন মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিয়াই হিন্দোল ব্যথা পাইল। সুধীশ তাহার কি অন্যায় করিয়াছে, বরং সে যথেষ্ট ন্যায়ই করিয়া আসিতেছে। প্রথম সে যখন স্কুলে চাকরী নেয়, তখন সুধীশের যত্নেই না সে ছাত্রী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। আজ তাহাকেই কঠোর কথা বলিয়া সে বড়ই লজ্জানুভব করিতে লাগিল!

সুধীশচন্দ্র কহিল, হিন্দোল, তোমার উপকারে বা কাজে লাগা হয় ত আমার অদৃষ্টে নেই, কিন্তু আমি চেষ্টার ত্রুটী করি নি, তা বোধ হয় তুমি স্বীকার করবে? করছ—বেশ। সুখী হলুম।

আমি অকৃতজ্ঞ নই। চিরদিন আপনার মহৎ অন্তঃকরণ সাহ্লাদে স্মরণ করব।

আমার সৌভাগ্য। কিন্তু······

না না, আর কিছু বলবেন না! আপনি যা করেছেন, তা'তেই আমি অনুগৃহীত, আর বলবেন না। বলিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল!

সুধীশ কি ভাবিল। ভাবিয়া সে ও দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল—যে জন্য এসেছিলুম, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সস্ত্রীক শফরে বেরিয়েছেন। এখানেও আসবেন। আমি মনে করছি, তোমার স্কুলের পুরস্কার বিতরণ কার্য্যটা মেম সাহেবকে দিয়েই করিয়ে নেওয়া যাক্।

হিন্দোল বলিল—এই এতটুকু স্কুল—তার পুরস্কার বিতরণ। মেম সাহেব হাসবেন।

সুধীশ বলিল—হাসবেন কেন? আর আমরা তাঁদের উপযুক্ত আয়োজন করব।

হিন্দোল জিজ্ঞাসিল—আগে কে করতেন?

সুধীশ বলিল—ক' বছরের রিপোর্ট দেখলুম, পৃথ্বীই করেছিল, এ বছর সে ত নেই—আমি! তা আমি দাঁড়ালে গলা দিয়ে একটা শব্দও আমার বেরোয় না। পৃথ্বী সুবক্তা ছিল। বলিয়া সে হিন্দোলের পানে চাহিয়া রহিল!

তাহার কল্পিত বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন সে মুখের রেখায় দেখা গেল না। সে সহজভাবেই বলিল—তাই হোক্।

সুধীশ যাইতে যাইতে ভাবিল—যখন আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল আছে, তখন আর যাও কোথা তুমি। তোমাকে খাঁচায় পুরবই; জোর করে নয়, মতের মিল হ'তেই মনের মনের মিল, মনের মিল থেকেই একেবারে মিলে মিলে ছয়লাভ।

ভাবিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন অনেক অভাগ্যই হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

পৃথ্বীরাজকে ধরেছে।

বারোয়ারি তলায় প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া সভার স্থান হইরাছে। অপরাহ্নে সভা বসিবে। গ্রামের ছেলে মেয়েরা দুপুরবেলা ভাত খাইয়াই যাহার যাহা পোষাকী জামা কাপড় ছিল, পরিয়া বসিয়া আছে। ছেলে মেয়ে দুই স্কুলেরই পুরস্কার বিতরিত হইবে। পাড়াগাঁয়ে এমন ব্যাপার পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। গ্রামে সাহেব মেম যে কখনও আসে নাই, তাহা নহে। পূর্ব্বেও অনেকবার আসিয়াছিল, তবে সে সব সময়ে জমি-

দারদত্ত নধর জীববিশেষ ভোজন করিয়াই তাঁহারা জেলায় ফিরিতেন। এবার অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। কাজেই গ্রামের লোকের কৌতূহলের সীমা নাই।

সভামণ্ডপের এক পার্শ্ব চিক দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। মধ্যস্থলে উচ্চবেদিকা, তদুপরি টেবিল ও তিন চারিখানি কেদারা। নিম্নে চতুর্দ্দিকে আনক কেদারা।

ইহারই মধ্যে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে—শুধু রামপুরের নয়, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও লোক আসিয়াছে। সকাল সকাল গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অনেক কুলললনাও আসিয়াছেন—চিকের ভিতর হইতে ঠুং ঠাং গহনার শব্দ শ্রুত হইতেছে। বিদেশী পথিক অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে—কার দল গাইবে? 'গাওনা' নয় শুনিয়া ভাবিতেছে—তাহাপেক্ষা উচুদরের কিছু। এখনই হইবে শুনিয়া কেহ আসন সংগ্রহ করিয়া বসিয়া পড়িতেছে, কেহ চলিয়া যাইতেছে। একটি পাগলিনী শিবতলায় বসিয়া কি খাইতেছিল, সে মণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া একজন পাণ্ডাকে বলিল—আমাকে বস্‌তে দেবে গা?

পাণ্ডা চটিয়া লাল। পাগলিনী তাহার দক্ষিণ হস্তে কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল, কিন্তু কিছুতেই সে গেল না।

এই সময়ে ভোঁ ভোঁ করিয়া সুধীশের মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্য হইতে সুধীশ নামিয়া হাত ধরিয়া হিন্দোলকে নামাইয়া লইল।

সে আসিতেই পাগলিনীকে দেখিতে পাইল এবং তাহার কীর্ত্তিও শুনিল। তাহাকে একটি টাকা দিয়া বলিল—তুমি এখান থেকে যাও। এখানে সাহেব সুবো আসবে।

পাগলিনী বলিল—দেখি দেখি হাতটা দেখি।

সুধীশ বিরক্তভাবে বলিল—হাত দেখবার সময় এখন নয়—যাও।

রমণী নড়িল না, খপ করিয়া সুধীশের হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল—রক্ত, রক্ত। তোর টাকা আমি ছুঁই নে, ও টাকা নয়-রক্ত।

হিন্দোল এতক্ষণ সুধীশের পশ্চাৎ ছিল, অগ্রসর হইতেই রমণী একদৃষ্টে তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

হিন্দোল চিনিল, আর একদিন তাহাকে দেখিয়াছিল। ত্রিবেণীতে।

রমণী বলিল—শুনিস্ নি, শুনিস্ নি। তা শুন্‌বি কেন? পাগলীর কথা কি কেউ শোনে? কেউ শোনে না। যমও না। বলিয়া সে অদ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়িতে লাগিল।

সুধীশ নিমেষের জন্য একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই প্রফুল্ল ভাবে সভায় প্রবেশ করিয়া বলিল—সাহেব মেম এখনই আসছেন। আমি বাগানে গাড়ী পাঠিয়েছি। যখন তাঁরা প্রবেশ করবেন, সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের সম্মান দেখাবে।

ঠিক এই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং তাহার সহধর্ম্মিণী মোটরকার হইতে নামিয়া পড়িলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী বাঙ্গালী ধরণে একখানি বেনারসী শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিলেন। সকলে মেমকে দেশী বস্ত্র পরিহিতা দেখিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

সুধীশ স্কুলের শিক্ষকগণকে এবং হিন্দোলকে তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। সে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীকে মধ্যস্থলে বসাইয়া দিল।

প্রথমে দুইচারিটি বালিকা করজোড়ে একটি বন্দনা গাহিল। তাহার পরে সখের থিয়েটারের কয়েকটি বালক হারমোনিয়ম বেহালা বাজাইয়া একখানি আবাহন সঙ্গীত করিল।

মেম সাহেব তাহাদের ধন্যবাদ দিয়া পার্শ্বে রক্ষিত পুরস্কারগুলি বিতরণ করিয়া দিলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠিয়া গ্রামবাসী-গণকে জমিদার বাবুকে এবং হিন্দোলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

সভা ভাঙ্গিয়া গেল। ঠিক এই সময়ে কোথা হইতে একটা চীৎকার উঠিল—ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে। পৃথ্বীরাজকে পুলিসে ধরে এনেছে।

কৈ কৈ বলিয়া সেই জনসংঘ বাহিরের দিকে ছুটিল; চিক ঠেলিয়া রমণীগণ বাহির হইয়া আসিল। সকলেই যেন মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল—অধোবদনে বদ্ধহস্ত পৃথ্বীরাজ চলিতেছে, তাহার দুইপার্শ্বে ভীমকায় দুই লালপাগড়ী যাইতেছে।

ধরে এনেছে। এখানে নয় এখানে নয়, জেলায়, হুগলীতে!

হিন্দোলও শুনিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে একখানা খালি আসনে বসিয়া পড়িল। কয়েকমিনিট তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ভিড়ের মধ্যে তাহাকে কেহই লক্ষ্য করিতে পারে নাই, কেবল এক জন করিয়াছিল—সে সুধীশচন্দ্র।

সুধীশচন্দ্র সস্মিত মুখে বলিল—এস হিন্দোল তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিই—বলিয়া সে হস্ত প্রসারিত করিল।

হিন্দোল স্খলিতস্বরে বলিয়া উঠিল ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না সরে যাও। —তাহার কণ্ঠস্বর এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে কতগুলি লোক একসঙ্গে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

সুধীশ চট্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ময়না মরে নাই।

হিন্দোল অশক্ত চরণদ্বয়কে টানিয়া সভা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে যে সকলেরই লক্ষ্যের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বুঝিয়াও কোন মতেই সে অদৃশ্য হইতে পারিল না। সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হিন্দোল তাহা না দেখিলেও বুঝিতে পারিল, তাহাদের দৃষ্টি হইতে সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ত বিকীর্ণ হইতেছেই না বরং এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহার কল্পনা মাত্রেই তাহাকে অধিকতর জড় করিয়া ফেলিল।

সে সময় অমিতা আসিয়া তাহাকে না ধরিলে হয়ত সে পড়িয়া যাইত।

অমিতা তাহার বাম বাহু ধরিয়া বলিল—চল, বাড়ী যাবে ত ?

হাঁ না কিছুই সে বলিতে পারিল না। নীরবে অমিতার পাশে পাশে চলিল। কিয়দ্দূর আসিয়া অমিতা বলিল—শুনেছ ?

হিন্দোল উত্তর দিতে পারিল না।

সে টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই অম্বুজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন ওমা হিন্দোল বড় বিপদ মা বড় বিপদ।

একে ত হিন্দোল পূর্ব্ব হইতে ক্লান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। অম্বুজা বলিলেন, শুনেছি মা। শুনে আছড়ে পড়েছিলুম। এদিকে আর এক বিপদ।

কি মা ? আবার কি ?

সে যেন সকল রকমের বিভীষিকাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিল—আবার কি?

তোর পিসীমা এসেছে—মরণাপন্ন।

আমার পিসীমা! তিনি ত কাশীতে দেহত্যাগ করেছিলেন।

না—মা। তিনি জীবিত। এই দেখ্—সে।

হিন্দোল অতি কষ্টে উঠিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সেই পাগলিনী ভূতলে পড়িয়া আছে। জীবিত কি মৃত সে বুঝিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—এই আমার পিসীমা।

অম্বুজা চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন হ্যাঁমা ইনিই। আমরা জানতুম গেছেন, যান নি।

যাওয়াই ভালো ছিল মা।

পাগলিনী চক্ষু খুলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—কেন? তো'কে অভিশাপ দিইছি বলে? এখনও দিচ্ছি। আমাকে দেখে তোর ঘৃণা হচ্ছে? তোরও একদিন এই দশা হ'বে ঠিক ঐ রকম—

অম্বুজা বলিয়া উঠিলেন—ওকি দিদি, অমন কথা বল না।

রমণীর শীর্ণ ওষ্ঠাধরে ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল—এই যে দেখে এলুম, হাওয়াগাড়ী থেকে নামল দু'জনে হাত ধরাধরি করে! আমাকে সে একটা টাকা দিলে। সে কি আমি নিতে পারি—রক্ত! রক্ত! বৌ, তার হাতে—

অম্বুজা বলিলেন—না; না দিদি—সে নয়, সে নয়।

তবে কে? ত্রিবেণীতে যাকে দেখেছিলুম? কি জানি—দেখে ত মনে হয়নি, তবে সে ত তারই ভাগে!

রমণী একটু থামিয়া আবার বলিল—ওরা সব শয়তানের দল। কি যে না করতে পারে—তা জানি নে। যে বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীকে ফেলে—

দিদি! হয়েছিল?

হ'য়েছিল বৌ, হ'য়েছিল। এদেশে না- এখানে না, বাবা বিশ্বনাথের রাজত্বে নিয়ম মতে হ'য়েছিল।

দিদি দিদি। বড় অন্যায় করেছি বোন্। তোমাকে আমি যত্ন করতে পারি নি। সত্যি কথা বল্‌ব কি—তোমাকে ছুঁতে ইচ্ছে হয় নি। আমাকে ক্ষমা কর ঠাকুরঝি।

ময়না বলিল—কিছু দোষ কর নি বৌ। যা আমার প্রাপ্য তাই পেয়েছি। তার জন্য দুঃখ নেই। তবে আমাদের বিবাহ হয়েছিল।

হিন্দোল বলিয়া উঠিল—তবে তোমাকে ত্যাগ করলে কেন?

ময়না আর কথা কহিতে পারে না; অতিকষ্টে বলিল—আমার অদৃষ্ট। তোমার বাবা তাঁকে অপমান করেছিল, পা ভেঙ্গে দিয়েছিল—সেই রাগে—বৌ, জল একটু—একটু—

হিন্দোল ভাবিতেছিল—আজ পৃথ্বীরাজের মাতুল জীবিত থাকিলে—যাক্—সে চিন্তা আর কেন?

ময়না জল খাইয়া চক্ষু বুজিল।

অম্বুজা তাহার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। হিন্দোল তাহার পা দু'টিতে হাত বুলাইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হিন্দোল স্থিরচিত্ত।

লোকে শুনিল, ময়না মরিয়াছে—বলিল—মাগীর খুব পুন্থির জোর, বাপ 'পিতামোর'·ভিটেয় এসে মরল।

কেহ বলিল—পুণ্যি ত (একটা কল্পিত ডিম্ব), কাশীতে ছিল শুনুমু, সেখানে মরলে সদগতি হ'ত'—এল কি না মরতে এখানে।

অন্যজন বলিল—পাপীর কি কাশীতে মরবার যো আছে? সেই একটা গল্প আছে জানিস নে বুঝি? বল্‌ছি শোন্—এক বুড়ী কাশীবাস করছে। খুব দান ধ্যান করে, দেশ থেকে ছেলেরা টাকা কড়ি অনেক পাঠায়, বুড়ী সবই খরচ করে। সকলেই বলে—মাগী বড় 'পুণ্যিবাণ'। এখন হ'ল কি বুড়ীর খুব ব্যামো—দেশে ছেলেরা খবর পেয়ে ছুটে এল,—বড় বড় সাহেব ডাক্তার দেখাতে লাগ্‌ল—বুড়ী বেঁচে উঠ্‌লো। ক্রমে বেশ সেরে গেল। ছেলে বৌ নিয়ে কাশীতে খুব ঠাকুর দেবতা দেখে বেড়ায়—আবার আগের মতই। একদিন ছেলেরা বল্লে মা, ও পারটা ত দেখ্‌তে হ'বে। নৌকা ভাড়া করে' বুড়ী সব নিয়ে গেল ব্যাসকাশী দেখ্‌তে। গঙ্গার ধার থেকে একটু দুর কি না—দুপুর বেলা, সেটা আবার বোশেখ মাস—সেই রৌদ্রে ঘুরে বুড়ীর হবি্‌ ত হ'—একেবারে ওলাউঠো। বুড়ী কেবলই করছে—ওরে তোরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চ'—এখানে মরব না। ছেলেরা কি করে সেই অবস্থায় মা'কে ধরাধরি করে গঙ্গারধারে আন্‌তে লাগল—তা নৌকো খানা আবার একটু দুরে কোথায় ছিল—খুঁজতে খুঁজতেই বুড়ীর কেষ্ট প্রাপ্তি হ'ল। দেখ্‌ এতকাল কাশীতে রইল, রোগে ভুগে বেঁচে উঠল, আর মরল কি না গিয়ে ব্যাসকাশীতে। লোকে বলাবলি

করতে লাগ্‌ল—বুড়ী এত সৎ কাজ করত, এমনটা তার হ'ল কেন? পরে জানতে পারলে যে বুড়ী সময়কালে না কি স্বামীকে বড় কষ্ট দিত —তাইতেই সব পুণ্যি তার ভস্মে ঘি ঢালা হ'য়ে গেল।

সকলে মোহিত হইয়া গিয়াছিল। উদ্দেশে কাশীনাথের চরণে প্রণত হইয়া একজন বলিল—ময়ণা বেটী জাঁহাবাজ মেয়ে বটে।

আর একজন বলিল—দূর! তার চেয়েও এক কাঠি সরেশ—বাকীটা অব্যক্ত থাকিলেও সকলেই বুঝিতে পারিল।

মহেশ মণ্ডল বলিল—আজ যে জেলায় যাচ্ছে, জানিস নে বুঝি? নিমাই গাড়োয়ান বল্লে।

হরিপদ বলিল—ঠিক্ ঠিক্। নিমাই বল্লে বটে—ষ্টেশনে মেয়ে সোওয়ারী নিয়ে যাবে। তা' কি করতে যাচ্ছে, মহেশদা?

মহেশ দা' বলিলেন—ওকালতী করতে।

সকলেই বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ তোমার যেমন কথা!

নয় ত নয়। আমি মিছে কথা বলছি। বলেছে, আমার ত পয়সা কড়ি নেই, উকীল ব্যারিষ্টার দিই, তা আমি নিজেই দাঁড়াব। এর যদি একটি বর্ণও মিছে হয়—আমার নামই মহেশ নয়।

তাহার নাম পরিবর্ত্তনের দিকে কাহারো আগ্রহ ছিল না, সকলেই বলিয়া উঠিল—বল কি!

মহেশ মিথ্যা বলে নাই। আজই সকালে রামসদয়ের সহিত কথা হইয়াগিয়াছে। রামসদয় তাহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

হিন্দোল অপরাহ্ণে সেন মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই সেন মহাশয় বলিলেন—একি মা! তুমি কি এখনই কেঁদে আসছ?

হিন্দোল নতনেত্রে নিরুত্তর রহিল।

সেন মহাশয় বলিলেন—কেন মা-লক্ষ্মী, তুমি কেঁদেছ? কাঁদবার ত তোমার কোন কারণই হয় নি। আমার আত্মীয় মেয়েদের যে আমি তোমার উদাহরণ দিই। তোমাকে এত লঘুচিত্ত ত আমি ভাবতে পারি না।

হিন্দোলের অধরোষ্ঠ অল্প আন্দোলিত হইল, কিন্তু শব্দ বাহির হইল না।

সেন মহাশয় বলিতে লাগিলেন—মা, একদিন বড় আশা করেছিলুম, তোমাকে পুত্রবধূ করে' আমার গৃহ উজ্জ্বল করব, আশা বল্‌ছি কেন—একেবারে স্থির জেনে ছিলুম—মঙ্গলময়ের তা ইচ্ছা নয়—তুমিই অমত করেছিলে—না, না, তুমি মাথা নীচু করছ কেন? এতে লজ্জার কি আছে—বরং এ ত গৌরবের কথা, মা। তুমি যদি তোমার মনকে প্রবঞ্চিত করে আমার ঘরে আস্‌তে, তা'তে তুমিও সুখী হ'তে পারতে না, আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে গ্রহণ করতে পারতুম না। তার যে কি বিষময় ফল দাঁড়াত, ভেবে দেখ দেখি মা। সে তুমি ভালই করেছিলে। প্রথমটা আমার একটু দুঃখ হ'লেও মনের মধ্যে তাঁর এ বিধান যখন আমি মেনে নিলুম তখন আর কোন ক্ষোভ বা দুঃখ রইল না।

হিন্দোল বৃদ্ধের প্রত্যেক কথাটি যেন গ্রাস করিতেছিল। মানুষের চিত্ত যে এমন উন্মুখ হইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না।

সেন মহাশয় বল্‌লেন—মা, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। তুমি সত্য আশ্রয় করেছ—সত্যে তোমার জীবন পরিপূর্ণ হোক্—এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমার জানা নেই।

হিন্দোল পুনরায় নত হইয়া বৃদ্ধের চরণ তলে প্রণাম করিল। যখন উঠিল, তাহার চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতেছে।

সেন মহাশয় তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—এখন বল-মা কি অভিপ্রায়?

হিন্দোলকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—সত্য বলতে ইতঃস্তত কেন মা? বল—তুমি কি জেলায় যাবে?

হিন্দোল সাশ্চর্য্যে তাঁহার মুখের পানে চাহিতেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন—তুমি ভাবছ, আমার মনের কথাটি এ বুড়ো জানলে কেমন করে? এ ত আমার জানা নয়—তোমার ভিতরেও যিনি এ কথা জানিয়েছেন, আমাকে তিনিই জানিয়েছেন। আমিও যে মা সত্যাশ্রয়ী—তোমার আমার গতি ত ভিন্ন নয়। একটু থামিয়া পুণরায় বলিলেন—তা'হলে আর বিলম্ব কর না মা, যত শীঘ্র পার, গুছিয়ে নাও—আমিও একটু গোছগাছ করে' নিই। বুড়ো মানুষ, কুইনিনের পিল্‌টা, কাসির লজেঞ্জুস—সবই ত নিতে হ'বে। বলিয়া সেন মহাশয় হাস্য করিলেন।

হিন্দোল বলিল—আপনি যাবেন, জ্যেঠাম'শায়?

যাবো বৈ কি মা, নইলে কার সঙ্গে তোমাকে ছেড়ে দেব? অমিতা থাকলেও কথা ছিল, তা সে কাল থেকেই কোথায় চলে গেছে। আর তার চেয়ে বুড়ো মানুষই প্রকৃষ্ট সঙ্গী—কি বল মা?

হিন্দোলের মনে পড়িল, কাল অমিতা তাহাকে দেশত্যাগের কথা বলিয়াছিল। হিন্দোল বিশ্বাস করে নাই—আজ সে কথা শুনিয়া তাহার চিত্ত বিমুখ হইয়া উঠিল। আবার ভাবিল—না যাক্ অমিতা—সব যাক্—জেঠাম'শায় কি বলছেন—সত্য! সত্য! সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না, সত্য চিরমুক্ত।

সেন মহাশয় বলিলেন তোমার মা······তাকে······

হিন্দোল বলিল—না জেঠাম'শায়, তিনি এখানেই থাকবেন।

সেই বেশ। তোমার জেঠাইমাই তাঁর দেখাশুনা করবেন।

হিন্দোল চলিয়া যাইতেছে, পশ্চাৎ হইতে সেন মহাশয় বলিলেন—আর একটি কথা মা।

কি বলুন ?

তোমার হৃদয়কে সব সময়েই সত্য—কঠোর হ'লেও সত্য শুনাতে অভ্যস্ত করেছ ?

হিন্দোল একমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইল, বলিল—নইলে যেতাম না। জেঠামশায় আমার মনে যদি বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকত, ত আমি যেতাম না।

সেন মহাশয় উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন—তোমার বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকবে না মা, এস।—হিন্দোল প্রণাম করিয়া উঠিতেই অমিতার ভগ্নী সুরুচি একখানি পত্র তাহার হাতে দিয়া বলিল—দাদা দিয়েছেন।

একমুহূর্ত্তের জন্য হিন্দোলের মুখ রাঙাইয়া উঠিল, সে ক্ষিপ্রহস্তে পত্র উন্মোচন করিবে, সেন মহাশয় বলিলেন—না, মা, তুমি এখন সুস্থ নও। আমি বুঝতে পারছি, তুমি পত্রটি পেয়ে বিরক্ত হ'য়েছে—হ'বারই কথা, যদি এখন তুমি চিঠিখানি পড়,—তোমার চিত্ত বেশীমাত্রায় বিরক্ত হ'বে—সেটি ঠিক নয় মা। দয়াময় বলেছেন—সুস্থচিত্তে সব দিক্ বিবেচনা করে' তবে বিরক্তি বা সন্তোষ প্রকাশ করবে, নইলে যে অন্যায় করা হয় মা।

হিন্দোল চাহিয়া দেখিল—বৃদ্ধের প্রকাণ্ড আননে চিরশুভ্রতা, চির-শান্তি বিরাজ করিতেছে—সে পত্রখানি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

হিন্দোল ভাবিতেছিল—ধর্ম্ম জানিনা, দেবতা জানি না—দেবতা যদি মানুষ হ'য়ে আসেন, তিনি তোমার চেয়ে কখনই বড় নন।

আবার ভাবিতেছিল—অমিতা ইহাঁর পুত্র!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুখের কি সীমা আছে?

পৃথ্বীরাজ হাজতে।

এতদিন যে জেলার শাসনকর্ত্তাদের হাত ধরিয়া সগৌরবে এই হাজত-গৃহ বেড়াইতে আসিয়াছিল, আজ সে সেখানেই বন্দীরূপে উপবিষ্ট। পৃথ্বীরাজ একখানি খাটিয়ার উপর বসিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই—সে তেমনি প্রফুল্লভাবেই অবস্থান করিতেছে।

আজ দশদিন সে এখানে নীত হইয়াছে। রামসদয় প্রতিদিন দুই তিনবার তাহার কাছে আসিয়া বসেন। কলিকাতা হইতে একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার দুইদিন হইতে আসিতেছেন, একবার অনন্তনারায়ণও আসিয়াছিলেন। কিন্তু এস্থানে পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই, আর আসিবেন না বলিয়া গিয়াছেন।

প্রাতঃকাল। জেলের অধ্যক্ষ আসিয়া বলিলেন—রায় বাহাদুর, সুধীশ বাবু!

বাহিরে চাহিয়া দেখিল, অল্পদূরে ইংরেজী বেশ পরিহিত সুধীশচন্দ্র

দাঁড়াইয়া জেলারের সহিত কথা কহিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সুধীশচন্দ্র মৃদুহাস্য করিয়া টুপি উত্তোলন করিল।

পাঁচ মিনিট পরেই সুধীশচন্দ্র পৃথ্বীরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রবেশ করিয়াই গদগদস্বার সুধীশ বলিয়া উঠিল—পৃথ্বী!

তুমি! সুধীশ! এ কি—কি হ'য়ে গেছ তুমি!

সুধীশ হাসিল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমি তোমাকে চিন্তে পারি নি। গলার স্বর শুনে চিন্তে পারলাম। কি হ'য়েছে, সুধীশ? ম্যালেরিয়া?

না।

তবে?

হ'তে আর কি বাকী আছে, পৃথ্বী? তোমাকে এই স্থানে দেখতে হ'চ্ছে—আর বাকী কি?—তাহার কণ্ঠস্বর ভিজিয়া উঠিল।

হিন্দোল তুমি সুধীশকে মিথ্যা সন্দেহ করেছিলে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে পৃথ্বীরাজ বলিল—আমি কিন্তু বেশ আছি।

তা ত দেখছি। কিন্তু আমার কি মনে হ'চ্ছে জান? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

আরে ছিঃ সুধীশ তুমি মেয়ে মানসেরও অধম। সে সুধীশের পৃষ্ঠে করাঘাত করিল।

সুধীশ নীরব। তাহার ছল ছল চক্ষু দু'টির পানে চাহিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন—ভেব না সুধীশ। মিছে ভেবে কেন কষ্ট পাও।

আমি ভাবছি—

দোহাই তোমার সুধীশ। আর আমাকে জেরা কর না। একা

রামসদয়ের জেরায় প্রাণ কণ্ঠাগত। তার ওপর তুমি শুদ্ধ আরম্ভ কর'লে—কনফেস্ করে আমি ফাঁসী যাব।

সুধীশ একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিল—আমি ভাবছি, মুক্ত করতে পারি তবেই না আমার শ্রম সার্থক হয়।

পৃথ্বীরাজ বলিল—আমি শুনলাম—তুমি অনর্থক কতক গুলো খরচ করছ—

বাধা দিয়া সুধীশ বলিল—তোমার বিষয় তোমারই কাজে খরচ করছি।

আমার বিষয়!

নয়ত কার?

তোমার! আমার মামা তোমাকে দান করেছেন, সুধীশ।

যা করবার তাঁর কোন অধিকার ছিল না।

পৃথ্বীরাজ বলিল—না. না ও কথা বল না সুধীশ। তাঁর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি—তিনি যা খুসী তাই করতে পারতেন। সুধীশ, বিষয় তোমার।

সুধীশ হাসিয়া হাসিয়া বলিল—তাই যদি হয় সম্রাট আমি দান করছি।

পৃথ্বীরাজ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সুধীশ, তোমার মহত্ত্বে আমি মুগ্ধ। আমি কেন, যে শুনবে—সেই মুগ্ধ হ'বে। কিন্তু সুধীশ, আমি তোমার সম্পত্তি অপহরণ করে দস্যু হ'ব না। আমাকে ক্ষমা কর।

সুধীশ নীরব। পৃথ্বীরাজ বলিল—দুঃখ কিসের বন্ধু। ওঠো তুমি মহৎ পৃথিবীতে মহৎ কাজের অভাব নেই—তারি অনুষ্ঠান কর।

সুধীশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে আস্তে আস্তে বলিল—তুমি জান আমার কি পণ? বিলেত অবধি আমি লড়ব।

পৃথ্বীরাজ বলিল—বৃথা অর্থনষ্ট করবে সুধীশ।

সুধীশ কিয়ৎকাল নীরবে ধূমপান করিল। পরে সিগারেটটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—চল্লুম পৃথ্বী, আবার আসব। জেলে যদি আইন থাকত—আমি এখানে থাকতুম। বলিয়া সে টুপিটি বগলের মধ্যে চাপিয়া চলিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ ভাবিতেছিল যারা বলে সুখের সীমা আছে—তারা ভুল করে সুখের সীমা নাই সুখ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সুখ অনন্ত অসীম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সে আত্মপ্রশংসা করিতে চাহে না।

হিন্দোল ঘরে ঢুকিতেই সেন মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। হিন্দোল যত দৃঢ় চিত্তই হোক, আজ তাঁহার সম্মুখান হইবামাত্র তাহার পা উঠিতে চাহিল না। তাহার লজ্জারুণ মুখ খানি কেমন করিয়া সে আবৃত করিবে, এই অলস হাতদু'টি গোপন করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। প্রতিমুহূর্ত্তে সে নিজেকে অত্যন্ত অশোভন বলিয়া মনে করিতেছিল. সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় সে নবধুটির মত জড় সড় হইয়া পড়িতেছিল।

সেন মহাশয় প্রফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—কোন প্রশ্ন করতে হ'বে না, আমি বুঝতে পারছি, তুমি জয়শ্রী বহন করে' এনেছো। তোমার মুখখানি আমাকে সব বলে দিয়েছে, মা।

হিন্দোল একবার মাত্র সেই পূর্ণ চক্ষু দু'টির পানে চাহিয়া মুখ নত করিল। সেন মহাশয় বলিলেন—আজ সকালে যখন তুমি শয্যাত্যাগ করে উঠ্‌লে আমি তোমাকে বল্লুম না—হিন্দোল আজ অকাশ কি নীল, সূর্য্য কি উজ্জল, গাছ পাতার কি গার রং—বলি কি? আমার হৃদয় দেবতা গোপনে একথাটি আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি কি আর আকাশ আজ ভারি নীল হইয়াছিল, না সূর্য্য ইলেক্ট্রিসিটি ধার করে এনে উজ্জল হয়েছে—না ঐ গাছ গুলো আজ এই প্রথম জন্মাল তা নয় মা যেদিনটি সংসারে মঙ্গল বহন করে—সেইটিই হ'ল সুদিন। নয় মা? আজ সকালটা আমার চোখে লেগেছিল। কি মা হয়েছে! ভাবছ বুড়োর মাথায় এত ভাব, কবিতা লেখে না কেন? ওরে পাগলী, কবিতা আমি লিখতুম; অনেক মিলের বংশনাশ করে ছেড়ে দিইছি। মৃদু হাসিয়া বলিলেন—নমুনা চাও—বেশ—তোমার বিয়েয় দেখিয়ে দেব—কেমন কবিতা লিখতে পারি।

হিন্দোল সরলভাবেই বলিলেন—জেঠামশায়, আপনি ত কবি-ই।

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—লোকে স্বীকার করল না মা—তোপে উড়িয়ে দিলে। গাদা গাদা কবিতা মাসিকওয়ালাদের পাঠাই—মানে মানে জবাব আসে—এখনও দেখা হয় নাই। তাই কি ছাই জবাব দিত! তাগাদা—হ্যাঁ—আমিও তাগাগা লাগালুম—হুস্ হুস্ শব্দে। তখন উত্তর এল—অতীব দুঃখে সহিত জানাইতেছি আমরা

কবিতা ছাপা বন্ধ করে দিয়েছি।—উত্তম করেছ! একেবারে পোষ্টকার্ডে ছাপিয়ে ফেলেছে, বুঝলে মা হাতে লিখে আর বেচারা পেরে উঠ্‌লো না। বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তার পর নিজে তাঁ'দের অফিসে গমনাগমন সুরু। মশায় আমার কবিতাটার কি করলেন? সম্পাদক চশমাটি একটু তুলে দিয়ে ভয়ানক (!) বিস্ময়ের সহিত কহিলেন—আপনার কবিতা! কবিতাটির কি নাম বলুন ত? আমি বল্লুম—সরসী ও চন্দ্রমা। সম্পাদক (চুরুট টানিতে টানিতে) সরসী ও চন্দ্রমা! কৈ কাল ফাইলটা সব দেখলাম—কৈ—এটি ত মনে পড়ছে না। সেটি বোধ হয় হারিয়ে গেছে। আমার ত গা জ্বলে উঠল—উঃ বাঙ্গলা দেশের সম্পাদক প্রভুদের কি দায়িত্বজ্ঞান। হারিয়ে গেছে?

হিন্দোলও হাসিতে লাগিল। তাহার মনটি পাখীর মত মন্থরগতিতে শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বলিল—তারপর জেঠাম'শায়?

সম্পাদক ত কথাটি বলে' আধমিনিট কাল দুঃখিতভাবে বসে থেকে —হাতের গ্রাহকের তালিকাপুস্তকটির পাতা উল্টাতে লাগলেন। আমি বল্লুম, তা দেখুন···, সেটি আমার মুখস্ত আছে—ঐ সে দিন ত লিখে দিই।—আমি লিখতে লাগলুম, আর মনে মনে সম্পাদকের মনের একটা ফোটগ্রাফ আঁকতে লাগলুম। দিনকতক পরে গেলুম,—মশায়?—আসুন, এই দেখুন। আমাদের সম্পাদক মশায় লক্ষ্ণৌএ থাকেন, তাঁর কাছে সব (ম্যানসক্রিপট) যায় কি-না—এই দেখুন ম'শায়—এই প্যাকেটটি মারা গেছে—পোষ্টাফিস তদন্ত করছে। আমাদের দেশের পোষ্ট আর পুলিস দুই-ই বিশ্রী ম'শায়।—আমি বুঝলুম, বল্লুম, ম'শায় হারাবার কারণটি আমি বুঝেছি। নমস্কার ম'শায়, নমস্কার! আপনাকে

বার বার নমস্কার।—সম্পাদকটি বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর চোখ্ দু'টো যে হেসে উঠ্ছিল, তা আমি দেখতে পেলুম। তিনি বোধ করি ভাবছিলেন—কতদিনে এ-রকম কবির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। তা তাঁর বাঞ্ছাই পূর্ণ হ'ল—সব জড় করে আগুন ধরিয়ে—ব্যস্—ত্যাগ।—তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

এই ক্ষুদ্র বালকটির মত সরল হাস্যে তাহার মন ভরিয়া গেল। তাহার সমস্ত হৃদয় বেদনা জুড়াইয়া গেল।

সেনমহাশয় বলিলেন—আমিও তোমার জন্যে শুভসংবাদ সংগ্রহ করে' রেখেছি, মা।

হিন্দোল সাগ্রহে বলিল—কি জেঠাম'শায়?

রামকমল বলিলেন—মা, পৃথ্বীর জন্য একা আমরাই করছি না। সুধীশচন্দ্র সর্ব্বস্ব পণ করেছে—আর একজন এলাহাবাদের মস্ত ধনী—তাঁরও সর্ব্বস্ব পণ। এতগুলি প্রাণীর মিলিত চেষ্টা কি বিফল হ'তে পারে মা!

হিন্দোল কথা কহিল না। তাহার অন্তরাত্মা করযোড়ে এই বৃদ্ধের চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছিল।

সুধীশ যা করছে, মানুষের মত কাজ। লোকে জয়-জয়কার করছে মা। কলকাতার সব বড় বড় কৌন্সিলদের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কে কি বলে। মা, শুনলুম সে চিন্তায় শুখিয়ে গেছে। সে বলেছে—এখানে না হয় হাইকোর্ট, ভাইশরয়, বিলেত—শেষ রাজার কাছে অবধি যাবে। শুনে অবধি আমার মন ছোকরার পায়ের কাছে লুঠোচ্ছে।

হিন্দোল ভাবিতেছিল—সুধীশ এত মহৎ!

রামকমল বলিলেন—আর এলাহাবাদের ধনী—যার কথা বল্লুম তাঁর-ও শুনলুম ঐ রকম! মা, তাহ'লে আমরা এখনও আছি—যাই নি ত! একের বিপদে দশজন এগিয়ে যায়—এ ত বড় সোজা কথা নয়।

হিন্দোল জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় শুনলেন জেঠাম'শায়?—এ প্রশ্ন সে সন্দেহবশে করে নাই সন্দেহের ছায়াও তখন তাহার মনখানিতে স্থান পায় নাই। প্রতি বর্ণটি ঝলমল করিতেছিল, বুঝি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সকল কথাই সে গ্রাস করিতেছিল।

রামকমল সহাস্যে বলিলেন—এঁদের দেখে এলুম, স্বচক্ষে। হ্যাঁ ধনী বটে। বাঙ্গালা দেশে এত বড় ধনী আর আমি দেখিনি মা। তবে তাঁর কোন খেতাব টেতাব নেই।

হিন্দোল বলিল—তাঁদের কাছেই উনি কাজ করতেন।

রামকমল বলিলেন—হ্যাঁ মা। বৃদ্ধ সেন মহাশয়টি একেবারে দেবতা। আর তাঁর পুত্রছটিও কি তাই। মেয়েটির কি কান্না হিন্দোল।

হিন্দোল বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে যে ইন্দ্রধনুবর্ণে সুখ-চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা সে কোনমতেই গোপন করিতে পারিতেছিল না। সে কি বলিতে যাইতেছিল, বাহির হইতে সুধীশচন্দ্র ডাকিল—সেন মহাশয়।

সেন মহাশয় উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—এস, বাবা এস তুমি আমাদের লুপ্তপ্রায় বাঙ্গালীগরিমা।

সুধীশ প্রবেশ করিয়া দু'জনকেই নমস্কার করিল।

তোমার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, এই ভাবটি মনের মধ্যে উদিত হইবামাত্র হিন্দোল সাহ্লাদে কহিল—আপনিও সেখান থেকেই আসছেন, সুধীশ বাবু?

বার সুধীশচন্দ্র অস্পষ্টস্বরে হাঁ বলিয়া সেন মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—১৭ই দিন। আজই আমি কলকাতা যাচ্ছি—ক'দিন সেখানেই থাক্‌ব, একেবারে ১৬ই আসব।

রামকমল পরিপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন—তোমাকে আর কি বল্‌ব বাবা! তুমি আমাদের জাতির আদর্শ হ'য়ে দীর্ঘায়ু হও। তুমি যা করেছ—

সুধীশ বলিয়া উঠিল—কি আর করেছি বলুন। এক সময় পৃথ্বী আমার যা উপকার করেছিল, তা'র তুলনায় কিছুই না। সে না থাক্‌লে আমরা স্রোতের মুখে খড়ের মত কোথায় ভেসে যেতুম।

রামকমল বলিলেন—তাই ত বল্‌ছি বাবা, কৃতজ্ঞতার প্রতিদান ত আজ কাল আর দেখা যায় না—

সুধীশ বলিল—কৃতজ্ঞ হ'লেও আমার করবার ক্ষমতা কি আছে বলুন। আমি যা করছি—এ ত তারই নিয়ে থুয়ে। বিষয় আশয় সবই ত তার। আমি ত আমমোক্তার। যেদিন সে সসম্মানে মুক্ত হ'য়ে আস্‌বে—তারই হাতে সব তুলে দিয়ে যেখান থেকে এসেছি, সেখানে চলে যাব।

রামকমল বলিলেন—দেখ্‌লে মা। যা বলেছিলুম। একি যে সে কথা, না, যে-সে পারে?

হিন্দোল বলিল—সত্যি জেঠাম'শায়—আশ্চর্য্য!

সুধীশচন্দ্র বলিল—না, না—আমি আত্মপ্রশংসা শুন্তে আসিনি। শুধু থাক্‌ব না, এই খবরটা দিতে এসেছিলুম।

সুধীশ উঠিয়া পড়িল। নমস্কার করিতেই হিন্দোল বলিল—এখনি চল্লেন!

সে স্বরে নৈরাশ্য না কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল, সুধীশচন্দ্র ঠিক অনুমান করিতে পারিল না।

একমুহূর্ত্ত পরে বলিল—আশা করি আপনাকে সুখী করে আপনার বন্ধুত্বের দাবী করতে পারব।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে রামকমল এই ত্যাগী যুবকটির সশ্রদ্ধ চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন। হিন্দোলও কি ঠিক সেই ভাবিতেছিল না—যে সুধীশকে সে কি অন্যায় সন্দেহই না করিয়াছিল। সুধীশ যে নীরবে সঙ্গোপনে এত বড় ত্যাগের আয়োজন করিতেছিল, সে ত কোনদিনই ধারণা করিতে পারে নাই। যাহারা নীরবে সৎ কাজ করে—লোকে জানুক আর নাই জানুক সাধারণের চেয়ে যে তাহারা কত বড় তাহাদের স্থান যে অনেকের উচ্চে—এই অবিশংবাদী সত্যটি হিন্দোল কৃতজ্ঞচিত্তে মানিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিচার

দায়রা বসিয়াছে।

রামপুর গ্রামের পুরুষ বুঝি আর কেহ বাকী নাই। যাহারা আদালত গৃহে স্থান পাইয়াছিল, তাহারা ম্লানমুখে বসিয়া আছে, বাহিরে—বৃক্ষতলে, পথে, লোকে লোকারণ্য!

পৃথ্বীরাজ কাঠগড়ায় দাঁড়াইল। একবার সে চারিদিকে দেখিয়া লইল। হঠাৎ হিন্দোলকে দেখিয়া সে চক্ষু নামাইয়া লইল। তাহার

মনে হইল, সে না আসিলেই ভাল করিত। কি জানি কি হয়—এখানে তাহার আসা উচিৎ হয় নাই।

অল্পদূরে মিঃ সেন বসিয়া আছেন—কক্ষে ঢুকিতেই জজ সাহেব যে একটু মৃদু অভ্যর্থনাসূচক হাস্য করিয়াছিলেন, তাহাও সে দেখিয়াছিল। মিঃ সেন অন্যদিকে চাহিয়াছিলেন। অনন্তনারায়ণ ব্যারিষ্টার ঘোষ সাহেবের সহিত কথা কহিতেছিলেন। পৃথ্বীরাজ অনেককেই দেখিল, একমাত্র সুধীশকে দেখিতে পাইল না।

মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইলে, আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে ব্যারিষ্টার প্রবর ঘোষ সাহেব বলিলেন—এই আসামী, যাহাকে গভর্ণমেণ্ট—মহিমান্বিত সম্রাট রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, সে বাঙ্গলা দেশের এক মস্ত জমিদারের উত্তরাধিকারী। আপনারা সকলেই জানেন যে সে তা'র মামার সঙ্গে ঝগড়া করে—তাঁকে হত্যা করেছে এই বলিয়া অভিযোগ। আমি একে একে সবই প্রমাণ করে দিব—যে সে নির্দ্দোষ।

প্রথমতঃ সে ঝগড়া করেছিল কেন?—বলিতে বলিতে ঘোষ সাহেবের উজ্জ্বল দৃষ্টি হিন্দোলের মুখের উপর পড়িল। হিন্দোল চক্ষু নামাইয়া লইল।

ঘোষ সাহেব বলিতে লাগিলেন—সে একটি প্রেমের ঘটনা—যাকে আমরা রোম্যান্স বলি। একটি মেয়েকে সে ভালবাসত—তার মামা বলেছিলেন, মেয়েটিকে ত্যাগ করতে। ছোকরা জেদী, জেদে মামার চেয়ে সে বড় ছোট ছিল না। ফলে মামা তাকে গৃহত্যাগ করতে বলেন। সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে—মামাও নিহত হ'ন।

সে তার মামার ঘরে ঢুকেছিল, একগাছি ছড়ি হাতে করে—সেই ছড়ি দ্বারাই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে—ডাক্তার বলেছেন!

আচ্ছা! রায়বাহাদুর পৃথ্বীরাজ কি অভিসন্ধিতে হত্যা করতে পারেন? বোধ হয়—মামা তাঁকে ত্যজ্য করে' নতুন উইল করেছিলেন, তারই প্রতিশোধ নিতে তিনি এই কাজ করেছিলেন।

আদালত গৃহ নীরব। একটি সূচী পতন হইলেও শব্দ শুনা যাইত। আশা ও নিরাশার তাড়নে হিন্দোলের বুকটি দুরু দুরু করিতেছিল। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যতদিন সে সুধীশকে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিতে পারিয়াছিল, তাহার মনে সান্ত্বনা ছিল। যে মুহূর্ত্তে তাহাকে সে বিশ্বাস করিয়াছে—তখন হইতেই মনখানি ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছে।

ঘোষ সাহেব বলিতেছিলেন—আমি নিম্ন আদালতেও বলিয়াছি যে আসামীর বিপক্ষে প্রমাণ বড় গুরুতর। বোধ হয় কাহারো সন্দেহ নাই যে পৃথ্বীরাজই হরিপ্রসাদ বোসের হত্যাকারী।

হিন্দোল দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। রামসদয় তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন।

ঘোষ সাহেব মনে মনে বলিলেন—হা হতভাগ্য বালিকা!

বলিলেন—কিন্তু—আমি বল্‌ছি, আমার আসামী, আমারই মত নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।

হিন্দোল অশ্রুসিক্ত নেত্রদ্বয় তুলিতেই ঘোষ সাহেবের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল। ঘোষ সাহেব বলিলেন—সুধীশচন্দ্র!

পৃথ্বীরাজ সম্মুখে সুধীশকে দেখিয়াই ভাবিল—এইবার সুধীশের লাঞ্ছনা। কি বিশ্রী এই আদালতের ব্যাপারটা!

ঘোষ সাহেব বলিলেন—সুধীশচন্দ্র—তুমি স্বীকার করেছ যে মৃতের উইলখানি তোমারই লেখা? কেমন? হাঁ। কখন তুমি উইলটি লিখেছিলে? আট-টা। ঘড়ি দেখেছিলে কি? তখন পৃথ্বীরাজ সেখানে ছিল না? সে কি আগেই চলে গেছল? জান না? আচ্ছা তুমি হরিপ্রসাদকে কখন মৃত দেখ্‌লে?……এইরূপ অনেক প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু একটিরও উত্তর আসিল না। সে স্থিরনেত্রে পৃথ্বীরাজের পানে চাহিয়া আছে, কোন কথা কাণে পৌঁছিতেছে কি না, তাহাও বুঝা গেল না।

ঘোষ সাহেব বলিতে লাগিলেন, সুধীশ বিষয় আশয় সমস্তই পৃথ্বীরাজকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছে, ইহা অত্যন্ত মহৎ সঙ্কল্প হইলেও তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহারই বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাইয়াছে, একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই তাহা প্রকাশ হইতেছে।

সুধীশ নীরব।

ঘোষ সাহেব একখানি খাম লইয়া জুরিগণকে বলিলেন—এই খামটি দেখ্‌ছেন—এটি আমি মাত্র কাল খুলেছি। যিনি এর প্রেরক, উপরে তাঁর অনুরোধ লেখা আছে—পৃথ্বীরাজ বিচারের সময় খুলিও। সুধীশচন্দ্র, লেখাটা চিন্তে পার কি?

সুধীশের দৃষ্টি পৃথ্বীর মুখেই নিবদ্ধ, সে নির্ব্বাক।

জুরির প্রধান ব্যক্তি কাগজখানি লইয়া দেখিলেন—তাহাতে কয়েক-বার—শ্রীহরিপ্রসাদ বসু—এই স্বাক্ষর রহিয়াছে।

ঘোষ সাহেব বলিলেন—উইলে যে স্বাক্ষর আছে, আপনারা দেখিবেন এই কাগজের শেষের সহিটির অবিকল অনুকৃতি। সুধীশ উইলটি তোমার লেখা ত? ইওর অনার ও জুরর মহোদয়গণ, গবর্ণমেন্টের

হস্তলিপি পরীক্ষক—মিঃ উইলিয়মসন বলিবেন—এই কাগজের প্রথম চেষ্টাকৃত সহিটী এবং উইলের লেখা এক কি-না।

মিঃ উইলিয়মসন বলিলেন—এক।

ঘোষ সাহেব বলিলেন—সুধীশ তুমি মনে করতে পারলে?—প্রশ্ন করিয়া তাঁহার কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল, ইহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই ত! তিনি 'হোপলেস্' বলিয়া তাহাকে নামিয়া যাইতে কহিলেন—মিঃ অমিতারঞ্জন সেন।

অমিতাকে দেখিয়া সেন মহাশয় হিন্দোলকে বলিলেন—মা, অমিতা এসেছে।

তুমি এই কাগজটি সুধীশের ঘরের মেঝেতে পেয়েছিলে, সেই রাত্রে?

হাঁ।

সুধীশ তখন—

সুধীশ সামনের একটা ঘরে ঢুকল। পরে জান্তে পেরেছিলুম, সেই ঘরটিতে হরিপ্রসাদ থাকৃতেন। আমি খানিকক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করে চলে এলুম। কাগজটা মেঝে থেকে আমি তুলে নিয়েছিলুম।

এ কথা এতদিন তুমি বল নি কেন?

অমিতা কি ভাবিল, বলিল—সে আমার গোপন কথা।

ঘোষ বলিলেন—গোপন প্রকাশ করতে হ'বে। তুমি শপথ করেছ, মনে আছে?

অমিতা পিতার পানে চাহিল। বলিল—আমি এ'টা বেচ্তে চেয়েছিলুম।

কি মূল্য চেয়েছিলে? Twenty thousand Rupees?

অম্বিতা নীরব।

হিন্দোল কি বলিতে গেল, রামসদয় তাহাকে বসাইয়া দিলেন।

ঘোষ বলিলেন—বুঝেছি।—

হিন্দোল তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে নত হইয়া পড়িল।

ঘোষ সাহেব বলিলেন—এখন আমি এমন একজন লোককে ডাকব—

সেই সময় সকলেই সাশ্চর্য্যে দেখিল সুধীশ নীরবে সাক্ষীমঞ্চে উঠিতেছে। সে সময় তাহাকে স্থির বলিয়াই বুঝা গেল, কিন্তু তাহার উদাস দৃষ্টি কাহারো ভালো লাগিল না।

ঘোস সাহেব বলিলেন—তুমি কিছু বল্‌বে?

সুধীশ একটু হাসিয়া বলিল—কাজটা কিন্তু কিছুই নয়। এত বড় যে একটা লোক মরল—দুটি ঘাও সহ্য হয় নি। ম'শায়, এই উইলটি আমিই লিখি, সিন্দুকে রেখে আস্‌তে ধরা পড়ি। বুড়ো নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে উঠেছিল, শুধু গোলমালটা চাপ্‌তে গলাটা তার টিপে ধরতে তিনিই আমাকে বাধ্য করেছিলেন। তার ওপর, পৃথ্বীর লাঠিগাছটা কাছেই ছিল—বুড়ো যখন বড্ডো চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—এক ঘা।—ব্যাস্‌!

সে থামিল, এক মুহূর্ত্ত। বুঝি চিন্তা করিয়া লইল।

পৃথ্বী কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। আর সেই স্তব্ধ জনসংঘ নির্ণিমেষ, নির্ব্বাক। জজ এই হতভাগ্য সাক্ষীর পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন।

আশ্চর্য্য—যে সে গোলমাল কেউ শুন্তে পায় নি। হরি প্রসাদ অথচ বুড়ো—কিন্তু প্রাণের দায়ে সেও লড়েছিল। আমি যদি একটু দুর্ব্বল হতুম, বুড়ো নখে টিপে আমায় মারত! কিন্তু তার অর্থ বিভব—আমাকে কি পেয়েই বসেছিল। বুড়ো পারবে কেন? পৃথ্বী ত গেছেই,

সে ত আর আমার দোষ নয়—বুড়োই তা'কে তাড়িয়েছে—তার জন্য আমি দুঃখিত—কিন্তু তা'র পরে যে এতটা ঐশ্বর্য্য পঞ্চভূতে লুটবে—এ আশঙ্কাটা আমার বড়ই তীব্র ভাবে বেজেছিল।

সুধীশ নিঃশ্বাস ফেলিল। এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—বিষয় তা'কে আমি দিতে চেয়েছিলুম, দিতুম। তা'কে বঞ্চিত করতুম না—যদিও আমি জানতুম খুনী বলে তাকে ফাঁসীতে ঝুলতে হ'বে। পৃথ্বীর জন্য আমার কষ্ট হ'ত—কিন্তু সান্ত্বনাও আমার ছিল। কি সান্ত্বনা? হা হা —একদিন মিথ্যে করে' একটা বিপদের কথা বল্‌তেই ঐ মূর্খ অম্লানমুখে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল। একবার জিজ্ঞেস করে নি—দিয়েছিল। পৃথ্বী ভোগ করে নিয়েছিল, আর আমি—চিরদিনের কুকুর, এর দ্বার তার দ্বার ঘুরে বেড়িয়েছি। মূর্খ যদি টাকাটা দেবার আগে দু'টো প্রশ্নও করত! তাও করে নি। তার সেই উদাস পরোপকার বৃত্তিটিই আমার মনে আগুণ জ্বালিয়েছিল। তবু তার সর্ব্বনাশের কল্পনাও আমি করি নি। যখন দেখলুম, সে গেছে—তখন তার পরিত্যক্ত শূন্য সিংহাসনটির জন্য আমার দীন প্রবৃত্তি হাহাকার করে উঠ্‌ল।

সুধীশ একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল। কি দেখিল, কাহাকে দেখিল, কে জানে! বিচারপতির পানে চাহিয়া সহাস্যমুখে বলিল—আর একবছর সময় পেলে আমিও একটা প্রজারঞ্জক রাজা হ'তে পারতুম। তার আর দরকার নেই। হ্যাঁ—অনুতাপ, কিছু না—হা হুতাশ—কিছু না—এস।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই সকলে দেখিল—একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী তাহার হাত ধরিয়াছে।

সে হাসিমুখে নামিতেই বিচারক বলিলেন—Do not guilty.

কাঠগড়ার দ্বার খুলিয়া গেল ; পৃথ্বীরাজ নামিয়া সেখানে দাঁড়াইল—হিন্দোল সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বাহিরে।

পরমুহূর্তেই হিন্দোল রামকমলের নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল। রামকমল সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে চলিলেন।

অনন্ত পৃথ্বীরাজের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিতেই, গাড়ীর ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া ডাকিল—উঠে এস ঠাকুরপো।

হেনা সুপুরি কাকার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইতেছিল—না ঠিকই ত বলেছিল, আমরা না এলে সুপুরি কাকা আর আসিত না।

মিঃ সেন বলিলেন—অন্ততঃ তোমরা এই গাড়ীতে ওঠ, তুমি, বৌ-মা, পৃথ্বী, আর হিন্দোল কৈ ?

রামকমল পশ্চাৎ হইতে বলিলেন—এই যে! কি অমিতা, তুমি একেবারে আমাদের অবাক করে দিয়েছ কিন্তু।

মিঃ সেন অমিতার পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া বলিলেন—সাহসী বালক।

অমিতা হিন্দোলকে বলিল—একটা কথা আছে শুনবে ? আমার গাড়ী আছে।

হিন্দোলের মন বর্ষার নদীর মত কূলে কূলে কানায় কানায় পূর্ণ হ'ল। সে বলিল—চল।

হিন্দোল রামকমলের পানে চাহিয়া বলিল—জ্যেঠাম'শায়, আমি আস্‌ছি, এখনই আপনারা চলুন।—কথাটা পৃথ্বীরাজ শুনিতে পায়, এই ইচ্ছাই তাহার ছিল, কিন্তু নিজের কণ্ঠের উপর সে সময়ে তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না।

পৃথ্বীরাজ মিঃ সেনের গৃহে আসিতেই দেখিল, সেখানে শুক্তি বসিয়া আছে। কবেকার বহুদিনের আগেকার একটি রমণীয় চিত্র পৃথ্বীরাজের মনে উঁকি মারিতেছিল। সেই একদিনের পরিচয়েই এই মেয়েটির রমণীয় হৃদয়ের অনাবৃত ছাপটি পৃথ্বীরাজকে কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া রাখিয়াছিল। কতটুকু পরিচয়ই বা সে পাইয়াছিল, কিন্তু সে সামান্যটুকু পৃথ্বীরাজের মনে অসামান্য হইয়া মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

সে নীরবে তাহার সম্মুখীন হইল, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র সম্ভাষণও গলা দিয়া বাহির হইল না। শুক্তি একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল—কৈ, আপনি ত রোগা হন্ নি।

পৃথ্বীরাজ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার মনে যে কত সঙ্কোচ উঠিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। শুক্তির হাসি মুখখানি তাহাকে অসীম তৃপ্তি দান করিল। সে হাসিয়া বলিল—রোগা হবার চেষ্টা করা গেছ্‌ল—হ'তে পারলাম না।

ললনা হাসিয়া বলিল—তার জন্যে আর দুঃখ করে' কি হ'বে ভাই? হ্যাঁরে শুক্তি, তুই হ'লি কি? মানুষ দাঁড়িয়ে রইল, একবার বসতেও ত বল্লি নে! বস ভাই ঠাকুরপো, বস।—সে পৃথ্বীরাজের হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল।

শুক্তির মুখের পানে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—ঠাকুরপো বলে তাই রেহাই পেলি। বিলাতী গোরা যখন আস্‌বে, না বল্লে—কি হয় দেখিস!

পৃথ্বীরাজ দেখিল—শুক্তি এই কথায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর দিয়া যে গাঢ় রক্ত খেলা করিয়া গেল—তাহা দেখিয়া পৃথ্বীরাজের মনে পুলকের বাণ ডাকিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসিল—বিভাস আসছেন?

ললনা বলিল—হ্যাঁ ভাই, জাহাজে চড়ে চিঠি লিখেছে।

পৃথ্বীরাজ আর কিছু বলিল না—কিন্তু সে যে সুখী হইয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। একবার মাত্র শুক্তির লজ্জানম্র মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

অনন্ত বলিলেন—এই স্ত্রীজাতিটার উপর আমার ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

ললনা ত্রস্তে বলিয়া উঠিল—ওঃ—আমি যাচ্ছি।

শুক্তি পলাইতে পারিলে বাঁচে, সে বলিল—বৌদি, দাদার চা আমি করে নিয়ে আসছি। শুক্তি চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া সে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া বসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। আজ সে আরো দু'তিনবার কাঁদিয়াছে। এখনও কাঁদিল, কেন কাঁদিল, কিসের দুঃখে—আমরা জানি না। বুঝি, চোখের জল অকারণেও ঝরে।

দুই পেয়ালা চা আনিয়া দু'জনের সম্মুখে রাখিয়া শুক্তি বলিল—কবে থেকে ধরলেন?

হাজতে। সেই এলাহাবাদে মনে আছে—তোমারই হাতে সুরু

হ'য়েছিল। ভুলে গেছ? সেই তুমি নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলে, আর ছাড়তে পারা গেল না।

শুক্তি একটুখানি হাসিবার জন্য অনেকখানি চেষ্টা করিল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মুখখানি আপনিই নত-নীরব হইয়া গেল।

ললনা বলিল—যা বল্লে আজ, আর বল না ভাই। বিভাস এলে—কথাটা শেষ না হইতেই শুক্তি উঠিয়া চলিয়া গেল। এমন লজ্জার কথা কিছুই নয়, এবং এ টুকু সহ্য করিবার মত শিক্ষা থাকিলেও, সে কিছুতেই আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না।

অনন্ত বলিলেন, শুক্তিকে লেখাপড়া শেখানো বিফল হ'য়ে গেছে!—বলিয়া চাটুকু শেষ করিয়া পৃথ্বীরাজকে বলিলেন—তারপর ভায়া, কি করছ?

পৃথ্বীরাজ এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—তোমরা যা করবে।

আমরা ত এলাহাবাদে গমনং—

আমিও সঙ্গ গ্রহণং।

ললনা সাগ্রহে বলিল—সত্যি ঠাকুরপো?

পৃথ্বীরাজ বলিল—কোথায় যাব বৌদি? তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে? বৌদি, হাজতে বসে আমি কি ভাবতাম, শুন্‌বে? ভাবতাম—সর্ব্বপ্রথম তোমাকে। ভাবতাম, তোমার চোখ দু'টি সোণার, না আমি সোণার!

অনন্ত বাধা দিয়া, বলিয়া উঠিলেন—বল কি হে? আমার ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে যে! তারপর কি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'লে?

ললনার চক্ষু বলিতেছিল—আচ্ছা তোমার হ'বেখন আজ!

পৃথ্বীরাজ বলিল—তোমার মিষ্টি কথাগুলি, তোমার মুখের হাসিটি—সমস্তক্ষণ আমাকে বিভোর করে' রাখত। আর কোথায় যাব না বৌদি, কোথায় যেতে পারব না—তোমাদের কাছেই আমাকে একটু স্থান দিও!—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া গেল। সকলেই নীরব! পৃথ্বীরাজ যে এক বিন্দু বাড়াইয়া বলিতেছে না তাহা এ পরিবারের কীট পতঙ্গ অবধি জানিত।

অনন্ত বলিলেন—বিষয় আশয়—

কিছু নেই।

সে কি হে! বিষয় ত তোমারই। শুন্‌লে ত সুধীশ বল্লে—সে উইল জাল করেছিল।

তার মস্তিস্ক বিকৃত। সে দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল—রামসদয় বাবু সেছেন কি?

এসেছি বৈ কি, রায় বাহাদুর।—বলিতে বলিতে রামসদয় কক্ষে প্রবেশ করিতেই, ললনা আড়ালে সরিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—দেখে এলেন?

রামসদয় বলিলেন—হ্যাঁ। তুমি যা বলছ, তাই বোধ করি ঠিক।

পৃথ্বীরাজ কাতরস্বরে বলিল—রামসদয় বাবু, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন; পুলিস হ'লেও আপনি প্রকৃত মানুষ। আপনি এ'টি করুন—বলিতে বলিতে সে রামসদয়ের হাত দু'টি তুলিয়া লইল।

রামসদয় বলিলেন—আমাকে অত ক'রে বলছ কেন? কি করতে হ'বে, তাই বল।

পৃথ্বীরাজ বলিল—সুধীশকে দেখ্‌বেন। তাকে ডাক্তার দেখান, সে

যাতে বাঁচে তাই করুন। দোহাই আপনার। তা'কে আপনি জানেন না—তার মত চরিত্র আমি দেখিনি।

রামসদয় বলিলেন—কিছু বলতে হ'বে না—তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। এখন, বাহিরে যে রামপুরের লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কি?

কেন? কেন?

কেন আর? তারা এখনই তোমাকে নিয়ে যেতে চায়। আমি বল্লুম—আজ তিনি বড়ই শ্রান্ত—তা তারা বল্লে—আমরা মাথায় করে নিয়ে যাব—তাঁর কষ্ট হ'বে না।

পৃথ্বীরাজ পাঁচমিনিট কি ভাবিল, শেষে বলিল—তা'দের বলে দিন—না, আমি নিজেই যাচ্ছি।

কক্ষের বাহিরে আসিতেই পৃথ্বীরাজ দেখিল, মৃদু গমনে হিন্দোল সেই-দিকেই আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সে থামিল।

হিন্দোল বলিল—এখনই আসছ ত?

পৃথ্বীরাজ হাসিয়া চলিয়া গেল।

যাঁহারা বলেন—প্রেমাস্পদের মিলনে অনেক ভাব ও ভাষা প্রকাশ হইয়া পড়ে, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতে চাই—কোন আবশ্যক হয় না, ভাব প্রকাশে চক্ষুই যথেষ্ট এবং অধরের মৃদু হাসি একখানি উপন্যাস রচনা করিতে পারে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শেষ।

পৃথ্বীরাজ কয়দিন বড়ই ব্যস্ত। সুধীশের অবস্থা আদৌ ভাল নহে। পৃথ্বীরাজ নিজে ডাক্তার আনিতে কলিকাতা গিয়াছিল, এইমাত্র ফিরিয়াছে। এখনও বাসায় আসে নাই। অমিতা সংবাদ দিয়াছে—এখনই আসিবে।—সে'ও সেখানেই গেল।

মিঃ সেন ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু একটা কিছু স্থির না হইয়া গেলে যাইতে পারেন না। ললনা বলিয়াছে—বাবা, আজ ঠাকুর-পো এলে ঠিক করে ফেল। ওদিকে বিভাসের আসবার সময় হ'ল।

মিঃ সেন বলিলেন—তাই ত ভাবছি মা—কি করি। এদিকে পৃথ্বীর যে রকম অবস্থা, আমরা গেলে ও যে কি করবে, ভেবেই পাচ্ছি না।

একটু ভাবিয়া বলিলেন—এক কাজ করলে ত হয় মা, তুমি শুক্তিকে নিয়ে অনন্তর সঙ্গে চলে যাও, আমি সব ঠিক ঠাক করে যাব। কি বল?

ললনা কথা কহিল না।

মিঃ সেন বলিলেন—সে আমি বুঝতে পারছি, মা। আমার মা'কে আমি জানি না!

ললনা বলিল—বাবা, দেখ্‌ছ, কেমন হ'য়ে গেছে? যা'কে একদিনের কখন বিষণ্ণ দেখিনি, একদিনে দেখ্‌ছ ত?

দেখছি বৈ কি! সেইজন্যেই ত ভাবছি। ওর ধারণা কি জান?

জানি বাবা। ঠাকুর-পো বলে, সুধীশ তা'কে বাঁচাতেই নিজের গলায় ফাঁসী টেনে দিয়েছে।

কথাটা সত্যি মা। ঘটনা যে রকম দাঁড়িয়েছিল, পৃথ্বীর কোন আশা ছিল না। সুধীশ যা করেছে...

তোমার কি মনে হয় বাবা, সে খুন করেছে?

কি জানি মা—কিছু বলা যায় না।

ঐ যে ঠাকুর পো—পৃথ্বীরাজ আসিতেই বলিল—কেমন আছেন?

পৃথ্বীরাজ ম্লানহাস্যে বলিল—কি জানি!

ললনা তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলে উঠিয়া বলিল—স্নান হয়েছে?

না। করছি।

করছি নয় - তোমার জন্যে বাড়ীশুদ্ধ সব উপোস করে' বসে আছে। বাবাকে জেদ করে তবে খাওয়ালুম। নাও, উঠে পড়।

বল কি! কটা বেজেছে, হুঁস আছে?

হুঁস আমাদের বিলক্ষণ আছে, তোমারই নেই; আর একজন বেহুঁসে ঘুমোচ্ছেন, তাঁরও নেই বোধ হয়!

পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসিল—কে? অনন্ত?

ললনা বলিল—আবার কে! সেই একটা গল্প আছে না, একজন ঘুমিয়েছিল সে যখন জাগলে, তার ওপর উইঢিপি হ'য়ে গেছে। আর একজন ত্রিবেণীতে এমন ঘুমিয়েছিল যে জেগে দেখ্‌লে সে হারিয়ে গেছে।

পৃথ্বীরাজ সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—সে আবার কে?

একটা গল্প শুনলুম ভাই। লোক চেনাচিনিতে দরকার কি?

বুঝেছি—বলিয়া পৃথ্বীরাজ হাসিতে লাগিল।

একটু পরে বলিল—ভাগ্যে সেদিন আমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—

ভাগ্যে আবার কি? দেখা ত হ'তই। শকুন্তলা যে বীথিকার ভিতর বলয় ফেলে এসেছিলেন, আস্তে গিয়ে দেখ্‌লেন—

পৃথ্বীরাজ বাধা দিয়া বলিল—তুমি কি বল……

কিছু বলি নে ভাই। আমাকে কেন দোষী করছ? নিজে জিজ্ঞাসা করলেই পার ত!

তা পারি কৈ?

ওঃ! আমারই বুদ্ধির দোষ। তা ভাই—ললনা এখনই পাঁজি পুঁথি আনাই। ওরে ও বিন্দী—

পৃথ্বীরাজ সসব্যস্তে কহিল—দোহাই বৌদি। তোমার হু'টি পায়ে পড়ি……

ললনা হাসিয়া বলিল—যাও, স্নান করে এস।

পৃথ্বীরাজ কুয়াতলায় স্নান করিতে বসিয়াছে, থপ্‌ করিয়া এক তাল হলুদ তাহার পিঠে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

অনন্তনারায়ণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বাহির হইয়া বলিলেন— কি হ'ল কি হল?

অমিতা বলিল—বৌ-দি গায়ে হ'লুদ দিচ্ছেন, শুক্তি শাঁখ বাজাচ্ছে—আর আমি নিতবর হ'ব—তৈরী আছি।

অনন্ত বলিলেন—পৃথ্বী, তুমি ভাই যত পার হলুদ মাখ তা'তে দুঃখ নেই, কেননা তা'তে তোমরা সকলেই আমোদ পাচ্ছ—কিন্তু আমার পেটের নাড়ীগুলো যে রকম শঙ্খধ্বনি করছে তাতে আমোদ ত প্রকাশ পাচ্ছেই না, বরং প্রমাদ বলেই বোধ হ'চ্ছে।